CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-35 ■ 10 November, 2024 ■ আগরতলা ১০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ২৪ কার্ত্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

লামডিং-বদরপুর অংশে মালবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত

রাজ্যে আজ থেকে পেট্রোল বিক্রির ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে রেশনিং ব্যবস্থা চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং-বদরপুর অংশে একটি মালবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ায় প্রায় ৪-৫ কিলোমিটার বিস্তৃত রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরফলে বিগত কিছুদিন যাবৎ পেট্রোপণ্য সহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বহিঃরাজ্য থেকে রেলপথে রাজ্যে আমদানী বন্ধ রয়েছে।

ইতিমধ্যে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের তরফে উক্ত এলাকায় রেললাইন সারাইয়ের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সারাইয়ের কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় করা হচ্ছে। আগামী ১৩ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ থেকে এই রেললাইন অংশে পুনরায় পণ্য পরিবহণ পরিষেবা চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আইওসিএল কর্তৃপক্ষ বর্তমানে আসামের গুয়াহাটি, বেতকুচি, লামডিং ও শিলচর ডিপো থেকে সড়কপথে ট্যাঙ্কার ট্রাকের মাধ্যমে রাজ্যে পেট্রোল ও ডিজেল আমদানি করছে।

তবে বর্তমানে ধর্মনগরস্থিত আইওসিএল ডিপো সহ রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় পেট্রোল পাম্পগুলিতে পেট্রোলের মজুতের পরিমাণ কম থাকায় সারা রাজ্যে আগামী ১০ নভেম্বর, ২০২৪ থেকে পেট্রোল বিক্রির ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে।

আগামীকাল থেকে দুই চাকার যানবাহনে দিনে ২০০ টাকার পেট্রোল, তিন চাকার যানবাহনে ৪০০ টাকা এবং চার চাকার যানবাহনে দিনে ১০০০ টাকার পেট্রোল নেওয়া যাবে।খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে জনসাধারণ যেন পেট্রোলের এই সংকটকালীন পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত পেট্রোপণ্য ক্রয় করা থেকে বিরত থাকেন।

সকল জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এই রেশনিং ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে মেনে চলার জন্য আবেদন করা হচ্ছে। এই রেশনিং ব্যবস্থার মেয়াদ রাজ্যে রেলপথে পেট্রোপণ্য পরিবহণ পরিষেবা পুনরায় চালু হওয়া পর্যন্ত লাগু থাকবে।

সনাতন ধর্মের উপর আঘাত মোটেই বরদাস্ত নয়, হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ নভেম্বর।। বাংলাদেশে দীর্ঘ দিন ধরে সনাতনীরা অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সনাতন ধর্মকে কেউ নড়াতে পারেন নি। সনাতন ধর্মের উপর আঘাত মোটেই বরদাস্ত নয়। আজ উদয়পুর কলেজ মাঠে আয়োজিত বিরাট সনাতন ধর্ম সম্মেলনে এমনটাই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

এদিন তিনি বলেন, বিশ্বের সর্বপ্রাচীন ধর্মের মধ্যে অন্যতম সনাতন ধর্ম, যা শুধুমাত্র উপাসনা পদ্ধতিতেই সীমিত নয়। এই ধর্ম জীবনকে সঠিক দিশায় বাঁচতে প্রেরণা যোগায় দেয়।

তাঁর কথায়, বাংলাদেশে দীর্ঘ দিন ধরে সনাতনীরা অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন।এখন সময় রয়েছে সাবধান হয়ে যাওয়া ভাল। দীর্ঘ বছর ধরে সনাতনীদের উপর আক্রমণ করলেও এখনো পর্যন্ত কেউ নড়াতে পারেন নি।

ত্রিপুরায় মিশ্র বসতি রয়েছে। জাতি জানাজাতি মিলে রাজ্যে শান্তি বজায় রেখে সবাই বসবাস করছেন।

তাঁর কটাক্ষ, ৩৫ বছরের বাম আমলে ত্রিপুরায় নাস্তিক পরিবেশ তৈরী করেছিল। কিন্তু বিজেপি সরকার ত্রিপুরায় আস্তিক পরিবেশ তৈরী করা হয়েছে। কারণ, ভগবান ছাড়া কিছুই হবে না। তাঁরা ভগবানকে বিশ্বাস করেন না। যার কারণে, তাঁদের অস্তিত্ব মুছে যাচ্ছে। তাঁরা রাজ্যে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করেছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি।তাঁর আরও অভিযোগ, বাম আমলে ত্রিপুরায় শুধু খুনের ইতিহাস তৈরী হয়েছে। হাস্যকর ব্যাপার আজ তাঁরাই রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা নেই বলে দাবি করছেন.।

উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে রাজ্যে কমলার উৎপাদন বেড়েছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ নভেম্বর।। কমলালেবু একটি অর্থকরী ফসল। কমলা চাষের মাধ্যমে আত্মনির্ভর হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কিল্লা ব্লকের উত্তর বড়মুড়া এলাকা কমলা চাষের জন্য একটি আদর্শ জায়গা। আজ কিল্লা ব্লকের উত্তর বড়মুড়া ভিলেজ কার্যালয় প্রাঙ্গণে রাজ্যভিত্তিক কমলা উৎসবের উদ্বোধন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথ বলেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার কমলা চাষীদের পাশে আছে। উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে কমলার উৎপাদন গত বছরের থেকে ভালো হয়েছে। আগে জম্পুইতে কমলা উৎপাদন বেশি হলেও বর্তমানে কিল্লায় অনেক বেশি কমলা উৎপাদন হচ্ছে। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষকরা হচ্ছেন আমাদের অন্নদাতা। কৃষকরাই আমাদের তিনবেলা খাবার যোগায়। কৃষকদের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নে রাজ্য সরকার কাজ করছে। এখন ত্রিপুরার আনারস, কাঁঠাল, লেবু, তেঁতুল, আদা, পান, হলুদ দুবাই, ইংল্যান্ড, জার্মানি ও কাতারে রপ্তানি হচ্ছে। তিনি বলেন, ড্রোন ব্যবহার করে কমলা গাছে কীটনাশক ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে। যাতে পোকার আক্রমণ থেকে কমলা গাছকে রক্ষা করা যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক পাঠানলাল জমাতিয়া, কৃষি দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিধায়ক রঞ্জিত দাস, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, সমাজসেবী জয়কিশোর জমাতিয়া, সমাজসেবী রতীন্দ্র জমাতিয়া প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদ্যান পালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. পি বি জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কিল্লা বিএসি''র চেয়ারম্যান বাগানহরি মলসম। রাজ্যভিত্তিক কমলা উৎসবে মেলা প্রাঙ্গণে ৩০টি স্টল খোলা হয়েছে। কমলা উৎসব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিভিআইপি-র এসকর্টের ধাক্কায় মৃতের পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ নভেম্বর।। ভিভিআইপি এসকর্টের গাড়ির ধাক্কায় নিহত টেপানিয়ার বাসিন্দা পীযূষ দেবনাথের পরিবারের সাথে আজ সাক্ষাৎ করে সমবেদনা জানান বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী। প্রয়াতের পরিবারের বাসস্থান অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ের বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত। তাই অর্থমন্ত্রীর নিকট সরকারের পক্ষ থেকে নিহতের পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি করেন জিতেন্দ্র চৌধুরী।

প্রসঙ্গত, দীপাবলির সময় টেপানিয়ার বাসিন্দা পীযূষ দেবনাথের বাইকে ভিভিআইপি'র এসকর্টের গাড়ি ধাক্কা লাগে। এই দুর্ঘটনায় পীযূষ প্রাণ হারান। কিন্তু এ নিয়ে কোনো তদন্ত করা হয়নি বলে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩৭০ এর প্রাচীর চিরতরে চাপা পড়ে গিয়েছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি.স.)।। অনুচ্ছেদ ৩৭০ ধারা নিয়ে কংগ্রেসের অবস্থানের সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে জানিয়ে দিলেন, ৩৭০-এর প্রাচীর চিরতরে চাপা পড়ে গিয়েছে। শনিবার মহারাষ্ট্রের নান্দেদ-এ এক নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, কয়েক দশকের অপেক্ষার পর আমরা দেশকে ৩৭০ ধারার কবল থেকে মুক্ত করেছি। ৩৭০ ধারার প্রাচীর চিরতরে চাপা পড়ে গিয়েছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'কিন্তু কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে কংগ্রেস জোট সরকার গঠনের সুযোগ পেয়েছে। সরকার গঠনের সাথে সাথে, এই লোকজন বিধানসভায় যাওয়ার সাথে সাথেই তারা ৩৭০ ধারা পুনরায় কার্যকর করার প্রস্তাব পাস করে। সর্বোপরি, কংগ্রেস কেন ৩৭০ কে এত ভালবাসে? আমরা জম্মু ও কাশ্মীরকে ভালবাসি এবং তারা ৩৭০-কে ভালবাসে।

রাজ্যে সব স্কুল পড়ুয়াদের তথ্য একত্রিত করার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। একইদিনে রাজ্যের সব সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের তথ্য একত্রিত করার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা দফতর। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সরকারি বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের তথ্য একত্রিত করার নির্দেশ দিয়েছে। এই সংক্রান্ত বার্তা এসেছে যাতে পড়ুয়াদের যাবতীয় তথ্য সেন্ট্রালাইজড করা হয়। অর্থাৎ একটি মাত্র ক্লিক করে যে কারোর তথ্য জানা যেতে পারে। এই কাজটি অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। এবার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে শনিবারের মধ্যে অভিভাবকরা নিজেরা আবেদনজমা পুরণ করে স্কুলে এনে জমা দেবেন। তাই এদিন বিভিন্ন স্কুলে সেই আবেদনপত্র জমা নেওয়ার চিত্র দেখা গেছে।

পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। যান দুর্ঘটনা যেন কোনোভাবেই থামছে না রাজ্যে। আজ আগরতলা বিশালগড় সড়কের রাস্তারমাথা বন্ধন ব্যাংক এলাকায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা গুরুতর আহত হয়েছেন ৫ জন।

সংবাদ সূত্রে জানা যায়, শনিবার দুপুরে একটি অটো এবং একটি স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে হয়। অটো এবং স্কুটির সংঘর্ষে আহত হয় সর্বমোট পাঁচজন ।এই পথ দুর্ঘটনা ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে যায় আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোবাইল কেড়ে নিল দশম পড়ুয়ার প্রাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। বাবার বকুনি খেয়ে অপমানে অভিমানে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল এক যুবক। ঘটনা নতুন বাজার থানাধীন খেদারনাল এলাকায়।

অনলাইন গেইম কেড়ে নিলো এক তরতাজা যুবকের প্রাণ।মোবাইলে অনলাইন গেইমের ফ্রীফাইয়ার প্রলোভনে পরে বাবার কাছে বকাবাদ্য খেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল দশম শ্রেণি পড়ুয়া এক যুবক। ঘটনা শুক্রবার নূতন বাজার থানাধীন খেদারনাল এলাকায়। নিহত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাজ করতে গিয়ে মালিকের হার চুরির অভিযোগে আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। কাজ করতে গিয়ে বাড়ির মালিকের সোনার চেইন চুরির ঘটনায় জড়িত এক চোরকে আটক করেছে পুলিশ। চোরের নাম মিঠুন মিয়া।জয়নগর যুবসমাজ এলাকায় এক চোরকে আটক করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত একমাস আগে বিশালগড় এসডি ও চৌমুহনী এলাকায় এক বাড়িতে রঙের কাজ করতে গিয়ে সোনার চেইন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা থেকে সুপারি রপ্তানির ক্ষেত্রে অসমে দফায় দফায় কাঠমানি নেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।।অসমে সুপারি সিন্টিগেইটের বাড়বাড়ন্তে বিপাকে ত্রিপুরার সুপারি চাষী ও ব্যাবসায়ীরা। ত্রিপুরা থেকে সুপারি রপ্তানির ক্ষেত্রে অসমে দফায় দফায় কাঠমানি নেওয়ার অভিযোগ তুললেন রাজ্যের এক সুপারী ব্যাবসায়ী। এতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ত্রিপুরার সুপারি চাষী ও ব্যাবসায়ীদেরকে।

ত্রিপুরা থেকে অসমে সুপারি রপ্তানি করতে গিয়ে চরম সমস্যার মুখে রাজ্যের সুপারি ব্যাবসায়ীরা। এতেকরে ফসলের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছেননা পার্বত্য রাজ্যের সুপারি চাষীরা। অসমে সুপারি সিন্টিগেটের আভিযোগ ত্রিপুরার সুপারি ব্যাবসায়ীদের।ত্রিপুরার অর্থকরী ফসলের মধ্যে সুপারি অন্যতম। পার্বত্য ত্রিপুরায় সুপারি চাষ করে তা বাজারজাত করার মধ্যদিয়ে জিবীকা নির্বাহ করেন অনেকেই। বহিঃরাজ্য বিশেষ করে অসম রাজ্যে সবচাইতে বেশি রপ্তানি হয়ে আসছে এই সুপারি। কিন্তু বর্তমানে অসমে সুপারি সিন্টিগেট শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ ত্রিপুরার সুপারি ব্যাবসাহীদের। এর প্রভাব পড়েছে রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে। ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমাতেও এনিয়ে বিপাকে পড়তে হচ্ছে ব্যাবসাহীদেরকে।

স্থানীয় পাবিয়াছড়া বাজারে সুপারি নিয়ে আসা নিতাই শিল নামে এক ব্যাবসায়ী অভিযোগ করলেন, অসম রাজ্যে সুপারি পাঠাতে গেলে উপযুক্ত জিএসটি দিয়েও গাড়ী প্রতি ষাট হাজার টাকা যেমন দিতে হয় অসমের সুপারি সিন্টিগেইটকে তেমনি অসম গেইটে আরো চল্লিশ হাজার টাকা কাঠমানি দিতে হয় বলে অভিযোগ করলেন ঐ ব্যাবসাহী। তিনি জানিয়েছেন শুধু সড়ক পথের ঝামেলাই নয়, রেল পথে সুপারী পরিবহনের ক্ষেত্রেও আনুমতি দিচ্ছেনা সরকার। এতে করে সুপারী ব্যাবসাহীদেরকে চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ।অসম সরকারের তুঘলকি সিদ্ধান্তের ফলে বিগত কয়েকমাস ধরে ত্রিপুরা থেকে সুপারি আর অসমমুখী করেননা ব্যাবসাহীরা।

কুমারঘাট মহকুমা অঞ্চলের বিভিন্ন চাষীদের থেকে সুপারি কিনে তা পাইকারী দরে বিক্রি করেই সংসার চলে ব্যাবসাহী নিতাই শিলের। কিন্তু বর্তমানে রাজ্যের বাইরে সুপারি বিক্রি বন্ধ থাকায় তার রোজগারে যেমন টান পড়েছে তেমনি ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকেও বঞ্চিত হতে হচ্ছে ত্রিপুরার সুপারি চাষীদেরকে। ব্যাবসাহীদের দাবী ট্রেনে সুপারি রপ্তানি চালু করা সহ সুপারি সিন্টিগেইট বন্ধে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিয়ে ব্যাবসাহীদের আগের মতো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলার দায়ের আঘাতে গুরুতর অপর মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। উশৃঙ্খল মহিলার দায়ের আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন আরেক মহিলা। ওই ঘটনায় বারুইপাড়া এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরবর্তী সময়ে আহত মহিলার পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বারুইপাড়া এলাকায় কল্যাণী ঘোষ নামে এক মহিলার তান্ডবে দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় এলাকাবাসীরা অতিষ্ঠ ছিলেন। কল্যাণী কোন কারণ ছাড়াই এলাকার মহিলাদের উপর আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। এভাবেই শনিবার সকালে ওই এলাকার বাসুদেব দত্ত'র স্ত্রী শতু সাহা দত্ত দোকানে যাওয়ার জন্য বের হয়েছিলেন। তিনি কল্যাণী ঘোষের বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় কল্যাণী ঘোষ হাতে ধারালো দা নিয়ে শতু সাহা দত্ত'র মাথায় আঘাত করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় আঘাত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শতু সাহা দত্ত মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এদিকে, স্থানীয় এলাকাবাসী রক্তাক্ত অবস্থা দেখে খবর দিয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিচ্ছন্নতার অভাবে রাজীব গান্ধী মহকুমা হাসপাতালের বেহাল দশা, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। সংস্কারের অভাবে কৈলাসহরের রাজীব গান্ধী মহকুমা হাসপাতাল বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। পরিচ্ছন্নতার অভাবে হাসপাতালটি ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গিয়েছে, রাজীব গান্ধী মহকুমা হাসপাতালটির ব্যাপক পরিচিতি ছিল। কিন্তু জেলা বিভক্ত হবার পর বর্তমানে এটি মহকুমা হাসপাতাল হিসেবে কাজ করছে। আজ সেই হাসপাতালটি জঙ্গল আর ময়লায় ভরা। চারপাশের আবর্জনা আর অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ যেন হাসপাতালের প্রতি দপ্তরের কর্তাদের উদাসীনতার চিহ্ন বহন করছে।তাছাড়া, হাসপাতালের পুরোনো অ্যাম্বুলেন্স গুলো দীর্ঘদিন ধরে এক জায়গায় পরে থাকায় জং ধরে গেছে। আর গাড়িকে কেন্দ্র করে গজিয়ে উঠেছে জঙ্গলের পাহাড়। পরিচ্ছন্নতার অভাবে ভয়াবহ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাড়ির আগুনে পুড়ল দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে আচমকা অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই গেছে দোকান। আজ সকালে কর্ণেল চৌমুহনী এলাকায় ওই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনী। দীর্ঘ প্রচেষ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণ আসে। ওই অগ্নিকাণ্ডে আড়াই লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান দোকান মালিক দীপক চক্রবর্তী।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে কর্ণেল চৌমুহনীতে হঠাৎ গাড়ি নষ্ট হওয়ার ঠিক করার জন্য একটি দোকানের সামনে রেখেছিলেন চালক। আচমকাই গাড়িতে আগুন লেগে যায়। মূহুর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ
আগরতলা ১০ নভেম্বর ২০২৪ ইং
২৩ কার্ত্তিক, রবিবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

অনুপ্রবেশ জলন্ত সমস্যা

কাগজপত্র বাঁকা পথে সংগ্রহ করিয়া বাংলাদেশি নাগরিকরা আধার কার্ড সহ বিভিন্ন সরকারি নথিপত্র সংগ্রহ করিবার চেষ্টা অব্যাহত রাখিয়াছে। এমনকি, বাংলাদেশের নাগরিকরা এই কৌশল কাজে লাগাইয়া ভারতীয় পাসপোর্ট পর্য্যন্ত বাগাইয়া নিতে সক্ষম হইতেছে। এই অবৈধ কাজে দালাল চক্র দীর্ঘ দিন ধরিয়াই যুক্ত রহিয়াছে। শুধু তাই নয় ,সরকারি কর্মচারীদের একাংশ এই দালাল চক্রের সঙ্গে হরিহর আত্মা বলিয়া জানা গিয়াছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগাইয়াই বাংলাদেশি নাগরিকদের একাংশ এইভাবে ভারতীয় নথিপত্র করিয়া নিতে সক্ষম হইতেছে। অথচ ভারতে বসবাসকারী নাগরিকদের একাংশ আধার কার্ড সহ ভারতীয় বিভিন্ন নথিপত্র সংগ্রহ করিতে গিয়া নানাভাবে নাজেহাল হইতেছে। এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করিতেই ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি অভিযানে নামিয়াছে। বিগত প্রায় এক বছর আগেও বিএস এফ -এর সহযোগিতায় ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি(এনআইএ) ত্রিপুরার মানব পাচারের সাথে জড়িত থাকিবার অভিযোগে ২০ জনেরও বেশি ব্যক্তিদের আটক করিয়াছে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হইয়াছে, স্থানীয় পুলিশ অভিযানে জড়িত ছিল না। অপারেশনের বিবরণ শীর্ষ পুলিশদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।অভিযানের সময় গ্রেপ্তার করা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিশেষ এনআইএ আদালতে মামলা করা হয়। কাউকে স্থানীয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) মানব পাচার মামলায় ১০টি রাজ্য জুড়িয়া অভিযান করিয়াছে। এই দশটি রাজ্য হইল, ত্রিপুরা, অসম, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, হরিয়ানা, পুদুচেরি, রাজস্থান এবং জম্মু ও কাশ্মীর। এই ১০টি রাজ্য ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি রাজ্যে অভিযান চালাইতেছে এনআইএ। রাজ্য পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে এনআইএ-এর দল এই মামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহভাজনদের বাসস্থান এবং অন্যান্য স্থানে অভিযান চালাইতেছে। এনআইএ-র একাধিক দল অপরাধের সঙ্গে জড়িত সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ১০টি রাজ্যে এই অভিযানকার্য্য শুরু করে। এনআইএ-র গোয়েন্দারা এই ১০টি রাজ্যের চার ডজনেরও বেশি জায়গায় অনুসন্ধান করিয়াছে যাহাতে করিয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কযুক্ত মানব পাচার চক্রকে তাহারা ধরিতে পারে। গত মাসে বেঙ্গালুরু থেকে এনআইএ-র একটি দল শ্রীলঙ্কার মানব পাচার মামলায় জড়িত তামিলনাড়ু থেকে এক পলাতক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করিয়াছিল। এই ধরনের অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকিলে কোন প্রবেশ বন্ধ করা সম্ভব হইবে বলিয়া বিভিন্ন মহল অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে।

অনুপ্রবেশ এক ভয়ঙ্কর প্রবণতা। অনুপ্রবেশের ফলে জনবিন্যাস বদলাইয়া যাইতেছে। অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক স্বার্থে অনুপ্রবেশকারীদের সুযোগ দেওয়া হইতেছে। দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার স্বার্থে অনুপ্রবেশের প্রবণতা বন্ধ করা জরুরী। ত্রিপুরা সহ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে অনুপ্রবেশের ঘটনা দিনের পর দিন বাড়িতেছে। এই প্রবণতা বন্ধ করিতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করিতে পারে।

ভারত ধর্মশালা নয়। যে কেউ এখানে আসিয়া এখানকার সম্পদে ভাগ বসাইবে, সেটা হইতে পারে না। ভোটমুখী ঝাড়খণ্ডে দাঁড়াইয়া অনুপ্রবেশকারীদের কড়া হুঁশিয়ারি কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের। তাঁহার অভিযোগ, ঝাড়খণ্ডের বর্তমান সরকার ভোটব্যাঙ্কের জন্য অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিতেছে। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসিলেই এইসব অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করিয়া শাস্তি দেওয়া হইবে বলিয়া স্পষ্ট বার্তা দিয়াছেন শিবরাজ।বেআইনি অনুপ্রবেশকারীরা ত্রিপুরা, বাংলা-বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের জনবিন্যাসই বদলাইয়া দিয়াছে। অবিলম্বে এন আর সি করা উচিত। এক বছর আগেই এই দাবি তুলিয়াছিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও এনআরসি বিরোধী। ঝাড়খণ্ডে সামনে নির্বাচন। তাই এনআরসিকেই হাতিয়ার করিতে চাইছে গেরুয়া শিবির। বিজেপির অভিযোগ, ঝাড়খণ্ডের গোড্ডা, পাকুর, দেওঘর, জামতাড়া, সাহেবগঞ্জের মতো জেলায় অনুপ্রবেশ বাড়িতেছে। যাহার ফলে বদলাইয়া যাইতেছে জনবিন্যাস।ঝাড়খণ্ডে বিজেপির নির্বাচনী পর্য্যবেক্ষক শিবরাজ সিং চৌহান এদিন সেই অভিযোগই তুলিলেন। তাঁহার দাবি, আদিবাসী অধ্যুষিত রাজ্যটিতে উদ্বেগজনকভাবে বড়িতেছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ। এর জেরেই সাঁওতাল পরগনায় আদিবাসীদের সংখ্যা ৪৪ শতাংশ থেকে কমে ২৮ শতাংশ হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, "ভারত কোনও ধর্মশালা নয়। এই দেশ, এই মাটি, আমাদের নদী, পাহাড়, বনাঞ্চলে শুধু আমাদের অধিকার। যে কেউ আসিয়া সেটা দখল করিয়া নিবে তাহা হইতে দেব না। সমস্যার জন্য ঝাড়খণ্ডের বর্তমান জেএমএম সরকারকে দায়ী করে শিবরাজ বলেন, "হেমন্ত সোরেন ও তাঁহার দল ঝাড়খণ্ড জনমুক্তি মোর্চা ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি করিবার জন্য অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিয়াছে।অনুপ্রবেশকারীরা এখানে আসিয়া সহজে আধার কার্ড পাইয়া যাইতেছে। অল্পবয়সী মেয়েদের প্রলোভন দেখাইয়া তাহিদের বিয়ে করিয়াছে, তাহাদের নামে জমি কিনিয়াছে। এই ঘটনা দেশের জন্য ভয়ংকর।চৌহান এদিন আরও একবার স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এই অনুপ্রবেশকারীদের বাড়বাড়ন্ত রুখিতে সে রাজ্যে এনআরসি কার্যকর করিবে বিজেপি। অনুপ্রবেশ সমস্যা শুধু ত্রিপুরা আসাম কিংবা পশ্চিমবঙ্গেই নয় দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এই সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর ধারণ করিতে শুরু করিয়াছে। এই সমস্যা সমাধানে রাজনীতির ঊর্ধে ওঠিয়া চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন।

নেশন্স লিগ : রোনাল্ডোকে রেখেই পর্তুগালের দল ঘোষণা

লিসবন, ৯ নভেম্বর (হি.স.): ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে রেখেই শুক্রবার রাতে ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করল পর্তুগালের কোচ রবার্তো মার্টিনেজ। আগামী শুক্রবার (১৫ নভেম্বর) নেশনস লিগে পোল্যান্ডের মুখোমুখি হবে পর্তুগাল। পরের ম্যাচে ১৮ নভেম্বর ক্রোয়েশিয়ার মুখোমুখি হবে পর্তুগিজরা।

পর্তুগাল স্কোয়াড: গোলরক্ষক: দিয়েগো কোস্তা, রুই সিলভা, জোসে সা। রক্ষণভাগ: দিয়েগো ডালট, জোয়াও কানসেলো, নেলসন সেমেডো, নুনো মেন্ডেস, নুনো তাভারেস, টমাস অরাউজো, থিয়াগো জালো, রেনাতো ভিগা, অ্যান্তোনিও সিলভা। মিডফিল্ডার: ওতাভিও মোন্তেইরো, ম্যাথিউস নুনেস, পেড্রো, বের্নার্দো সিলভা, ব্রুনো ফের্নান্দেজ, জোয়াও ফেলিক্স। ফরোয়ার্ড: ভিতিনহা, পেদ্রো নেতো, ফ্রান্সিসকো কনসিকাও, ফ্রান্সিসকো ট্রিনকাও, রাফায়েল লেয়াও, ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো।

সৌদি প্রো লিগ : টানা জয়ে শীর্ষস্থানে হিলাল, জয় পেয়ে তৃতীয় স্থানে নাসর

রিয়াদ, ৯ নভেম্বর (হি.স.): সৌদি লিগে আল হিলাল ও আল নাসর জয় পেয়েছে। শুক্রবার (৮ নভেম্বর) রাতে কিংডম অ্যারেনায় আল ইত্তিফাককে ৩-১ গোলে হারিয়েছে আল হিলাল। বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের পক্ষে গোলগুলি করেন অ্যালেকসান্দার মিত্রোভিচ, ম্যালকম এবং মোহামেদ আল-কাহতানি। আর আল ইত্তিফাকের পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন ভিক্তর ভিনিসিউস।এদিকে কিংডম অ্যারেনায় আরেকটি খেলায় আল নাসর ১-০ গোলে হারিয়েছে আল রিয়াদকে। আল নাসরের পক্ষে ৪১ মিনিটে একমাত্র গোলটি করেন সাদিও মানে। সৌদি লিগে ১০ ম্যাচে ৯ জয় ও ১ ড্রয়ে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আল হিলাল।

জগন্ময়ী জগদ্ধাত্রী

অমিতাভ বসু

শারদীয় দুর্গোৎসবের নবমীর এক মাস পরে আবার পূজিতা হন দেবী দুর্গা, তবে জগদ্ধাত্রী রূপেজ্জ কেনো উপনিষদে জগদ্ধাত্রীর উল্লেখ আছে। কেনো উপনিষদে বিবৃত উপাখ্যান অনুযায়ী এক সময় ইন্দ্র, বায়ু, বরুন, অগ্নি ইত্যাদি দেবতারা নিজেদের পরম শক্তিশালী ও বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টি, পুষ্টি ও সংহার কর্তা মনে করতে থাকেন । তাঁরা প্রত্যেকে নিজেদের ঈশ্বর বলে ভাবেন এবং ভীষণ অহংকারী হয়ে ওঠেন । এমন সময় এক দিন এক অতি সুন্দরী স্বর্ণবর্ণা সদা হাস্যময়ী দেবী আবির্ভূতা হন । তাঁকে দেখে দেবতারা ভাবতে থাকেন কে এই নারী আর তাঁকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে থাকেন । তখন সেই দেবী মাটিতে একটি তৃণ, অর্থাৎ ঘাস, রেখে, দেবতাদের সেই তৃণ উঠাবার জন্য আহ্বান করেন। দেবীর এই ডাকে দেবতারা অত্যন্ত রুষ্ট হন আর দেবীকে তাঁদের শক্তির বিশাল বর্ণনা শোনান । বলেন তাঁদের মতো শক্তিশালীদের একটি তৃণ সরানো অত্যন্ত সহজসাধ্য এবং এই কাজ করতে বলা তাঁদের শক্তির অবমাননা করা । তবুও দেবী নাছোড়বান্দা। অনেক কথোকথোপনের পর দেবতারা দেবীর আহ্বানে রাজী হন । একে একে ইন্দ্র, বায়ু, বরুন, অগ্নি ও অন্যান্য দেবতারা মাটি থেকে দেবীর রাখা তৃণ তুলতে চেষ্টা করেন । কিন্তু কেউ সেই তৃণ উঠাতে পারেন না । তখন দেবতারা ভাবেন কে এই দেবী এবং বুঝতে পারেন সেই দেবীর কাছে তাঁদের সব শক্তি নির্বল আর তাঁদের অহমিকা বৃথা । দেবতারা তখন তাঁর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করতে নিবেদন করেন । দেবী তখন আত্মপ্রকাশ করেন । তিনি সিংহের স্কন্ধে আরূঢ়া, নানা অলঙ্কারে শোভিতা, চতুর্ভূজা এবং সর্পকে যজ্ঞোপবীত রূপে ধারণ করে আছেন । তাঁর বাম হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও ধনু, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে চক্র ও পঞ্চবাণ । তাঁর দেহের রং বালসূর্যের মতো আর পরনে রক্তবস্ত্র । দেবীর

এই মূর্তি দেখে দেবতারা বুঝতে পারেন যে ইনি মা জগদ্ধাত্রী সারা জগৎকে ধারণ করে রেখেছেন । তিনি সর্বশক্তিময়ী, তিনি নিত্যা, তিনি চৈতন্যস্বরূপিণী । দেবতারা দেবীর শরণাপন্ন হন, তাঁদের আত্মম্ভরিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর শুরু করেন দেবী বন্দনা ।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগের বাংলার প্রখ্যাত পণ্ডিত শূলপানি ভট্টাচার্য তাঁর ব্রতকালক বিবেক গ্রন্থে চার যুগের - সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি - সূচনার দিনক্ষন ও তিথির ইঙ্গিত পাওয়া যায় । ব্রহ্মপুরান অনুসারে ত্রেতা যুগের শুরু কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে । সুতরাং, এইটা সহজে অনুমেয় যে জগদ্ধাত্রী পূজা অতি প্রাচীন । কথিত আছে বাংলায় নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় জগদ্ধাত্রী পূজার প্রবর্তন করেন । লোকশ্রুতি অনুযায়ী খাজনা না দিতে পারায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নদী তীর থেকে ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘন্টার আওয়াজ শুনতে পান। তিনি উৎসুক হয়ে মাঝিদের জিজ্ঞাসা করেন এখন কিসের উৎসব হচ্ছে যে এত ঢাক, ঢোল বাজছে ? মাঝিরা জানায় আজ বিজয়া দশমী, দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন হচ্ছে । মাঝিদের উত্তর শুনে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত হতাশ ও কাতর হয়ে পড়েন । তিনি দুঃখ করেন যে তিনি এইবার তাঁর আরাধ্যা দেবী দুর্গার পূজা করতে পারলেন না । দেবীর পূজা থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভীষণ মানসিক ভাবে পীড়িত হন। সেদিন রাত্রে দেবী দুর্গা এক বালিকা রূপে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে স্বপ্নে দেখা দেন । দেবী স্বপ্নাদেশ করেন যে এক মাস পরে কার্তিকের শুক্লা নবমী তিথিতে তাঁর আরাধনা করতে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর কুলপুরোহিতের কাছে এই স্বপ্নের কথা বলেন । সব শুনে কুলপুরোহিত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে জানান কার্তিকের শুক্লা নবমীতে দেবী জগদ্ধাত্রী রূপে পূজিতা হন । তারপর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আড়ম্বরের সাথে তাঁর রাজবাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজা শুরু করেন । আজও সেই পূজা চলে আসছে যার সূত্রপাত অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে । প্রায় সমসাময়িক কালে হুগলী জেলার চন্দননগরে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সুহৃদ বন্ধু ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তাঁর বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজার সূচনা করেন । পরবর্তীকালে চন্দননগর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন ছড়িয়ে পড়ে ।

জগদ্ধাত্রী বিশ্বকে ধারণ করেন এবং বিশ্বকে অত্যাচারী অসুরদের হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি করীন্দ্রসুরানিষাদিনী নামেও পরিচিতা, যিনি হাতি রূপী অসুরকে নিধন করেছিলেন । দেবী জগদ্ধাত্রী একটি হাতির উপর দাঁড়িয়ে থাকাএকটি সিংহের স্কন্ধে আরূঢ়া । সাংখ্য দর্শন অনুসারে হাতি তমো গুণের প্রতীক, সিংহ রজো গুনের লক্ষণ এবং তমো ও রজো গুণকে দমন করে দেবী সত্ত্ব গুণ স্বরূপিণী । দেবী জগদ্ধাত্রী দুর্গার একটি মনোরম রূপ । কার্তিকের শুক্লা নবমীতে দেবী মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা রূপে নয়, স্নিগ্ধা, স্মিত হাস্যময়ী, করুণাময়ী, জগদ্ধাত্রী স্বরূপিণী বেশে আরাধিতা হন। অসুর দমনের পর, দেবী ধরাধামের শান্তি, স্বস্তি ও পুষ্টির জন্য কার্তিকের শুক্লা নবমীতে আগমন করেন জ্জ দুর্গা পূজায় তিন পৃথক দিনে সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী পূজা অনুষ্ঠিত হয় । জগদ্ধাত্রী পূজায় এক দিনে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজা সম্পন্ন করা হয় । যদিও কোনো কোনো অঞ্চলে যেমন চন্দননগরে চার দিন ব্যাপী জগদ্ধাত্রীর উপাসনা চলে । আজ জগদ্ধাত্রী পূজা অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং সর্বজনীন বারোয়ারি উৎসব হিসাবে পালিত হয় । শান্ত, দয়াময়ীরূপী দেবী জগদ্ধাত্রীকে "দয়ারূপে, দয়াদৃষ্টে, দয়াদ্র, দুঃখমোচিনি; সর্বপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রী নমস্তুতে" স্তবে মুনি ঋষিরা আর আপামর মানুষ প্রণতি জানান ।

মানব ইতিহাসের নয়া মোড় নভেম্বর বিপ্লব

মানব ইতিহাসের ধারায় নভেম্বর বিপ্লব এক সম্পূর্ণ ঘটনা। রুশ দেশে এই বিপ্লব সম্পন্ন হলেও নভেম্বর বিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য রয়েছে। এই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে (তৎকালীন রুশ ক্যালেন্ডার অনুসারে অক্টোবর বিপ্লব)। মানব সভ্যতার ইতিহাসের আগেও বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। ফরাসি বিপ্লব, আমেরিকান বিপ্লবের কথা তো আমরা জানি। নভেম্বর বিপ্লব এই জন্য অনন্য, কারণ নভেম্বর বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে শোষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটান হল। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি (বর্তমান ক্যালেন্ডার অনুসারে মার্চ) বিপ্লব ঐ রুশ দেশেই সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু সেই বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া বিপ্লব। সোশ্যালিস্ট রেভ্যুলিউশনারিরা ও মেনশেভিকরা ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে মাঝপথে থামিয়ে দেয়। কেরেনস্কি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। রুশ দেশে দ্বৈত ক্ষমতা গড়ে ওঠে। কারন শ্রমিক --- কৃষকদের সোভিয়েত ততদিনে সংগঠিত রূপে গড়ে উঠেছিল। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি (রুশ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি) সঠিকভাবে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতাকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হলেন। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময়ে লেনিন নির্বাসিত হয়ে বিদেশে ছিলেন। সেখান থেকেই তিনি বলশেভিকদের কাছে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে চিঠি লিখলেন। 'দূর থেকে চিঠি' -র মাধ্যমে বলশেভিকদের কর্তব্য তুলে ধরলেন। এপ্রিলের শুরুতে দেশে ফিরে এলেন। বুর্জোয়া বিপ্লবের থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে কিভাবে অগ্রসর হতে হবে তাকে তিনি 'এপ্রিল থিসিসের' মাধ্যমে উপস্থিত করলেন। রণক্লান্ত রুশি শ্রমিক, কৃষক ও জনগণ বলশেভিকদের বিপ্লবী আহ্বানের পাশে এসে দাঁড়ালেন। স্মরণে রাখা প্রয়োজন, সেই সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। যে যুদ্ধে রুশ ছিল একটা পক্ষ। নভেম্বর বিপ্লবের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে লেনিনের আহ্বান ছিল, আর কালক্ষেপ নয়, চূড়ান্ত আঘাত হানার উপযুক্ত সময় উপস্থিত। অযথা কালক্ষেপ বিপ্লবকে ব্যর্থ করে দেবে। সঠিক সময়ে অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে রুশ শ্রমিকশ্রেণি ক্ষমতা দখল করল। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল।

শিশু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার ভয়ংকর চক্রান্ত চলেছে। প্রতিবিপ্লবীরা শ্বেতরক্ষী হিসাবে সংগঠিত হল এবং বিপ্লবকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে আক্রমন চালালো। ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, পোল্যান্ড, গ্রিস, ইতালি সহ বারোটি দেশ প্রত্যক্ষভাবে এই প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে সমস্ত ধরণের মদত দিয়েছিল। জার সহ সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, ক্ষমতাচ্যুত পুঁজিপতিরা, গোঁড়া চার্চ এই প্রতিবিপ্লবীদের সাহায্য করেছিল। বলশেভিকরা রুশ শ্রমিক, কৃষক ও সেনাবাহিনীর এক বিরাট সংখ্যক সেনানী ও জনগণের সাহায্যে এই সমস্ত অপপ্রয়োগ করে পরাস্ত করে সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। বিপ্লবের পর একটি পশ্চাদপদ পুঁজিবাদী দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কঠিন সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়েছিল। লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সেই কাজে ব্রতী হতে হয়েছিল। নয়া অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। একটি পশ্চাদপদ দেশ মাত্র দেড় দশকের মধ্যে একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়েছিল। বিজ্ঞান --- প্রযুক্তি, শিল্প — কৃষি — সামরিক শক্তি সমস্ত দিকেই একটি শক্তিশালী দেশ হিসাবেই সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ে উঠল। শক্তিশালী সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষেই সম্ভব হলো হিটলার ও ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করা। ভয়াবহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটল ফ্যাসিবাদ। বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদ কোণঠাসা হলো। দুর্বল হল উপনিবেশবাদ। ভারত সহ বহু দেশ পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হলো। এই পর্যায়ে চিন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়ায় সমাজতন্ত্র গড়ে উঠল। রুশ দেশের মতো উপরোক্ত দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র নির্মাণ প্রক্রিয়ার বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শিবির থেকে চরম বাধা বারে বারে তৈরি করা হয়েছে। সমস্ত বাধাকে মোকাবিলা করেই সমাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করার সংগ্রাম এই দেশগুলি পরিচালনা করেছে।

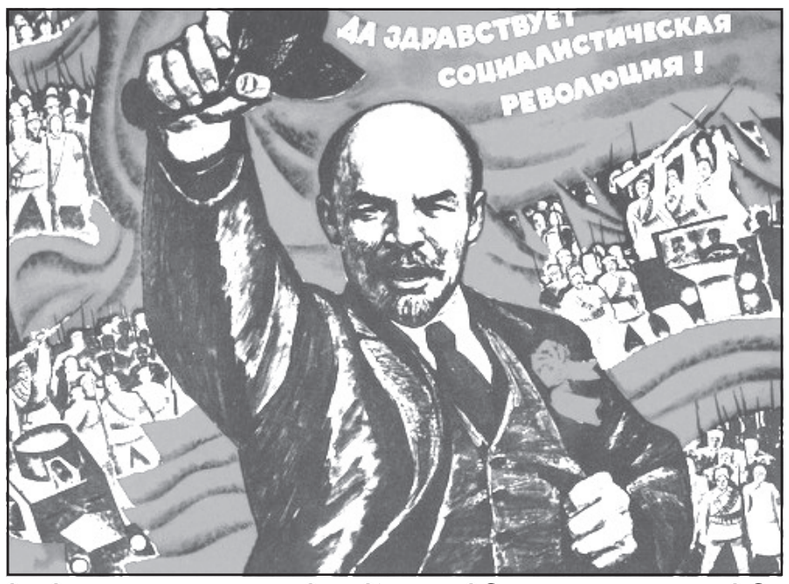

বিপ্লবের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন নজীর উপস্থিত করল নভেম্বর বিপ্লব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যে সাম্রাজ্যাবাদী দ্বন্দ্বের তীব্র রূপ প্রত্যক্ষ করা গেল, সেই পরিস্থিতিতে সৃষ্ট বিপ্লবী লড়াইটিকে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী সংগ্রামের স্বার্থে ব্যবহার করতে ফ্যাসিস্ত হিটলার বাহিনীর পরাজয়ের ফলে। সমগ্র দুনিয়ার মানব সভ্যতাকে রক্ষা করার এই কঠিন সংগ্রামে প্রায় পৌনে দুই কোটি রুশি মৃত্যুবরণ করেছিল। চরম ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে সোভিয়েত ইয়নিয়নকে রক্ষা করা সম্ভব হলো। পরাস্ত হলো সফল হলো। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বাসলে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ছিল, সেই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। পরদেশ দখল ও লুণ্ঠনের লক্ষ্যে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মেহনতি মানুষের কোনও স্বার্থ নেই। সমগ্র বিশ্বের দেশে দেশে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণির দায়িত্ব হলো এই যুদ্ধকে বিপ্লবী সংগ্রামে পর্যবসিত করা। লেনিন ও রুশ কমিউনিস্টরা এই রণকৌশল সফল করেই নভেম্বর বিপ্লব সফল করলেন।

নভেম্বর বিপ্লব কৃষক সমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকার বিষয়টি সামনে নিয়ে এলো। নভেম্বর বিপ্লবে শ্রমিকদের পাশে কৃষকরাএসে দাঁড়ানোয় প্রতিক্রিয়ার সমস্ত বাধাকে অপসারিত করে বিপ্লব সফল হলো। পরবর্তী সমস্ত বিপ্লবী সংগ্রামে কৃষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি বড় বেশি করে সামনে এলো। নভেম্বর বিপ্লব শিল্পোন্নত দেশগুলির পরিবর্তে কৃষিপ্রধান ও উপনিবেশগুলিতে বিপ্লবী সংগ্রামের কেন্দ্র স্থানান্তরিত করল।

বিপ্লবের সময়ের একটি পশ্চাদপদ পুঁজিবাদী দেশ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে সর্বহারার রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করে শ্রমজীবী জনগণকে সামিল করে পরিকল্পিত অর্থনীতির মধ্যে দিয়ে নজিরবিহীন উন্নয়ন স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কাজ এগুলি সমস্ত মানুষের মৌলিক অধিকারে রূপান্তরিত হলো। কোন পুঁজিবাদী দেশে তা সম্ভব হয়নি। সমস্ত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, নারী-পুরুষের সমানাধিকার সম্ভব করল সমাজতন্ত্র। বিপ্লব পূর্ব রুশদেশকে জাতির কারাগার বলে বর্ণনা করা হত। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত জাতিগুলির স্বেচ্ছামূলক ইয়নিয়ন হিসাবে গড়ে উঠল। সমস্ত জাতির সমানাধিকার সুনিশ্চিত হলো। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, রঁম্যা রঁলা, হেনরি বারবুস, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন প্রমুখ মনীষীরা সোভিয়েত পরিদর্শনে গিয়ে চমকিত হলেন। শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি (মহাকাশ বিজ্ঞান, জৈব বিজ্ঞান সহ)-তে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করল সোভিয়েত ইউনিয়ন। পারমানবিক শক্তিধর রাশিয়া ছিল বিশ্বজাতির প্রহরী। মেহনতি মানুষের স্বার্থে স্মরণীয় পদক্ষেপগুলি এই দেশেই প্রথম বাস্তবায়িত হয়েছিল।

৭৪ বছর ধরে মানব ইতিহাসে প্রগতির ধারায় একের পর এক নতুন নজীর স্থাপন করা সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয় ঘটল। বিশ্ব পুঁজিবাদ --- সাম্রাজ্যবাদ ব্যাপকভাবে উল্লসিত হলো। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) সহ বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন এই বিপর্যয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। মার্কসবাদ — লেনিনবাদ থেকে গুরুতর বিচ্যুতি ঘটেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির। সংশোধনবাদী বিচ্যুতি, আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিভঙ্গি, দ্বান্দিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ এগুলি ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যাবস্থা পরিচালনা, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ পরিচালনা ও কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ক্রমাগত দুর্বল হওয়ার পরিণতিতে সমাজতন্ত্র অভ্যন্তর থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে, প্রতিবিপ্লব সফল হয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারায় সাফল্য --- অসাফল্য দুইই রয়েছে। সাফল্য ও ব্যর্থতার সঙ্ঘাতের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান উভয়ই অগ্রসর হয়। মানব সমাজের ক্ষেত্রে সমস্ত কায়েমি স্বার্থের আসল লক্ষ্য হলো শোষণভিত্তিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা। তারা তো মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাবেই শোষণহীন ব্যবস্থা কায়েমের লড়াই সাফল্য অর্জন না করতে পারে। তাই তো নভেম্বর বিপ্লবের বিরুদ্ধে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই বিপর্যয় সাময়িক ঘটনা। এর থেকে শিক্ষা নিয়েই একবিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হবে। পশ্চাদগতি নয়, অগ্রগতির ধারাতেই বিরাজ করছে মানব সমাজ। সমাধানহীন সংকটে পুঁজিবাদ — সমাজতন্ত্রই বিকল্প।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আপডেট: ছট উৎসবের ভিড় সামলাতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ০৯ নভেম্বর, ২০২৪: ছট উৎসবের জন্য রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে বর্তমান যাত্রীদের ভিড়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ১০ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে আটটি স্পেশাল ট্রেন পরিষেবা পরিচালন করা হবে।

১০ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের জন্য স্পেশাল ট্রেনের বিবরণ:

ট্রেন নং. ০৫৭৪৪ (কাটিহার-ছাপড়া) স্পেশাল কাটিহার থেকে ১৬:০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০০:২০ ঘণ্টায় ছাপড়া পৌঁছবে।

ট্রেন নং. ০৭৫৪১ (কাটিহার-দৌরাম মধেপুরা) স্পেশাল কাটিহার থেকে ১৯:০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ২২:০০ ঘণ্টায় দৌরাম মধেপুরা পৌঁছবে।

ট্রেন নং. ০৭৫৪০ (কাটিহার-মনিহারী) স্পেশাল কাটিহার থেকে ২০:৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ২১:৩০ ঘণ্টায় মনিহারী পৌঁছবে।

ট্রেন নং. ০৫৭৪২ (নিউ জলপাইগুড়ি-গোমতি নগর) স্পেশাল নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ০৮:০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০৭:১৫ ঘণ্টায় গোমতি নগর পৌঁছবে।

ট্রেন নং. ০১৬৬৬ (আগরতলা-রানি কমলাপতি) স্পেশাল আগরতলা থেকে ১৭:২০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ১২ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে ১৬:৩৫ ঘণ্টায় রানি কমলাপতি পৌঁছবে।

ট্রেন নং. ০৫৮৩১ (রাঙাপাড়া নর্থ-প্রয়াগরাজ) স্পেশাল রাঙাপাড়া নর্থ থেকে ০৯:০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ১১ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে ১২:৪০ ঘণ্টায় প্রয়াগরাজ পৌঁছবে।

ট্রেন নং. ০৫৬৭২ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল-গুয়াহাটি) স্পেশাল আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে ২৩:৪৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ১০ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে ১৪:১৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে।

ট্রেন নং. ০১০৬৬ (আগরতলা-ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস) স্পেশাল আগরতলা থেকে ১৫:১০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ১৩ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে ০৮:২৫ ঘণ্টায় ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস পৌঁছবে।

যাত্রীদের সুবিধার্থে স্টেশনগুলিতে ব্যাপক ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে। ট্রেনে যাত্রীদের সহজ ওঠা-নামা করার জন্য রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর (আরপিএফ) পক্ষ থেকে স্টেশনগুলিতে সংগঠিত ও স্মুথ বোর্ডিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে পাবলিক অ্যানাউন্সমেন্ট ব্যবস্থা, ট্রেন ডিসপ্লে বোর্ড, সিটিং এরিয়া ও সিসিটিভি ক্যামেরা সহ নির্ধারিত ওয়েটিং এরিয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপডেটেড বিবরণ ও তথ্যের জন্য যাত্রীদের উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

যেখানে কংগ্রেস সরকার, সেই রাজ্যই শাহী পরিবারের এটিএম হয়ে যায় : প্রধানমন্ত্রী

আকোলা, ৯ নভেম্বর (হি.স.): ফের একবার কংগ্রেসের সমালোচনায় সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর কথায়, যেখানে কংগ্রেস সরকার, সেই রাজ্যই শাহী পরিবারের এটিএম হয়ে যায়। শনিবার মহারাষ্ট্রের আকোলায় এক নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'যেখানে কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়, সেই রাজ্য কংগ্রেসের শাহী পরিবারের জন্য এটিএম হয়ে যায়। এখন হিমাচল, তেলেঙ্গানা এবং কর্ণাটকের মতো রাজ্যগুলি কংগ্রেসের শাহী পরিবারের এটিএম হয়ে উঠেছে। লোকজন বলছে, সাম্প্রতিক সময়ে মহারাষ্ট্রে নির্বাচনের নামে কর্ণাটকে সংগ্রহ দ্বিগুণ হয়েছে, মহারাষ্ট্রে নির্বাচন হচ্ছে এবং কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানায় সংগ্রহ দ্বিগুণ হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, এই লোকজন কর্ণাটকের মদের দোকানদারদের কাছ থেকে ৭০০ কোটি টাকা উদ্ধার করেছে।'প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'মহাযুতি সরকারের আগামী ৫ বছর কেমন হবে তার ঝলক দেখা যাবে মহাযুতির প্রতিশ্রুতিতে। মহিলাদের নিরাপত্তা এবং মহিলাদের জন্য সুযোগ, মাঝি লেড়কি বেহেন যোজনার বিস্তৃতি, যুবকদের লক্ষ লক্ষ চাকরি, বিশাল উন্নয়ন কাজ। মহারাষ্ট্রের উন্নয়ন দ্বিগুণ গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাবে মহাযুতি সরকার।' প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, '২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের জনগণ ধারাবাহিকভাবে বিজেপিকে সমর্থন ও আশীর্বাদ করেছে। এটা তাদের দেশপ্রেম, রাজনৈতিক বোঝাপড়া এবং দূরদর্শিতার কারণে। তাই মহারাষ্ট্রের সেবা করা আমার জন্য এক অনন্য এবং আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা।'

ময়দান রাজনীতিমুক্ত করার অরাজনৈতিক ডাকে সিপিএম-কে একহাত কুণালের

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি.স.): ময়দান রাজনীতিমুক্ত করার অরাজনৈতিক ডাকের নেপথ্যে সলতে পাকানোর জন্য সিপিএম-কে একহাত নিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।শনিবার কুণাল এক্সবার্তায় লিখেছেন, "সূত্রের খবর, ময়দান রাজনীতিমুক্ত করার ডাক দিয়ে ১২ তারিখ গোষ্ঠ পালের মূর্তির সামনে যে "অরাজনৈতিক" সভার প্রচার ফেস বুকে হচ্ছে, তার প্রস্তুতিতে আজ শনিবার দুপুর একটায় সিপিএমের কলকাতা জেলা দপ্তর প্রমোদ দাশগুপ্ত ভবনে একটি জরুরি ও গোপন বৈঠকের আয়োজন হয়েছে।

সিপিএমের পতাকা ছাড়া, তিন প্রধানের জার্সি পরিয়ে কিছু কমরেডকে ওইদিন হাজির করার চেষ্টা চলছে। যে সিপিএমের একাধিক বড় নেতা ইস্টবেঙ্গলসহ বিভিন্ন ক্লাব ও ক্রীড়া সংগঠনের পদে ছিলেন, তারা এখন ছদ্মবেশে ময়দান অরাজনীতিকরণের কথা বলছে। এদিন বৈঠকে ফৈয়াজ আমেদ খান সহ কিছু নেতা থাকার কথা। থাকবেন হেদুয়াসহ দুচারটি এলাকার সিপিএম সংগঠকরা।

সূত্রে আরও খবর, ১২ তারিখ সঙ্গে থাকার জন্য এঁদের একটি অংশ বিজেপির উত্তর কলকাতা জেলার কিছু নেতার সঙ্গে কথা বলছেন। সমস্যা হল, বিজেপি নিজেরাই তো এআইএফএফ শীর্ষপদ দখল করে বসে আছে। যাই হোক, সিপিএম অফিসে বসে সিপিএমের নেতা ও ক্যাডাররা, যাঁরা একসময়ে ময়দানে নানা পদে, তাঁরা আজ নাটকের কোনচিত্রনাট্যের খসড়া করেন, সেটা ভারি বিনোদনের বিষয়।

অরাজনীতির কর্মসূচি নিয়ে সিপিএম কলকাতা জেলা কমিটির অফিসে বৈঠক। কী রোমাঞ্চকর!"

গভীর রাতে বনগাঁয় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট দুই যুবক

উত্তর ২৪ পরগনা, ৯ নভেম্বর (হি.স.): শুক্রবার গভীর রাতে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হলেন দুই যুবক। দুর্ঘটনাটি ঘটে বনগাঁ থানার জয়পুর কালিবাড়ি মোড় এলাকায়। ঘাতক ট্রাকচালক পলাতক। খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। ওই এলাকায় যশোর রোডের উপর মাত্র দুদিনের ব্যবধানে পর পর দুটি দুর্ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা।

জানা গিয়েছে, বছর পঁচিশের শুভজিৎ সরকার এবং ৩০ বছর বয়সি সন্দীপ ঘোষ বাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। আচমকাই রাস্তার উপর একটি ভ্যান উঠে আসায় তাঁরা বাইকটি নিয়ে বাঁদিকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ঠিক তখনই পিছন থেকে আসা একটি ট্রাক ধাক্কা মারে।

অভিঘাত সামলাতে না পেরে বাইক থেকে ছিটকে পড়েন শুভজিৎ। তাঁর মাথার উপর দিয়ে ট্রাকের চাকাটি চলে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শুভজিতের। পুলিশ এসে সন্দীপকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁরও মৃত্যু হয়।

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ : টিম ইন্ডিয়ার বড় জয়

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : গত জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়েই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা পেয়েছিল ভারত। তারপর দুই দলের প্রথম দেখাতেও জয়ের স্বাদ পেল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। শুক্রবার রাতে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দেশের মাঠে লড়াই জমাতেই পারল না দক্ষিণ আফ্রিকা। চার ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ভারতের জয় ৬১ রানে। ডারবানে শুক্রবার রাতে ২০২ রানের লক্ষ্য দেয় ভারত। স্বাগতিকদের ১৪১ রানে গুটিয়ে নেয় সফরকারীরা। এই জয়ে চার ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে গেল সুরিয়াকুমার ইয়াদাভের দল। জয়ের নায়ক স্যামসন।

PNIe-T-18/EE/RD/BSGD/SPJ/2024-25/ dt. 07/11/2024

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites Auction through e-tender from eligible bidders upto 3.00 P.M. on 14/11/2024 for Auction for Dismantling of existing building at Bishalgarh Sub-Divisional Hospital for the new construction of Covid centre. For details visit website-https://tripuratenders.gov.in and contact at M-8974406541. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/2349/24

(Er. Samarendra Debbarma)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

Short Notice Inviting Quotation

Short Notice Inviting Quotation in sealed cover is hereby invited on behalf of the State Health and Family Welfare Society, Agartala from bonafied agencies to "Supply 07 nos. of UPS batteries for uninterrupted internet connectivity during power cut" for 0/0 Mission Director (National Health Mission), Agartala."

The details of SNIQ, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (www.tripuranrhm.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by hand/courier/post on or before 3:00 PM of 12th Nov, 2024 by hand/ courier /by post only. Quotations are likely to be opened on 13th Nov, 2024 at 04:00 PM if possible. All future modifications/corrigendum shall be made available in the website only. So, bidders are requested to get the update themselves from the website only.

ICA/C/2352/24

Dr.Nupur Debbarma
Mensierosex Nupur Debbarma

এফআইএইচ পুরস্কার : হরমনপ্রীত সিং বর্ষসেরা খেলোয়াড় ও সেরা গোলরক্ষক শ্রীজেশ

ওমান, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং এফআইএইচ প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার নির্বাচিত হয়েছেন। আর কিংবদন্তি পিআর শ্রীজেশ পুরুষদের গোলকিপার অফ দ্যা ইয়ার হয়েছেন। ওমানে ৪৯—তম এফআইএইচ কংগ্রেসে এই পুরস্কার শ্রীজেশ ও হরমনপ্রীত সিং-কে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকে ভারতের ব্রোঞ্জ পদক জয়ে হরমনপ্রীত এবং শ্রীজেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এদিকে নেদারল্যান্ডসের ইব্বি জানসেন মহিলাদের বিভাগে এফআইএইচ প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার হয়েছেন, আর চীনের ইয়ে জিয়াও বর্ষসেরা মহিলা গোলরক্ষক হয়েছেন। রাইজিং স্টারস অফ দ্য ইয়ার পুরস্কার পেয়েছেন আর্জেন্টিনার জো দাজ (মহিলা) এবং পাকিস্তানের সুফিয়ান খান (পুরুষ)। টানা দ্বিতীয় বছরের জন্য চীনের মহিলাদের প্রধান কোচ অ্যালিসন আনান (অস্ট্রেলিয়া) মহিলাদের বিভাগে এফআইএইচ কোচ অফ দ্য ইয়ার জিতেছেন এবং নেদারল্যান্ডের কোচ জেরোয়েন ডেলমি পুরুষদের বিভাগে কোচ অফ দ্য ইয়ার হয়েছেন।

মণিপুরে দু:খদায়ক একটি রাত: পাই জোসাংকিমের গল্প, একজন শিক্ষক এবং মা

মণিপুর, ৯ নভেম্বর: মণিপুরের জিরিবাম জেলার জাইরাউনের শান্ত গ্রামে ৭-৮ নভেম্বর রাতে জীবনের মৃদু ছন্দগুলি ভেঙে যায়। একটি সাধারণ রাত কী হওয়া উচিত ছিল তা একটি যন্ত্রণাদায়ক ট্র্যাজেডিতে পরিণত হয়েছিল যখন পি জোসাংকিম, একজন নিবেদিত শিক্ষক এবং স্নেহময়ী মা, সহিংসতার এক অকথ্য ক্রিয়ায় তার জীবন হারিয়েছিলেন। মেইতেই আরামবাই টেংগোল গোষ্ঠীর সদস্যদের হাতে তাকে আক্রমণ ও পুড়িয়ে মারার অভিযোগ রয়েছে, যা একটি সম্প্রদায় এবং তার পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

পরিবার এবং শিক্ষার জন্য নিবেদিত একটি জীবন পাই জোসাংকিম জাইরাউনের ছোট্ট গ্রামে একটি নাম ছিল না। একজন শিক্ষক হিসাবে তার উতসর্গের জন্য পরিচিত, তিনি শুধুমাত্র তার নিজের সন্তানদেরই নয় বরং গ্রামের অগণিত অন্যদেরও লালনপালন করেছেন, শিক্ষাকে তার সম্প্রদায়ের জন্য আশা এবং অগ্রগতির পথ হিসাবে দেখেছেন। তিনি ছিলেন উষ্ণতা এবং স্থিতিস্থাপকতার একজন ব্যক্তিত্ব, তার ছাত্রদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস এবং তার পরিবারের জন্য শক্তির স্তম্ভ। তার দিনগুলো কেটেছে তরুণ মনকে পথ দেখাতে, তার শ্রেণীকক্ষে প্রবেশকারী প্রতিটি শিশুর মধ্যে সম্ভাবনার অনুভূতি জাগিয়ে তোলা। পাই জোসাংকিমের জন্য, তার ভূমিকা শুধুমাত্র একটি কাজ ছিল না; এটা একটি কলিং ছিল. তিনি বিশ্বাস করতেন যে তার শেখানো প্রতিটি পাঠই জীবন পরিবর্তন করার সম্ভাবনা রাখে। তার ছাত্ররা তাকে একজন সদয়, ধৈর্য্যশীল শিক্ষক হিসাবে স্মরণ করে যিনি প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিশ্রুতি দেখেছিলেন, তাদের পটভূমি যাই হোক না কেন। তার পরিবারের জন্য, তিনি এমন একজন মা ছিলেন যিনি অনেক টুপি পরতেন, শিক্ষকতার প্রতি তার আবেগের সাথে বাড়িতে তার দায়িত্বের ভারসাম্য বজায় রেখেছিলেন। তার আকস্মিক, সহিংস ক্ষতি তাদের হৃদয়ে একটি অপূরণীয় শূন্যতা রেখে গেছে যারা তাকে জানত এবং ভালবাসত। শক একটি সম্প্রদায় পাই জোসাংকিমের উপর হামলা জাইরাউন গ্রামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তার মৃত্যুর পরিস্থিতি যেমন হৃদয়বিদারক তেমনি হিমশীতল, এবং যেভাবে তার জীবন নেওয়া হয়েছিল তা গ্রামবাসীদের হৃদয়ে ভয়কে আঘাত করেছে, যারা এখন তাদের নিজেদের নিরাপত্তা এবং তাদের পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। সম্প্রদায়ের জন্য, সহিংসতা তাদের জীবনের আক্রমণের মতো অনুভব করে, নির্দোষিতা হারিয়েছে এবং বিশ্বাস ভেঙে গেছে।

জবাবদিহিতা এবং নিরাপত্তা প্রশ্ন এই ঘটনাটি মণিপুরে নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনাকে তীব্র করেছে, বিশেষ করে এমন অঞ্চলে যেখানে আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট (ঙচ্ছঞ্ঝঙ) প্রযোজ্য নয়। জিরিবাম এবং অন্যান্য নন-এএফএসপিএ অঞ্চলে সিআরপিএফ বাহিনী দ্বারা প্রতিস্থাপিত আসাম রাইফেলসের সাম্প্রতিক পুনঃনিয়োগ, জাইরাউনের মতো দুর্বল সম্প্রদায়গুলি পর্যাপ্তভাবে সুরক্ষিত কিনা তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

অনেক স্থানীয়রা মনে করেন যে আসাম রাইফেলস, তাদের গভীর পরিচিতি এবং এলাকায় উপস্থিতি, একটি স্থিতিশীল বাহিনী ছিল এবং তাদের অনুপস্থিতি কিছু সম্প্রদায়কে চরমপন্থী হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। পাই জোসাংকিমের মৃত্যুর সাথে, মণিপুরের হামার, কুকি এবং অন্যান্য দুর্বল সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আরও শক্তিশালী পদক্ষেপের জন্য কলগুলি জোরে জোরে বাড়ছে। আরামবাই টেঙ্গোলের বিরুদ্ধে জবাবদিহিতা ও ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যও একটি শোরগোল রয়েছে, যেটি বারবার সহিংসতা উসকে দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত একটি গোষ্ঠী। মণিপুরের অভ্যন্তরে এবং বাইরে অনেক কণ্ঠস্বর দাবি করছে যে আরামবাই টেঙ্গোলের কর্মকাণ্ড ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে, যদি সম্পূর্ণভাবে কমানো না হয়, তাহলে আরও রক্তপাত রোধ করা যায়।

পাই জোসাংকিমের কথা মনে পড়ছে তার জীবনে, পাই জোসাংকিম একজন শিক্ষক ছিলেন যিনি তার ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং একজন মা যিনি তার সন্তানদের গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তার মৃত্যুতে, তিনি সংঘাতের মধ্যে বসবাসকারী সম্প্রদায়ের ভঙ্গুরতা এবং স্থিতিস্থাপকতা উভয়েরই প্রতীক হয়ে উঠেছেন। তার গল্পটি অশান্তির মূল্য এবং শান্তির প্রয়োজনীয়তার একটি করুণ অনুস্মারক। জাইরাউনের লোকেরা শোক পালনের জন্য একত্রিত হওয়ার সাথে সাথে তারা এই আশাও ধরে রাখে যে তার মৃত্যু বৃথা হবে না। তার জীবন ঐক্যের আহ্বান এবং শান্তি রক্ষার গুরুত্বের অনুস্মারক হিসেবে কাজ করে। এটি ন্যায়বিচারের জন্য একটি আবেদন, শুধুমাত্র পাই জোসাংকিমের জন্যই নয় বরং প্রতিটি নিরপরাধ জীবনের জন্য একটি সংঘাতের ক্রসফায়ারে ধরা পড়ে যা অবশ্যই শেষ হওয়া উচিত।

ঝাড়খণ্ডে বিজেপি এলে অনুপ্রবেশকারীরা যুবকদের চাকরি চুরি করতে পারবে না : অমিত শাহ

ছতরপুর, ৯ নভেম্বর (হি.স.): ঝাড়খণ্ডে বিজেপিকে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, বিজেপি সরকার গঠনের পর অনুপ্রবেশকারীরা ঝাড়খণ্ডের যুবকদের চাকরি চুরি করতে পারবে না। আইন পরিবর্তন করে আমরা অনুপ্রবেশকারীদের আদিবাসী কন্যাদের বিয়ে করা এবং তাঁদের জমি দখল করা বন্ধ করব। রুটি, মাটি ও কন্যাকে রক্ষা করবে বিজেপি। শনিবার ঝাড়খণ্ডের ছতরপুরে এক নির্বাচনী জনসভায় অমিত শাহ বলেছেন, 'হেমন্ত সোরেন নির্বাচনের সময় তরুণদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, "আমরা তোমাদের বেকার ভাতা দেব", কিন্তু হেমন্ত সোরেন সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি। আমরা বলছি প্রত্যেক যুবককে প্রতি মাসে ২ হাজার টাকা বেকার ভাতা দেব। প্রতি বছর ১ লক্ষ চাকরির সৃষ্টি হবে এবং ২ লক্ষ ৮৭ হাজার শূন্য পদ স্বচ্ছতার সঙ্গে পূরণ করা হবে।'

কংগ্রেস তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে : প্রধানমন্ত্রী

আকোলা, ৯ নভেম্বর (হি.স.): কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আবারও তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার মহারাষ্ট্রের আকোলায় এক নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'কংগ্রেস তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। এসসিদের সঙ্গে প্রতারণা করা কংগ্রেস দলের "চাল" এবং "চরিত্র" উভয়ই। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমাদের সঙ্কল্প হল কৃষক এতটাই যেন শক্তিশালী হয়, যে দেশের অগ্রগতির নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হয়। তাই আমরা কৃষকের আয় বাড়াচ্ছি এবং খরচ কমিয়ে দিচ্ছি। আমরা প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি শুরু করেছি, মহাযুতি সরকার এটিকে সমর্থন করেছে। ফলে মহারাষ্ট্রের কৃষকরা বার্ষিক ১২ হাজার টাকা পাচ্ছেন।'প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আমরা মহা আঘাড়ির মহাঘোটলেবাজদের জন্য মহারাষ্ট্রকে এটিএম হতে দেব না। এখন, সমগ্র দেশ জানে যে মহা আঘাড়ি দুর্নীতির পক্ষে দাঁড়িয়েছে। বহু কোটি টাকার কেলেঙ্কারীর জন্য দাঁড়িয়েছে। মহা আঘাড়ি সম্পূর্ণভাবে কেলেঙ্কারি, লুটপাট এবং দুর্নীতিতে নিমজ্জিত।' মোদী বলেছেন, 'যেখানে কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়, সেই রাজ্য কংগ্রেসের শাহী পরিবারের জন্য এটিএম হয়ে যায়। এখন হিমাচল, তেলেঙ্গানা এবং কর্ণাটকের মতো রাজ্যগুলি কংগ্রেসের শাহী পরিবারের এটিএম হয়ে উঠেছে। লোকজন বলছে, সাম্প্রতিক সময়ে মহারাষ্ট্রে নির্বাচনের নামে কর্ণাটকে সংগ্রহ দ্বিগুণ হয়েছে, মহারাষ্ট্রে নির্বাচন হচ্ছে এবং কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানায় সংগ্রহ দ্বিগুণ হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, এই লোকজন কর্ণাটকের মদের দোকানদারদের কাছ থেকে ৭০০ কোটি টাকা উদ্ধার করেছে।'

"ইসকন কি সন্ত্রাসী সংগঠন যে একে নিষিদ্ধ করতে হবে", প্রশ্ন তসলিমার

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি.স.): "ইসকন কি সন্ত্রাসী সংগঠন যে একে নিষিদ্ধ করতে হবে?ইসকনের লোকেরা কি চিৎকার করে "হরে কৃষ্ণ হরে রাম" বলে কাউকে খুন করেছে এ পর্যন্ত?" সামাজিক মাধ্যমে এই প্রশ্ন তুললেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন।

তসলিমা লিখেছেন, "চট্টগ্রামের "হেফাজতে ইসলাম" ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছে। তাদের স্লোগান ছিল "একটা একটা ইসকন ধর, ধরে ধরে জবাই কর"। হেফাজতে ইসলাম সন্ত্রাসের ডাক দিয়েছে। ইসকনিদের জবাই করো বলে চিৎকার করে তারা। সন্ত্রাসীরাই জবাই করে মানুষকে। ইসলামী সন্ত্রাসীরা কিন্তু চিৎকার করে "আল্লাহু আকবর" বলে মানুষ খুন করে। পৃথিবীর বহু দেশে ইসকন আছে, কোথাও ইসকনকে নিয়ে সমস্যা হয় না, কিন্তু বাংলাদেশে হয়। কেন হয়? যেহেতু এ দেশে মুসলিম সন্ত্রাসীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশি, সন্ত্রাসীরা অন্য কোনও ধর্মের লোককে বরদাস্ত করে না, তারা ছলে-বলে-কৌশলে বিধর্মীদের নির্যাতন করে, বিধর্মীদের হত্যা করে, অথবা বিধর্মীদের ভূমিছাড়া করে। হেফাজতিরা এখানে সন্ত্রাসীর ভূমিকায়, আর ইসকন নির্যাতিত বিধর্মীর ভূমিকায়।"

পাকিস্তানের কোয়েটা স্টেশনে বিস্ফোরণে মৃত ২৪, আহত ৪০-এরও বেশি

কোয়েটা, ৯ নভেম্বর (হি.স.): পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশে কোয়েটা রেল স্টেশনে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ২৪ জনের। এছাড়াও কমপক্ষে ৪০ জন আহত হয়েছেন। শনিবার সকালে কোয়েটা স্টেশনে জোরালো শব্দে বোমা বিস্ফোরণ হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, জাফর এক্সপ্রেস ট্রেন প্ল্যাটফর্মে আসার ঠিক আগে রেলওয়ে স্টেশনের বুকিং অফিসে বিস্ফোরণ হয়। স্টেশনের অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে হতাহতের সংখ্যা এত বেশি। আত্মঘাতী বিস্ফোরণ বলে জানা গিয়েছে। রেল আধিকারিকরা জানিয়েছেন, জাফর এক্সপ্রেস সকাল ৯টা নাগাদ পেশোয়ারের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা ছিল।

পুলিন দেববর্মা স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা সঙ্গীত প্রতিযোগিতা
আয়োজক : শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষাদপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগে আগামী ২০-২২ নভেম্বর ২০২৪ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তিন দিনব্যাপী ষোড়শ পুলিন দেববর্মা স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা সঙ্গীত সমারোহ। উক্ত অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল রাজ্যব্যাপী সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতাটি বিগত বছরের মতো এবারও কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত হবে। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের সকল মহকুমা হতে প্রতিযোগী / প্রতিযোগিনীদের আহ্বান করা হচ্ছে। প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি নিম্নে প্রদান করা হল :

১) প্রতিযোগিতার তারিখ, সময় ও স্থান : ২১/১১/২০২৪, সময় - সকাল ১০ টা, স্থান- শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, লিচুবাগান, আগরতলা
২) প্রতিযোগিতার বিভাগ: প্রতিযোগিতাটি দুইটি বিভাগে সম্পন্ন হবে
ক -বিভাগ: বয়স ১০ থেকে ১৬ বছর, সময় অনধিক ৮ মিনিট
খ - বিভাগ বয়স ১৭ থেকে ২৫ বছর, সময় অনধিক ১০ মিনিট
৩) প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহ -(ক) কণ্ঠসঙ্গীত (খ) যন্ত্রসঙ্গীত (সেতার / সরোদ/ বেহালা / বাঁশি / গিটার / হারমোনিয়াম (শাস্ত্রীয়):
কণ্ঠসঙ্গীত : ক-বিভাগ : দ্রুত খেয়াল
খ-বিভাগ : বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল
গ) তবলা (শাস্ত্রীয়) : ক-বিভাগ : তাল নির্দেশ - ত্রিতাল
খ-বিভাগ : তাল নির্দেশ - ত্রিতাল / রূপক তাল (যে কোন একটি)
ঘ) রবীন্দ্রসঙ্গীত - ক-বিভাগ : প্রকৃতি বা স্বদেশ পর্যায়ের যে কোন একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত
খ-বিভাগ : পূজা বা প্রেম পর্যায়ের যে কোন একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত
ঙ) লোকগীতি - ক-বিভাগ : সোহাগ চাঁদ বদনী ধনী, যেমন বেণী তেমনি রবে, ভালো করিয়া বাজাও গো দোতারা
খ- বিভাগ : রূপসী নদীর নাও, শ্যাম অঙ্গে রাই অঙ্গ, প্রেম জানে না রসিক কালচাঁদ।
চ) নজরুল সঙ্গীত - ক-বিভাগ : ব্রজগোপী খেলে হোরী , একি অপরূপ রূপে মা তোমায় , দূর দ্বীপ বাসিনী, স্নিগ্ধ শ্যাম বেণী বর্ণা (যে কোন একটি)
খ-বিভাগ : মোর প্রিয়া হবে, শ্মশানে জাগিছে শ্যামা, পদ্মার ঢেউ রে, তুমি সুন্দর তাই চেয়ে (যে কোন একটি)
ছ) নজরুল নৃত্য - ক-বিভাগ : দক্ষিণ সমীরণ সাথে, এই রাঙা মাটির পথে লো, হলুদ গাঁদার ফুল
খ-বিভাগ : নাচে নটরাজ মহাকাল, পরদেশী মেঘ, বরষা ঐ এল বরষা
জ) রবীন্দ্র নৃত্য - ক-বিভাগ : তোমার খোলা হাওয়া, ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে, হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
খ-বিভাগ : উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে, হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু, প্রথম আদি তব শক্তি
ঝ) শাস্ত্রীয় নৃত্য - ক-বিভাগ : ভরতনাট্যম / কত্থক / মণিপুরি / কুচিপুড়ী / ওডিসি
খ-বিভাগ : ভরতনাট্যম / কত্থক / মণিপুরি / কুচিপুড়ী / ওডিসী
ঞ) শচীন কর্তার গান ক-বিভাগ : ঝিলমিল ঝিলমিল, রঙ্গিলা রঙ্গিলা রঙ্গিলারে, গানের কলি সুরের দুলিতে
খ-বিভাগ : বিরহ বড় ভালো লাগে, নিটোল পায়ে রিনিক ঝিনিক, তুমি এসেছিলে পরশু

উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনে ইচ্ছুক প্রতিযোগী / প্রতিযোগিনীগণ শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অফিসকক্ষে এসে আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা করতে পারবেন অথবা কলেজের ওয়েবসাইট www.sdmgovtmusiccollege.in থেকে সরাসরি অনলাইনে আবেদনপত্র ডাউনলোড করে নিম্নলিখিত ই-মেইলে আবেদনপত্র পূরণ করে পাঠাতে পারবেন ।(email address-swcsdbmgmc2024@gmail.com)
আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দেবার তারিখ -১১/১১/২০২৪ থেকে ১৬/১১/২০২৪ পর্যন্ত ।
বিঃ দ্রঃ ক). প্রতিযোগিতার সময় সকল প্রতিযোগীদের স্থায়ী ঠিকানা ও বয়সের প্রমাণপত্র (অরিজিনাল) নিয়ে আসতে হবে
খ). লোকসঙ্গীত শিল্পীগণ তিন জনের বেশি সহযোগী শিল্পীর সহায়তা নিতে পারবেন না ।
গ). একজন প্রতিযোগী সর্বমোট দুইটি বিভাগে প্রতিযোগিতা করতে পারবেন।

স্বাক্ষর
সভাপতি
পুলিন দেববর্মা স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা সঙ্গীত সমারোহ
উদযাপন কমিটি-২০২৪

ICA/D-1217/24

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

প্রোটিনের জোগান দেবে পাঁচ 'নিরামিষ' খাবার

প্রোটিন বললে প্রথমেই মনে আসে মাছ-মাংসের কথা। তাই নিরামিষাশীরা অনেক সময়ই বুঝতে পারেন না কোন কোন খাবার থেকে মিলতে পারে প্রয়োজনীয় প্রোটিন। প্রত্যেক মানুষের প্রোটিনের চাহিদা আলাদা। মূলত উচ্চতা, ওজন এবং দৈনন্দিন কাজকর্মের উপরে ভিত্তি করেই এই চাহিদা নির্ধারিত হয়। সাধারণ ভাবে এক জন সুস্থ ও স্বাভাবিক ওজনের পূর্ণবয়স্ক মহিলার প্রত্যেক দিন ৫০-৬০ গ্রাম এবং পুরুষের ৭০-৮০ গ্রাম প্রোটিন প্রয়োজন। নিরামিষ কোন কোন খাবার প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে পারে? ১) বিন- সয়াবিনে থাকে ভরপুর মাত্রায় প্রোটিন। এ ছাড়া রাজমা প্রভৃতি বিনগুলিও প্রোটিনের দুর্দান্ত উত। প্রকৃতপক্ষে, সব ধরনের বিন সর্বভারতীয় খাবারেরই একটি অংশ এবং স্থানীয় যে কোনও বাজার থেকে সহজে পাওয়া যেতে পারে।

২) ডাল- ডাল প্রত্যেক ভারতীয় রান্নাঘরের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর সব রকম ডালেই প্রোটিন থাকে বলে বিশেষজ্ঞরা আমাদের জানান। বিশেষ করে মুসুর ডালে প্রোটিনের মাত্রা যথেষ্ট। এ ছাড়াও মুগ, ছোলা, অড়হর, বিউলি প্রভৃতি সব ডালেই থাকে আবশ্যক প্রোটিন। ৩) বাদাম- কাঠবাদাম , কাজু, পেস্তা, আখরোট, প্রভৃতি বাদামেও থাকে বিশেষ সমৃদ্ধ প্রোটিন। বাদামে থাকা ফসফরাস, সেলেনিয়াম , ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালশিয়াম দেহের জন্য উপকারী। ফলে নিরামিষাশী মানুষজনের রোজকার ডায়েটে যদি অল্প পরিমাণে বাদাম রাখা যায় তা হলে প্রোটিনের ঘাটতি নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগতে হবে না আর।

৪) পনির- নিরামিষ খাবার খান যাঁরা, তাঁদের কাছে পনির অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি খাবার। প্রোটিনের অন্যতম একটি উৎস হল পনির। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, এক কাপ পনিরে প্রোটিনের পরিমাণ প্রায় ১২ গ্রাম। নিরামিষ তরকারি হোক বা স্যালাড, পনির ব্যবহার করাই যায়।

৫) কুমড়োর বীজ- কেক, মাফিন, পাউরুটি বা অন্যান্য খাবার দিয়েও খেতে পারেন আবার শুধু শুধুও খেতে পারেন প্রোটিনে ভরপুর কুমড়োর বীজ। প্রোটিন ছাড়াও এই বীজে রয়েছে জিঙ্ক এবং ম্যাগনেশিয়ামের খনিজ, যা হার্ট ভাল রাখে। শুধু তা-ই নয়, প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতেও সাহায্য করে।

ছোট্ট শিশুদের তেল মালিশ করার রেওয়াজ বহু যুগ ধরেই চলে আসছে

ছোট্ট শিশুদের তেল মালিশ করার রেওয়াজ বহু যুগ ধরেই চলে আসছে। স্নানের ঠিক আগে শিশুদের রোদে শুইয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত যত্ন নিয়ে তেল মালিশ করেন মা-ঠাকুমারা। একটা সময় ছিল যখন শিশুদের তেল মালিশের জন্য সর্ষের তেলই ব্যবহার করা হত। তবে এখন অবশ্য নতুন মায়েরা মালিশের জন্য অলিভ অয়েলের দিকেই বেশি ঝুঁকছেন। চিকিৎসকদের মতে, সর্ষের তেলের বদলে শিশুর তেল মালিশের জন্য সবচেয়ে ভাল বিকল্প হতে পারে নারকেল তেল। অনেকেই শিশুর মালিশ করার জন্য অলিভ অয়েল ব্যবহার করেন। তবে অলিভ অয়েলে থাকা অ্যালোয়িক

অ্যাসিডও কোনও কোনও শিশুর শরীরে অ্যালার্জি কিংবা র‍্যাশের কারণ হতে পারে। চিকিৎসকদের মতে শিশুর জন্মের পরের দিন থেকেই তার তেল মালিশ ও স্পঞ্জিং শুরু করে দেওয়া যায়। স্নানের আগে তেল মালিশ করে পরে ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে। কেন শিশুদের রোজ তেল মালিশ করানো জরুরি?

১. শুষ্ক ত্বকের সমস্যা দূর হয়।

২. খিদে বাড়ে।

৩. ঘ্যানঘ্যান করার প্রবণতা কমে।

৪. সার্বিক বৃদ্ধি ভাল হয়।

৫. বাবা কিংবা মা তেল মালিশ করলে তাঁদের স্পর্শ অনুভব করে শিশু। শিশুর বৃদ্ধির জন্য এই "টাচথেরাপি"র গুরুত্ব অনেক।

৬. রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়।

৭. বিভিন্ন গবেষণায় দেখ গিয়েছে ছোট থেকে শিশুর শরীরে তেল মালিশ করলে ভবিষ্যতে তাদের একজিমার মতো রোগের ঝুঁকি কমে।

শীত মানেই গিজার ব্যবহারের বাড়বাড়ন্ত

দুয়ারে শীতকাল। মরসুম বদলের এই সময় রাতের দিকে ইতিমধ্যেই হাওয়ায় শীতের শিরশিরানি ভাব অনুভব করা যাচ্ছে। এই সময় ঠান্ডা জলে স্নান করা অনেকের কাছেই একটা বড় চ্যালেঞ্জের বিষয়। স্নানঘরে ঢুকতেই যেন ভয় করে। অগত্যা শীতের একমাত্র ভরসা হল গিজার। শীতকালে তো বটেই, সারা বছরই গিজারের জলে স্নান করেন অনেকেই।

তবে শীতকালে এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হয়। ঠান্ডায় হঠাৎ যদি গিজার খারাপ হয়ে যায়, তা হলে বেকায়দায় পড়েন শীতকাতুরেরা। তাই গিজার ভাল রাখতে চাই পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ। কী ভাবে নেবেন গিজারের যত্ন?

১) গিজার স্বয়ংক্রিয় ভাবে কাজ করে। অর্থাৎ, বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার পর জল গরম হয়ে গেলে

নিজে থেকেই তা বন্ধ হয়ে যায়। বাড়ির গিজারটি স্বয়ংক্রিয় ভাবে কাজ করছে কি না, সে দিকে খেয়াল রাখুন। তা না হলে এক বার দক্ষ কাউকে দিয়ে দেখিয়ে নিন।

২) একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গিজারে জল গরম হয়ে যায়। খেয়াল রাখুন তা হচ্ছে কি না। জল গরম হতে দেরি হলে সব ঠিক আছে কি না এক বার যাচাই করা জরুরি। জল গরম হতে অনেক দেরি হলে বুঝবেন গিজারে কোনও গোলযোগ হয়েছে।

৩) জল গরম হয়ে গেলে গিজারটি প্রধান জায়গা থেকে বন্ধ করে দিন। না বন্ধ করে স্নান করবেন না। এতে যেমন বিদ্যুতের সাশ্রয় হব, তেমনই গিজারটিও দীর্ঘ দিন ভাল থাকবে।

৪) জল গরম হয়ে গেলে সম্পূর্ণ জল গিজার থেকে বার করে নিন। জল জমিয়ে রাখবেন না। জল মজুত হতে থাকলে গিজারে আয়রন জমে গিয়ে তা দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

৫) যে কোনও যন্ত্রের সার্ভিসিংয়ের প্রয়োজন হয়। এসির ক্ষেত্রে মনে থাকলেও অনেকেরই গিজারের সার্ভিসিংয়ের কথা মনে থাকে না। তাই সতর্ক থাকুন, নির্দিষ্ট সময় অন্তর গিজারের সার্ভিসিং করান।

বাড়িতে টবেই ফলাতে পারেন স্ট্রবেরি

টক-মিষ্টি স্বাদের স্ট্রবেরি। দেখতেও বেশ। চাইলে বাড়িতেও ফলাতে পারেন এটি। খুব বেশি ঝক্কি নয়। কয়েকটি নিয়ম মানলেই মোটামুটি তিন মাসেই মিলবে "ফল"।

চারা-নার্সারি থেকে সরাসরি স্ট্রবেরির চারা কিনতে পারেন। গাছে ফলন পেতে গেলে চারাও ভাল হওয়া দরকার। খুব ছোট চারা কিনলে সেটি ছোট ভাঁড়ে বা কফি কাপে বসিয়ে দিতে পারেন।

চারা একটু বড় হলে বসাতে হবে টবে। মাটি-দোঁআশ মাটিতে স্ট্রবেরি ভাল হয়। ৩০ শতাংশ মাটি, ৩০ শতাংশ কোকোপিট, ৪০ শতাংশ জৈব সার দিয়ে মাটি প্রস্তুত করে নিন। মাঝারি আকারের টবে ৬ ইঞ্চি গর্ত করে বসিয়ে দিন চারা। একটি বড় টবে একাধিক চারা বসাতে পারেন। সে ক্ষেত্রে প্রতিটি গাছ বাড়বৃদ্ধির জন্য যাতে প্রয়োজনীয় জায়গা পায় তা দেখতে হবে।

জল-স্ট্রবেরি গাছের জন্য মাটিতে আর্দ্রতা থাকা প্রয়োজন। তবে গোড়ায় জল জমলে গাছের ক্ষতি হতে পারে। প্রতি দিন নয়, গাছের গোড়ায় কয়েক দিন বাদে বাদে জল

দিতে হবে। যখন জল দেবেন বেশি করে দেবেন। যাতে গাছের শিকড় পর্যন্ত জল যায়। ঢেকে দিন-পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে গাছ বাঁচাতে এবং মাটি ভাল রাখতে প্লাস্টিক দিয়ে গাছের গোড়া এবং মাটি ঢেকে দিতে পারেন। তবে গাছ থাকবে প্লাস্টিকের বাইরে। কারণ, গাছের বেড়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট আলো-হাওয়া দরকার। সার-গাছের বেড়ে ওঠার সময় সার দেওয়া দরকার। জৈব সার ব্যবহার করতে পারেন। চালের জল, ফলের খোসা পচিয়ে তরল সার তৈরি করে সেগুলিও দেওয়া যায়। মাসে এক বার দিলেই যথেষ্ট।

নজর-গাছের বেড়ে ওঠার সময় পর্যবেক্ষণ জরুরি। পাতা পচে যাচ্ছে কি না, ফল আসছে কি, গাছের বৃদ্ধি ঠিকমতো হল কি না দেখা দরকার। সমস্যা হলে দ্রুত তার সমাধান খুঁজতে হবে। পাতা পচে গেলে বা ফল ধরে পচে গেলে, সেগুলি দ্রুত ফেলে দিতে হবে। ফল-৬০ থেকে ৮০ দিনের মধ্যেই গাছে ফল পাওয়া যায়। শীতের মরসুমে ফল হলেও গাছ বাঁচে সারা বছরই। তবে প্রবল গরমে গাছ একটু ছায়ায় রাখলেই ভাল থাকবে।

অন্দরসজ্জায় কী কী বদল আনলে সকলে মুগ্ধ হবেন?

রবিবার হোক কী অন্য ছুটির দিন, বাঙালির গৃহকোণে সারা বছরই অতিথির আসা যাওয়া। আর হঠাৎ করে বন্ধুবান্ধব চলে আসাটা প্রায়ই ঘটে যায়। সমস্যা হয় যখন আত্মীয়-পরিজনেরা আসবেন বলে খবর পাঠান। বিশেষ করে প্রবীণ মানুষেরা থাকলে, তাঁরা ঘরের খুঁটিনাটির দিকেই খেয়াল করেন। তেমন খবর যদি আচমকা পেয়ে যান এবং ঘরদোর অগোছালো থাকে, তা হলে কম সময়ে ও পরিশ্রমে কী ভাবে ঘর পরিপাটি করে গুছিয়ে নেবেন, তা জেনে নিন।

বসার ঘরে ভোলবদল

হাতে সময় কম। তাই বসার ঘর দিয়েই শুরু করুন। অতিথিরা এলে আগে সেখানেই বসবেন। পুরনো খবরের কাগজ, কাজে না লাগা টুকরোটাকরা জিনিস, খুদের বাতিল বই-খাতা যদি বসার ঘরে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে থাকে, তা হলে সেগুলি আগে সরিয়ে দিন। যদি বসার ঘরের সোফাসেট থাকলে চট করে পরিষ্কার করে নিন। অনেকের বাড়িতে আজকাল ছোট্ট বিছানা থাকে বসার ঘরেই, তাতে উজ্জ্বল রঙের চাদর পেতে নিন। সোফার কুশনের কভার বদলে দিন। রঙিন, কারুকাজ করা নানা ধরনের কুশন আজকাল কিনতে পাওয়া যায়। সুবিধা থাকলে তেমন কুশন দিয়ে সোফা সাজিয়ে ফেলুন। বসার ঘরে উজ্জ্বল পর্দা লাগান। দেখবেন তাতেই ভোল বদলে গিয়েছে।

ছোট্ট টেবিলটি সাজিয়ে ফেলুন

বসার ঘর, খাবার ঘর কিংবা শোওয়ার ঘরে নানা ধরনের ছোট-বড় টেবিল থাকে সবার বাড়িতেই। সোফার সামনে যদি সেন্টার টেবিল থাকে, তা হলে সেটি ফুল, সুগন্ধি মোমবাতি দিয়ে সাজিয়ে ফেলুন। সুন্দর মলাট দেওয়া কিছু বই বা ম্যাগাজিনও রেখে দিতে পারেন একপাশে। একটি বাটিতে জল নিয়ে তাতে কিছু সুগন্ধী ফুল ভাসিয়ে দিতে পারেন অথবা রঙিন পাথর ছড়িয়ে রাখতে পারেন।

নরম আলো স্পর্শে মুগ্ধ হবেন অতিথিরা

ফলস সিলিং থাকলে সেখানে নানা রঙের আলো লাগাতে পারেন। না হলে নরম হলদে বা নীল আলো, স্পট লাইট লাগাতে পারেন। সন্ধের সময় জ্বালিয়ে দেবেন। তাতে পরিবেশ হয়ে উঠবে মায়াময়।

সবুজের ছোঁয়া থাক ঘরে

অর্কিড, পাতাবাহার, ক্যাকটাস, পিস লিলি, অ্যালো ভেরা স্নেক প্ল্যান্ট, আজেলাহরেক প্রজাতির গাছ বারান্দায়, বসার ঘরের কোণে সাজিয়ে রাখা যায় অনায়াসে। এমন গাছ ঠাঁই হতে পারে সেন্টার টেবিল বা রান্নাঘরেও। এতে আপনার চোখ ও মন দুইয়েরই আরাম হবে।

পরিপাটি রান্নাঘর

অতিথিদের মধ্যে বয়স্কা মহিলারা থাকলে তাঁরা রান্নাঘরে যাবেনেই। তাই রান্নাঘর না গোছালে আপনার ঘর সাজানোই মাটি। সবচেয়ে আগে বেকিং সোডা, লেবু ও তরল সাবানের মিশ্রণ বানিয়ে তেলচিটে জায়গাগুলি পরিষ্কার করে নিন। এখন বেশকিছু বাড়ি বা ফ্ল্যাটে হেঁশেলের জায়গাটি খোলাই থাকে। তাই রান্নাঘর যেন চকচকে দেখায় তা খেয়াল রাখুন। হেঁশেলের দেওয়ালের হুক লাগিয়ে বড় তাওয়া, সসপ্যান, হাতা ঝুলিয়ে রাখুন। ক্যাবিনেটে কিছুটা জায়গা ফাঁকা হবে। মশলার কৌটোগুলি পরিষ্কার করে গায়ে লেবেল সেঁটে ফেলতে পারলে ভাল। রান্নাঘরে রাখুন ঢাকনা দেওয়া ডাস্টবিন। কিছু গাছ রান্নাঘরেও রাখতে পারেন। দেখতে খুবই ভাল লাগবে।

জলের সঙ্গে অ্যাপলে সাইডার ভিনিগার বিভিন্ন গুণ

ঘন ঘন নেলপলিশ পরেন? সপ্তাহে দু'-তিন বার রং বদলেও পরেন? এমন অভ্যাসের ফলেই কিন্তু অনেকের নখে হলেদেটে দাগ হয়ে যায়। তার পর সাবান দিয়ে ঘষাঘষি করলেও তা যায় না। আবার অনেক সময় মুখে হলুদ মাখলেও নখ হলদেটে হয়ে যায়। চট করে উঠতে চায় না। এমন সমস্যার সমাধান মিলবে কী করে?

নখের দাগ তোলা, নখ পরিষ্কারে কিন্তু কাজে আসতে পারে অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার।

উষ্ণ জলে বেশ কিছুটা এই ভিনিগার মিশিয়ে নিন। তার পর পাঁচ থেকে ১০ মিনিট হাত ডুবিয়ে রাখুন। তার পরে দেখবেন জাদু। দাগছোপ উঠে যাবে। নখও পরিষ্কার হয়ে উঠবে। ভিনিগারে থাকা অ্যাসিড জাতীয় উপাদানের জন্যেই এটি হয়। আর কোন উপায়? ১. মাজন দিয়েও নখ পরিষ্কার করতে পারেন। নখে মাজন লাগিয়ে নরম ব্রাশের সাহায্যে হালকা করে ঘষে নিন। এতে নখে জমা ময়লা, মৃত কোষ, দাগছোপ দূর হয়ে যাবে।

২. বেকিং সোডা জল দিয়ে গুলে ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। নখে লাগিয়ে রাখুন কিছুক্ষণ। তার পর নরম ব্রাশের সাহায্যে হালকা করে ঘষে নিন। বেকিং সোডাও দাগ তুলতে কার্যকর।

৩. নখের কোণে হলদে ছোপ পড়লে বা নেলপলিশ পরায় দাগ হলে কিছু দিন নখ বাড়তি যত্নে রাখুন। নখ পরিষ্কারের পাশাপাশি নখ কেটে ছোট করে নিতে পারেন। নখের উপরে জমা মৃত কোষ বা কিউটল পরিষ্কার করে নিলেও সমস্যার সমাধান হবে।

সাজগোজের নতুন কৌশল শিখতে পারেন সারা তেন্ডুলকরের থেকে

অভিনয় জগতে পা রাখবেন কি না, তা বলবে সময়। তবে সাজগোজে যে সচিন তেন্ডুলকরের কন্যা সারা বি-টাউনের অভিনেত্রীদের টেক্কা দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন, তা প্রমাণ করেছেন ইতিমধ্যেই। সমাজমাধ্যমে তাঁর অনুরাগী সংখ্যা ৭৩ লক্ষ ছাড়িয়েছে। মডেলিং দুনিয়াতেও ক্রমশ পরিচিত হয়ে উঠছেন সারা তেন্ডুলকর।

কখনও পোশাকশিল্পী অনিতা ডোংরের সাবেক পোশাকে সকলের মন জয় করে নিয়েছেন সারা।

আবার কখনও গোয়ার সৈকতে বিকিনিতে হয়ে উঠেছেন জলপরি। তাঁর স্বল্প মেকআপ, নিজস্ব সৌন্দর্য উঠে এসেছে চর্চায়। সেই সারাই এ বার ব্লাশ ব্যবহারের একটি কৌশল দেখালেন। সমাজমাধ্যমে সেই সহজ রূপটানের ঝলক প্রকাশ পেয়েছে। তাতেই দেখা যাচ্ছে, কী ভাবে হৃদয়ে এঁকে গালে গোলাপি ছোঁয়া আনছেন সারা। একেই বলা হচ্ছে "হার্ট ব্লাশ"। কিন্তু কী এই পদ্ধতি?

"হার্ট ব্লাশ" অবশ্য রূপটানের

জগতে নতুন নয়। গালে হালকা গোলাপি আভা আনতে ব্লাশ ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে ছোট একটি হৃদয় এঁকে ব্লেন্ডিং ব্রাশের সাহায্যে তা গালে মিশিয়ে নেওয়া হয়।

চটজলদি কী ভাবে মেকআপ করা যায়, সারার ছোট্ট ভিডিয়োটি দেখে সহজেই শিখে নিতে পারেন।

রূপটান শুরুর আগে ত্বকের প্রস্তুতি প্রয়োজন। প্রথমেই মুখ ভাল করে ধুয়ে ময়শ্চারাইজার মেখে নিন। ঠোঁটে বুলিয়ে নিন, "লিপ বাম"। পরের ধাপে মুখের কালচে ছোপ বা খুঁত ঢাকতে কনসিলার বেছে নিতে পারেন। যদিও সারা এ ক্ষেত্রে সরাসরি ফাউন্ডেশন ব্যবহার করেছেন। ফাউন্ডেশন ব্লেন্ডিং ব্রাশের সাহায্যে মুখে, গলায় খুব ভাল করে মিলিয়ে নিতে হবে। মুখ, নাক তীক্ষ্ণ দেখানোর জন্য এই ধাপে কন্টুর এঁকে তা মুখের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

এর পর ক্রিমি ব্লাশারের সাহায্যে দুই গালে যে অংশে ব্লাশ লাগায় সেখানে ছোট্ট দু'টি হৃদয় এঁকে নিন। তুলির সাহায্যে ভাল করে মিলিয়ে নিন। আইশ্যাডো, লাইনার, কাজল পরে, হালকা পাউডার বুলিয়ে নিলেই হয়ে যাবে সুন্দর রূপটান।

সব শেষে সারা অবশ্য কপালে ছোট্ট একটি টিপও পরেছিলেন। পোশাকের সঙ্গে মানানসই হলে আপনিও পরতে পারেন।

বিয়েবাড়ি কিংবা পার্টিতে ক্যারামেল মেকআপে

শীতকাল আসন্ন। এই সময়ে বিয়েবাড়ি, পার্টি লেগেই থাকবে। একঘেয়ে মেকআপে যদি ক্লান্তি আসে, তা হলে অন্য রকম কিছু চেষ্টা করে দেখতে পারেন। ক্রাশড বেরি, প্লাম কুলার, কুল টারকোয়েজ বা পিঙ্ক কোরালের মতো কিছু শেড এখন রূপটানে বেশ ব্যবহার করা হচ্ছে। আর কৃতি শ্যাননের মতো যদি ক্যারামেল মেকআপে মোহময়ী হয়ে উঠতে চান, তা হলে শিখে নিন পদ্ধতি।

বেস মেকআপ রাখতে হবে একেবারে হালকা। হাই এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন লাগিয়ে কমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশন অল্প ব্যবহার করতে পারেন। তার শেড বেজ, পার্ল বা গমরঙা হলে ভারতীয় ত্বকের সঙ্গে মানাবে।

কনসিলার ব্যবহার করে দাগছোপ ঢেকে নিন। তার পরে পাউডার ব্লাশ ব্যবহার করুন। ঠোঁটে লাগান হাইড্রেটিং লিপ বাম। এর পর প্রাইমার লাগিয়ে মুখ ও গলার ত্বকের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে ফাউন্ডেশন লাগিয়ে নিন। মাসকারা-আইলাইনার দিয়ে চোখের রূপটান না করলে মেকআপই অসম্পূর্ণ। যদি চোখের মেকআপ হালকা থাকে, তা হলে ঠোঁটে পপ আপ কালার ব্যবহার করুন। আর চোখে উজ্জ্বল কোনও শেড লাগালে ঠোঁট হবে হালকা। চোখের উপরের পাতায় বেজ

রঙের আইশ্যাডো লাগান। চোখের ভাঁজ পর্যন্তই লাগাতে হবে। তার উপরে কমলা রঙের আইশ্যাডো দিয়ে লেয়ার তৈরি করুন। ভাল ভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। ঠোঁটে পরুন টেরাকোটা শেডের লিপস্টিক। কেনার সময়ে রং ভাল করে দেখে নেবেন। উপরের কয়েকটি পরামর্শ ছাড়া নিজের খুশি মতো শেডসও ব্যবহার করতে পারেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত উত্তরাখণ্ড দিবস, রাজ্যের অগ্রগতিতে জোর মুখ্যমন্ত্রী ধামির

দেহরাদূন, ৯ নভেম্বর (হি.স.): যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল উত্তরাখণ্ডের স্থাপনা দিবস। বিশেষ এই দিনে রাজ্যের অগ্রগতিতে জোর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি।

দেহরাদূনের প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত হয় মূল অনুষ্ঠান। উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুরমিত সিং (অবসরপ্রাপ্ত) প্যারেড গ্রাউন্ডে ২৫-তম রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসের প্যারেড নিরীক্ষণ করেন।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি এবং সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান প্যারেড গ্রাউন্ডে উত্তরাখণ্ড প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। উত্তরাখণ্ড রত্ন পুরস্কারে ভূষিত হন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান, লোকসঙ্গীত শিল্পী প্রীতম ভরতওয়ান এবং অন্যান্যরা।উত্তরাখণ্ড প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, 'রাজ্যের মহিলাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে, শীঘ্রই মহিলাদের জন্য একটি নীতি প্রণয়ন করা হবে। তরুণদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্যও একটি নীতি প্রণয়ন করা হবে।' মুখ্যমন্ত্রী ধামি বলেছেন, 'আমাদের সরকার অবৈধ জমি দখলের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে এবং ৫ হাজার একরের বেশি জমির দখল উচ্ছেদ করেছে।'

রতন টাটার অনুপস্থিতি সারা দুনিয়া জুড়ে গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে / যুব সমাজের কাছে রতন টাটা ছিলেন এক অনুপ্রেরণা

- শ্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

এক মাস হল রতন টাটাজি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কর্মব্যস্ত শহর ও শহরতলি থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যন্ত, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অনুপস্থিতি গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে। পোড় খাওয়া শিল্পপতি, উদীয়মান উদ্যোক্তা এবং কঠোর পরিশ্রমী পেশাদাররা তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করছেন। যাঁরা পরিবেশ সচেতন এবং পরোপকারে নিবেদিত, তাঁরাও একইভাবে শোকগ্রস্ত। শুধু দেশেই নয়, বিশ্বজুড়েই তাঁর অনুপস্থিতি গভীর প্রভাব ফেলেছে।

যুব সমাজের কাছে শ্রী রতন টাটা ছিলেন এক অনুপ্রেরণা। স্বপ্নকে সফল করার জন্য যে লেগে থাকতে হয়, সহানুভূতি ও বিনম্রতার সঙ্গেও যে সাফল্য অর্জন করা যায়, তিনি তা বারে বারে মনে করিয়ে দিয়েছেন। অনেকের কাছেই তিনি ছিলেন ভারতীয় মূল্যবোধের সর্বোত্তম প্রতিনিধি এবং সংহতি, উৎকর্ষ ও সেবার সুদৃঢ় অঙ্গীকারের প্রাত্রীক। তাঁর নেতৃত্বে টাটা গ্রুপ নতুন উচ্চতা স্পর্শ করেছিল। সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য টাটা গ্রুপ বিশ্বের সম্ভ্রম অর্জন করেছিল। এমন সাফল্যের পরেও তিনি আশ্চর্য রকমের বিনয়ী, সহৃদয় ও সংবেদনশীল ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

অন্যদের স্বপ্ন সফল করার জন্য যে সমর্থন শ্রী রতন টাটা যোগাতেন, তার তুলনা মেলা ভার। এটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। সাম্প্রতিককালে তিনি ভারতে স্টার্ট-আপ পরিমণ্ডলের পরামর্শদাতা হয়ে উঠেছিলেন, বহু সম্ভাবনাময় উদ্যোগে তিনি বিনিয়োগ করেছিলেন। তরুণ উদ্যোগীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মর্ম বুঝেছিলেন তিনি। ভারতের ভবিষ্যৎকে রূপ দেওয়ার যে ক্ষমতা এদের মধ্যে রয়েছে, তাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাদের উদ্যোগের পেছনে থেকে তিনি স্বপ্নদ্রষ্টাদের এক প্রজন্মের ক্ষমতায়ন ঘটিয়েছেন, তাদের সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে এবং নিজেদের সক্ষমতার সীমাকে ক্রমশ প্রসারিত করতে উৎসাহ দিয়েছেন। এর ফলে, উদ্ভাবন ও উদ্যোগের এক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। আগামী দশকগুলিতেও এর ইতিবাচক প্রভাব যে ভারতের ওপর পড়বে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

তিনি বরাবর উৎকর্ষ অর্জনের দিকে উৎসাহ যুগিয়ে গেছেন, ভারতীয় সংস্থাগুলিকে বিশ্বমানের করে তোলার কথা বলেছেন। বিশ্বস্তরীয় গুণমানের সঙ্গে ভারতকে সমার্থক করে তোলার ক্ষেত্রে এই ভাবনা আমাদের ভবিষ্যৎ নেতাদেরও অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

তাঁর মহত্ব কেবল বোর্ডরুমের চার দেওয়ালের মধ্যে বা সহ-নাগরিকদের সহায়তা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল নং, তা ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র প্রাণী জগতে। তাঁর গভীর পশুপ্রীতির কথা আমাদের সবারই জানা। পশুকল্যাণের যাবতীয় উদ্যোগকেই তিনি সর্বতোভাবে সহায়তা করতেন। প্রায়শই তিনি তাঁর কুকুরদের ছবি শেয়ার করতেন। ব্যবসায়িক উদ্যোগ যেমন তাঁর জীবনের অংশ ছিল, তেমনই এরাও কিছু কম ছিল না। কেবল সাফল্য নয়, সত্যকার নেতৃত্ব যে অসহায়ের প্রতি যত্ন ও মমত্ববোধের মধ্যেই নিহিত রয়েছে, তাঁর জীবন আমাদের তা মনে করিয়ে দেয়।

সঙ্কটের সময় শ্রী রতন টাটার দেশপ্রেম উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখা গেছে, কোটি কোটি ভারতীয় তা লক্ষ্য করেছেন। মুম্বইতে ২৬/১১-র জঙ্গি হামলার পর যে দ্রুততার সঙ্গে তিনি তাজ হোটেল আবার চালু করেছিলেন, তা গোটা জাতিকে এই বার্তা নিয়েছিল যে ভারত ঐক্যবদ্ধ রয়েছে, সন্ত্রাসের সামনে সে নতিস্বীকার করবে না। ব্যক্তিগতভাবে বহু বছর ধরে তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমরা গুজরাতে একসঙ্গে কাজ করেছি। সেখানে তিনি ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করেছিলেন। অনেক প্রকল্প নিয়েই তিনি খুব উৎসাহী ছিলেন। কয়েক সপ্তাহ আগেই আমি স্পেন সরকারের রাষ্ট্রপতি শ্রী পেদ্রো স্যাফেজ-এর সঙ্গে তদোদরায় ছিলাম। সেখানে আমরা যৌথভাবে একটি এয়ারক্র্যাফট কমপ্লেক্সের সূচনা করেছি। এই কমপ্লেক্সে সি-২৯৫ বিমান তৈরি হবে। শ্রী রতন টাটা এই কাজ শুরু করেছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁকে সেদিন খুব মনে পড়ছিল। শ্রী রতন টাটাজিকে আমার লেখক হিসেবেও খুব মনে পড়ে, শাসন সংক্রান্ত বিষয় হোক বা সরকারের কোনো কাজের প্রশংসা অথবা নির্বাচনে জয়ের পর অভিনন্দন- তিনি প্রায়শই নানা বিষয় নিয়ে আমাকে লিখতেন।

আমি যখন কেন্দ্রে এলাম এবং তিনি আমাদের জাতি গঠনের এক অঙ্গীকারবদ্ধ অংশীদার হিসেবে তাঁর ভূমিকা পালন করতে লাগলেন, তখনও আমাদের এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় থাকল। শ্রী রতন টাটা যেভাবে স্বচ্ছ ভারত মিশনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন, তা আমার খুব ভালো লেগেছিল। এই গণ-আন্দোলনের তিনি এক সোচ্চার সমর্থক ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, ভারতের অগ্রগতির জন্য পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও নিকাশি ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অক্টোবর মাসের শুরুতে স্বচ্ছ ভারত মিশনের দশম বর্ষপূর্তিতে তিনি যে অসাধারণ এক মর্মস্পর্শী ভিডিও মেসেজ আমাকে পাঠিয়েছিলেন, তা আমার এখনও মনে আছে। সেটাই ছিল তাঁর শেষ প্রকাশ্য উপস্থিতিগুলির একটি।

আরও একটি যে বিষয় তাঁর হৃদয়ের খুব কাছাকাছি ছিল তা হল, স্বাস্থ্য পরিচর্য্যা, আরও বিশেষ করে বলতে গেলে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। দু''বছর আগে অসমে একটি কর্মসূচির কথা আমার মনে পড়ছে। আমরা একসঙ্গে রাজ্যের বেশ কিছু ক্যান্সার হাসপাতালের উদ্বোধন করেছিলাম। সেই সময়ে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলি তিনি স্বাস্থ্য পরিচর্যার কাজে উৎসর্গ করতে চান। স্বাস্থ্য এবং ক্যান্সার চিকিৎসা পরিষেবাকে সুলভে সকলের নাগালের মধ্যে আনার চেষ্টা তিনি চালিয়ে গেছেন। রোগের বিরুদ্ধে যাঁরা লড়ছেন, তাঁদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল। যে সমাজ অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে, সেই সমাজেই ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়, এটা তিনি বিশ্বাস করবেন।

আজ আমরা যখন তাঁকে স্মরণ করছি, তখন তাঁর স্বপ্নের সমাজের কথা আমাদের মনে পড়ছে, এমন এক সমাজ যেখানে ব্যবসা কল্যাণকর একটি শক্তি হিসেবে কাজ করবে, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তির সম্ভাবনার মূল্য দেওয়া হবে, যেখানে সকলের কল্যাণ ও সুখের ভিত্তিতে সমাজের অগ্রগতির পরিমাপ করা হবে। যেসব জীবনকে তিনি স্পর্শ করেছেন, যেসব স্বপ্নকে তিনি লালন করেছেন, তার মধ্যেই তিনি বেঁচে থাকবেন। ভারতকে আরও সুন্দর, সংবেদনশীল ও আশাব্যাঞ্জক করে তোলার জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

গুজরাটের নভসারিতে ট্রান্সপোর্ট গুদামে আগুন, প্রাণ হারালেন ৩ জন

নভসারি, ৯ নভেম্বর (হি.স.): গুজরাটের নভসারিতে একটি ট্রান্সপোর্ট গুদামে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। এছাড়াও আরও ৩ জন আহত হয়েছেন। শনিবার সকালে নভসারির বিলিমোড়ায় একটি ট্রান্সপোর্ট গুদামে আগুন লাগে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন, চারিদিক কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। খবর পেয়ে আগুন নেভাতে আসে দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন।চিখলি বিভাগের ডিএসপি ভগীরথ সিং গোহিল বলেছেন, 'পরিবহন গুদামে একটি ট্রাক থেকে রাসায়নিক ব্যারেল আনলোড করার সময় আগুন লেগেছে, যে কারণে তিনজন মারা গিয়েছেন এবং আরও তিনজন আহত হয়েছেন। তাদের ভালসাদে রেফার করা হয়েছে। আমাদের তদন্ত চলছে... আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।'

বাংলাদেশে অত্যাচারিত স্বার্থে 'ইসকন' দৃষ্টিভঙ্গী বদলাচ্ছে, মন্তব্য তথাগতর

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি.স.): অত্যাচারিত হিন্দুদের স্বার্থে 'ইসকন' দৃষ্টিভঙ্গী বদলাচ্ছে বলে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।শনিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, "এ সি শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তার মাধ্যমেই 'ইসকন' নামে মহান প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত।এতদিন তাঁরা কৃষ্ণকে প্রেমের মূর্ত রূপ দেখিয়েছিলেন। বাংলাদেশের সনাতনীদের এখন মরুভূমির অনুসারীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা নতুন ভূমিকা নিচ্ছেন। তাঁরা কৃষ্ণকে প্রধান রাজনীতিবিদ এবং যোদ্ধা হিসাবে দেখাচ্ছেন। জয় শ্রী কৃষ্ণ!"

প্রসঙ্গত, চট্টগ্রাম-সহ কয়েকটি এলাকায় হিন্দু সংগঠন ইসকন বিরোধী বক্তৃতা বিবৃতি আসার পর ইসকনের পক্ষ থেকে এর তীব্র সমালোচনা করা হয়। সম্প্রতি একটি পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান এক অনুষ্ঠানে 'ইসকনকে সাম্প্রদায়িক ও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র-এর' সংগঠন হিসেবে মন্তব্য করেন। তাদের নিয়ে 'অসত্য' বক্তব্য দেয়ার অভিযোগ ও রহমানের তীব্র সমালোচনা করে 'ইসকন' এক বিবৃতিতে বলে এটি একটি অরাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সংগঠন।

অনেক পবিত্র তীর্থস্থানে আশীর্বাদিত এই রাজ্য, উত্তরাখণ্ডের প্রতিষ্ঠা দিবসে বার্তা রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি.স.): "রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসে দেবভূমি এবং বীর ভূমি উত্তরাখণ্ডের সমস্ত বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা! অনেক পবিত্র তীর্থস্থানে আশীর্বাদিত এই রাজ্যের আধ্যাত্মিক ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য তুলনাহীন''। শনিবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি লিখেছেন, "উত্তরাখণ্ডের মাটির অনেক ছেলে, যারা বীর উৎপন্ন করে, ভারত মাতার রক্ষার জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করেছে।

রাজ্যে আধুনিক উন্নয়নের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। আমি উত্তরাখণ্ডের সর্বাত্মক উন্নতি এবং এর সমস্ত বাসিন্দাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করি।"

প্রসঙ্গত, ২০০০ সালের ৯ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের হিমালয় ও তৎসংলগ্ন জেলাগুলি নিয়ে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ২৭তম রাজ্য হিসেবে উত্তরাখণ্ড রাজ্য সৃষ্টি করা হয়েছিল।

গুয়াহাটিতে ভারতীয় ৭০ লক্ষ টাকার জাল নোট সহ গ্রেফতার এক

গুয়াহাটি, ৯ নভেম্বর (হি.স.): ভারতীয় ৭০ লক্ষ টাকার জাল নোট সহ এক যুবককে গ্রেফাতার করেছে গুয়াহাটি মেট্রো পুলিশ।

ধৃতকে অসমের ধেমাজি জেলার অন্তর্গত গোগামুখের বাসিন্দা জনৈক হাফিজ আলি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

মেট্রো পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে আজ শনিবার ভোরে গুয়াহাটি রাজধানীর গরচুক থানার অন্তর্গত আন্তঃরাজ্য বাস টার্মিনাল (আইএসবিটি)-তে অভিযান চালিয়ে জাল নোট সহ চোরাকারবারি হাফিজ আলিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

একটি বাসে ওঠার সময় হাফিজকে আটক করে তার ব্যাগে তলাশি চালিয়ে জাল ৭০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছেন অভিযানকারীরা। সবগুলি ৫০০ টাকার নোট।

জাল নোটের উৎস, ছাপাখানা এবং এর সঙ্গে জড়িত আরও অবৈধ কারবারির তথ্য জানতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

হিন্দুদের ওপর আক্রমণ, বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে কটাক্ষ তথাগতর

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশে লাগাতার হিন্দুদের ওপর আক্রমণের জেরে সেদেশের সেনাবাহিনীকে কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

শনিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, "বাংলাদেশী সেনাবাহিনী হল একগুচ্ছ সাজানো জোকার। তারা ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করার স্বপ্ন দেখে, অথচ তাদের দক্ষতা নিহিত ১. নিজেদের রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা করা, ২. নিজ দেশে সরকাররের দায়িত্ব গ্রহণ এবং ৩. অবশ্যই হিন্দু সংখ্যালঘুদের নিরযাতন!"

"রক্তে ভেজা স্বৈরশাসক", নেতার অপহরণ, নির্যাতন এবং খুন নিয়ে তোপ বিজেপি-র

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি.স.): "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাকে একটি অনাচারে পরিণত করেছেন, রক্তে ভেজা স্বৈরশাসক। কিন্তু বিজেপি থামবে না। ন্যায়বিচার পরিবেশিত হবে, এবং এই অত্যাচারের অবসান হবে!"

নেতার অপহরণ, নির্যাতন এবং খুন নিয়ে শনিবার এক্সহ্যান্ডলে এই বার্তা দিয়েছে বিজেপি।

বার্তায় লেখা হয়েছে, "পশ্চিমবঙ্গে আরেকটি ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডি হল। বিজেপির মথুরাপুর জেলা এসএম আহ্বায়ক পৃথ্বীরাজ নস্করকে মমতা ব্যানার্জির টিএমসি গুন্ডারা অপহরণ, নির্যাতন এবং খুন করল। তিন দিন নিখোঁজ থাকার পর তাঁর প্রাণহীন দেহ মন্দিরবাজার পার্টি অফিসে রেখে দেওয়া হয়। সাহায্যের জন্য তাঁর পরিবারের মরিয়া আবেদন উপেক্ষা করেছিল মমতার সংঘবদ্ধ পুলিশ। এই বর্বর শাসন সন্ত্রাস, রক্তপাত এবং বর্বরতার মাধ্যমে বিরোধীদের স্তব্ধ করার চেষ্টা সত্ত্বেও বিজেপি কিছুতেই থামবে না।"

উত্তরাখণ্ডে বিকাশের মহাযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের প্রতিষ্ঠা দিবসে দেবভূমির বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, উত্তরাখণ্ড নতুন রেকর্ডের পাশাপাশি উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিও করছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, উত্তরাখণ্ড নতুন প্রবণতা এবং মান নির্ধারণ করছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, উত্তরাখন্ড ২০২৩-২০২৪ সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য ইন্ডিয়া সূচকে শীর্ষে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'উত্তরাখণ্ডের প্রতিষ্ঠা দিবসে সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। উত্তরাখণ্ডের রজত জয়ন্তী বর্ষের সূচনা হল। আমাদের উত্তরাখণ্ড ২৫-তম বছরে পদার্পণ করছে। এখন, আমাদের অবশ্যই উত্তরাখণ্ডের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে আগামী ২৫ বছরের যাত্রা শুরু করতে হবে।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'উত্তরাখণ্ডে বিকাশের মহাযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে। দেবভূমির মর্যাদা বাড়াচ্ছে এই মহাযজ্ঞ! আমাদের সরকার বিকাশ ও বিরাসত নিশ্চিত করতে এবং প্রচার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এছাড়াও, আমরা উত্তরাখণ্ডে আমাদের ধর্মীয় স্থানগুলির ভব্য এবং দিব্য নির্মান করার মিশনে আছি।'

অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির নতুন উচ্চতা স্পর্শ করুক উত্তরাখণ্ড : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি.স.): রাজ্যের স্থাপনা দিবসে উত্তরাখণ্ডের জনগণকে শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। উত্তরাখণ্ডের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য করলেন কামনা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার এক্স মাধ্যমে লিখেছেন, 'প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পবিত্র ভূমি উত্তরাখণ্ডের বোন ও ভাইদের তাঁদের রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে আন্তরিক শুভেচ্ছা।'অমিত শাহ আরও লেখেন, 'আমি বাবা কেদারনাথের কাছে প্রার্থনা করছি, ঈশ্বরের ভূমি, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালবাসার জন্য প্রখ্যাত, এই রাজ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির নেতৃত্বে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির নতুন উচ্চতা স্পর্শ করুক।'

কোরিয়া মাস্টার্স ২০২৪ : কিরণ জর্জ সেমিফাইনালে কুনলাভুত ভিটিদসর্নের কাছে হারল

সিওল, ৯ নভেম্বর (হি.স.): শনিবার কোরিয়া মাস্টার্স ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের পুরুষদের একক সেমিফাইনালে ভারতের কিরণ জর্জ শীর্ষ বাছাই থাইল্যান্ডের কুনলাভুত ভিটিদসর্নের কাছে পরাজিত হয়েছেন। ২৪ বছর বয়সী ভারতীয় শাটলার ৫৩ মিনিটে ১২-২১, ২০-২২ গেমে হেরে যান।এর আগে, বিশ্বের ৪৪ নম্বরে থাকা জর্জ কোয়ার্টার ফাইনালে জাপানের পঞ্চম বাছাই তাকুমা ওবায়াশির বিরুদ্ধে দুর্দান্ত জয় পেয়ে ছিলেন। জর্জ ২১-১৪, ২১-১৬-এ জয়লাভ করে সেমিফাইনালে পৌঁছন। জর্জই ছিলেন একমাত্র ভারতীয় খেলোয়াড় যিনি সেমিফাইনালে পৌঁছেছিলেন।

উত্তর প্রদেশের হাপুরে তেলের গুদামে ভয়াবহ আগুন, ক্ষয়ক্ষতির পরিমান প্রচুর

হাপুর, ৯ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের হাপুরে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি তেলের গুদামে। শনিবার হাপুরের বাবুগড়ে একটি পরিশোধিত তেলের গুদামে আগুন লাগে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। গুদামের ভিতর থেকে গলগল করে আগুন ও ধোঁয়া বেরোতে থাকে। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা।খবর দেওয়া হয় দমকলে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে আসে দমকলের মোট ৬টি ইঞ্জিন। দমকল অফিসার মনু শর্মা বলেছেন, আমরা খবর পাই, বাবুগড় ক্যান্টনমেন্টের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে একটি তেলের গুদামে আগুন লেগেছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখা যায়, একটি পরিশোধিত তেলের গুদামে আগুন লেগেছে। ঘটনাস্থলে ৬টি দমকল ইঞ্জিন কাজ করছে। আগুন নেভানোর কাজ এখনও চলছে। আগুন ৫০ শতাংশ নিভিয়ে ফেলা হয়েছে।' এই অগ্নিকাণ্ডে গুদামের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু ৩ জনের

মালদা, ৯ নভেম্বর (হি.স.): মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে বেপরোয়া পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হল তিন জনের। জখম হয়েছেন চালক-সহ আরও দু'জন। শনিবার ভোরে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত কাবুয়া রোড কালীমন্দির এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে।। মৃতদের নাম দিলীপ সাহা (৪৯), সুরেশ খৈতান (৬০) এবং ফেকন লাল রাম (৬৫)। প্রত্যেকে হরিশ্চন্দ্রপুরের তুলসীঘাটা গ্রামের বাসিন্দা। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।প্রতিদিনের মতো এদিন ভোরেও পাঁচ জন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় দ্রুত গতিতে আসা পিকআপ ভ্যানটি তিন জনকে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। পিকআপ ভ্যান উল্টে চালক গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহত চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘটনার জেরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অনূর্ধ -১৯ এশিয়া কাপের সূচি প্রকাশ, ৩০ নভেম্বর ভারত-পাকিস্তান খেলবে

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : শুক্রবার রাতে অনূর্ধ-১৯ এশিয়া কাপের সূচি প্রকাশ করেছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি)। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান খেলবে 'এ' গ্রুপে। তাদের অপর দুই প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ও জাপান। ২৯ নভেম্বর দুবাইয়ে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচ দিয়ে পর্দা উঠবে ১১—তম আসরের। পরের দিন একই স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান। গ্রুপ পর্বের ম্যাচ শেষে উভয় গ্রুপের ("এ" এবং "বি") সেরা দুটি করে দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে সেমিফাইনাল। ৬ ডিসেম্বর শেষ চারের দুই ম্যাচ শেষে, একদিন বিরতি দিয়ে ৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল। সবশেষ আসরে গত বছর সংযুক্ত আরব আমিরাতকে হারিয়ে প্রথম অনূর্ধ-১৯ এশিয়া কাপ শিরোপার স্বাদ পেয়েছিল বাংলাদেশ। বয়স ভিত্তিক এ আসরে সর্বোচ্চ ৮ বারের চ্যাম্পিয়ন ভারত।

জগদ্ধাত্রী পুজোর অষ্টমীতে বিশেষ পূজার্চনা, সপ্তমীর রাতেই চন্দননগরে জনস্রোত

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি.স.): জগদ্ধাত্রী পুজোর শনিবার অষ্টমী। নানা উপচার এবং যথাযথ ধর্মীয় উদ্দীপনায় মেতেছেন কলকাতা-সহ শহরতলির পুজো আয়োজকরা। বিশেষ উন্মাদনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে হুগলির চন্দননগরে। আবার হুগলির রিষড়া ও নদীয়ার কৃষ্ণনগরে আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে জগদ্ধাত্রী পুজো। এজন্য শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে।জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষ্যে শুক্রবার সারারাত চন্দননগরের রাস্তায় ছিল জনস্রোত। ফেরিঘাট, তালডাঙ্গা মোড়, রেল স্টেশন, ভদ্রেশ্বর-সহ সমস্ত এন্টি পয়েন্ট দিয়ে যানবাহন প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও পায়ে হেঁটেই রাতভর চলে প্রতিমা ও আলোকসজ্জা দেখার পালা। বিশালাকার মাতৃ প্রতিমার সৌন্দর্যের পাশাপাশি মন কেড়েছে প্যান্ডেলের ভাবনা এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোর কারুকাজ।

কালনায় রেললাইন থেকে ছাত্রীর দেহ উদ্ধার, তদন্তে রেল পুলিশ

কালনা, ৯ নভেম্বর (হি.স.): পূর্ব বর্ধমান জেলায় কালনায় জিউধারা রেলগেট সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার হল এক ছাত্রীর দেহ। ছাত্রীর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কালনা মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তদন্তে নেমেছে রেল পুলিশ। মৃত ছাত্রীর বাড়ি ধাত্রীগ্রামে। তিনি কৃষ্ণদেবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে কলা বিভাগে পড়তেন। সূত্রের খবর, মায়ের সঙ্গে কালনায় এক শিক্ষকের কাছে ইংরেজি পড়তে আসত ওই ছাত্রী। শুক্রবারও পড়তে এসেছিল। শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার কিছু পরে রেল পুলিশের (জিআরপি) কাছ থেকে কালনা থানায় খবর আসে কালনা স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে এক তরুণীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। তার পরই ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ এবং ছাত্রীর পরিবার। ছাত্রীটিকে শনাক্ত করা হয়। কীভাবে মৃত্যু হল, তা জানতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

দিল্লিতে দূষণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে, ধোঁয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন রাজধানী

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি.স.): বায়ুদূষণে নাজেহাল অবস্থা রাজধানী দিল্লিতে। বিগত কয়েকদিনের মতো শনিবার সকালেও ধোঁয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন থাকল রাজধানী দিল্লি। একই অবস্থা ছিল রাজধানী সংলগ্ন অঞ্চলেও। এদিন সকালে ধোঁয়াশা এতটাই বেশি ছিল যে দৃশ্যমানতাও কমেছে। শীত যত এগিয়ে আসছে দিল্লির বাতাসের গুণগত মান (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স) বা একিউআই ততই খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। শনিবার সকালে দিল্লির ইন্ডিয়া গেট, দিল্লির আনন্দ বিহার, নেহরু প্লেস, অক্ষরধাম মন্দিরের মতো এলাকাগুলিতে বাতাসের গুণগত মান অত্যন্ত খারাপ ছিল। সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরোনো মানুষজন এই দূষণে নিজেদের অস্বস্তির কথা জানিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, দূষণের জন্য শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যাও হচ্ছে। অক্ষরধাম মন্দির এলাকায় বাতাসের গুণগতমান ছিল ৩৯৩, কর্তব্যপথে ৩৯১ আবার দিল্লি এইমস এলাকায় ৩৪৩।

১৭ নভেম্বর পিএসসি ক্লার্কশিপ পরীক্ষা, পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে চলবে অতিরিক্ত মেট্রো

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি.স.): আগামী ১৭ নভেম্বর (রবিবার) রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন ক্লার্কশিপ পরীক্ষা, সেই জন্য ওই দিন কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে অতিরিক্ত মেট্রো চালানো হবে। ওই দিন ১৩০-টির পরিবর্তে আপ ও ডাউন মিলিয়ে ১৩৮-টি ট্রেন চলবে। এর মধ্যে ১৩৩-টির পরিষেবা মিলবে দক্ষিণেশ্বর থেকে। দমদম ও কবি সুভাষ থেকে সকাল সাতটা এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে ৭.১৫ মিনিটে প্রথম মেট্রো ছাড়বে। সকাল ৯.৩০ মিনিট পর্যন্ত ৩০ মিনিট অন্তর চলবে ট্রেন। অন্যদিকে, গ্রীন লাইন ২-এর ক্ষেত্রে পরিষেবা অন্যান্য রবিবারের মত স্বাভাবিক থাকবে এবং গ্রিন লাইন-১ , পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনের পরিষেবা যথারীতি বন্ধ থাকবে বলে মেট্রো রেল সূত্রের খবর।

হেমন্ত ঘনিষ্ঠের বাড়িতে আয়কর হানা, ৯টি ঠিকানায় চলছে তল্লাশি

রাঁচি, ৯ নভেম্বর (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের ঘনিষ্ঠের বাড়িতে হানা দিল আয়কর দফতর। শনিবার সকাল থেকে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত সুনীল শ্রীবাস্তবের ঠিকানায় আয়কর দফতর অভিযান চালাচ্ছে। এছাড়াও রাঁচি ও জামশেদপুর-সহ মোট ৯টি জায়গায় অভিযান চালানো হচ্ছে আয়কর দফতরের পক্ষ থেকে।

নীরজ চোপড়া জ্যান জেলেজনির ট্রেনিং গ্রুপে যোগ দেবেন

প্রাগ, ৯ নভেম্বর (হি.স.): ভারতের জ্যাভলিন তারকা নীরজ চোপড়া এই শীতে ট্রিপল অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন জ্যান জেলেজনির নেতৃত্বে একটি প্রশিক্ষণ দলে যোগ দেবেন। শুক্রবার রাতে সেই খবর জানিয়েছে চেক অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন (সিএএস)। চোপড়া, ২০২১ সালে টোকিওতে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন এবং এই বছর প্যারিস অলিম্পিকে রৌপ্য পদক জিতে ছিলেন ন চেক কিংবদন্তি জেলেজনি সিএএস ওয়েবসাইটে বলেছেন, ' নীরজের পারফরমেন্সে আমি খুশি ন'

পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় নিরাপত্তারক্ষীর মৃত্যু

জলপাইগুড়ি, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : শুক্রবার গভীর রাতে পথ দুর্ঘটনায় হোটেলে খেতে যাওয়ার সময় এক নিরাপত্তারক্ষীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম অমল পাল (৫৮)। তিনি বালুরঘাটের বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বলরামের পাওয়ার গ্রিড সংলগ্ন এলাকায় একটি গুদামে নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কাজ করতেন অমল পাল। প্রতিদিনের মতো শুক্রবার রাতে তিনি হোটেলে খেতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় দ্রুতগতিতে আসা একটি পিকআপ ভ্যান অমল বাবুকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই গুদামের সামনে বেশির ভাগ সময়ই বড় গাড়ি পার্কিং করা হয়। ফলে এমন দুর্ঘটনার মুখে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। ঘটনার খবর পেয়ে আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কংগ্রেস ও জেএমএম সরকার সমগ্র দেশে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত : অমিত শাহ

হাজারীবাগ, ৯ নভেম্বর (হি.স.): কংগ্রেস ও ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম)-কে একযোগে আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। শনিবার ঝাড়খণ্ডের হাজারীবাগে এক নির্বাচনী প্রচারে অমিত শাহ বলেছেন, 'কংগ্রেস ও জেএমএম সরকার সমগ্র দেশে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার। এটা বদলানো দরকার।' জনগণের উদ্দেশ্যে অমিত শাহের আর্জি, 'এই দুর্নীতি বন্ধ করতে চাইলে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা এবং কংগ্রেস সরকারকে উপড়ে ফেলুন। যারা আপনাদের টাকা চুরি করেছে তাদের রেহাই দেওয়া হবে না।'অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'যে কংগ্রেস দল গরিবদের কথা বলে, তারা এখনও পর্যন্ত গরিবের জন্য কিছুই করেনি, জেএমএমও কিছু করেনি।১০ বছরে, মোদীজি দরিদ্রদের স্থায়ী ঘর দিয়েছেন, জল, গ্যাস সিলিন্ডার, টয়লেট এবং ৫ কেজি গম এবং চাল বিনামূল্যে দিয়েছেন।' শাহ আরও বলেছেন, 'রাহুল বাবা আমেরিকায় গিয়েছিলেন, সেখানে ইংরেজিতে কথা বলার সময় তিনি বলেছিলেন এই দেশে এখন আর সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই। এখন তিনি সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছেন, এখন মহারাষ্ট্রের উলেমা-ই-হিন্দ জনতা তাঁকে একটি স্মারকলিপি দিয়েছে, যাতে বলা হয়েছিল, এই দেশের সংখ্যালঘুদের, মুসলমানদের ১০ শতাংশ সংরক্ষণ দিন। আমাদের সংবিধান ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের অনুমতি দেয় না। কিন্তু এই কংগ্রেস এবং জেএমএম লোকজন নিজেদের ভোটব্যাঙ্কের জন্য মুসলমানদের সংরক্ষণ করতে চায়।' হিন্দুস্থান সমাচার / রাকেশ / সোনালি

ঝাড়খণ্ডে ভোট-প্রচারে কংগ্রেসকে তোপ শিবরাজের, রাজনাথ দিলেন আশ্বাস

রাঁচি, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : আর মাত্র কয়েকদিন পরই ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যেই জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচার। ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক জনসভা করছেন বিজেপির শীর্ষ নেতারা। শনিবার ঝাড়খণ্ডের ভারকুণ্ডায় নির্বাচনী জনসভা করেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, 'কংগ্রেস ডিভাইড অ্যান্ড রুলে বিশ্বাস করে এবং "নফরত কি দুকান" খুলেছে। রাহুল গান্ধী দেশকে বিভক্ত করার চেষ্টা করছেন। অন্য দেশে গেলে তিনি ভারতকে অপমান করেন। তিনি এখানে অন্য কিছু বলেন, কিন্তু আমেরিকায় গেলে দেশে সংরক্ষণ বাতিলের কথা বলেন।'ঝাড়খণ্ডের জনগণকে একগুচ্ছ আশ্বাস দিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা রাজনাথ সিং। তিনি ঝাড়খণ্ডের খুন্তির নির্বাচনী জনসভায় এদিন বলেছেন, 'বছরে দু"টি এলপিজি সিলিন্ডার বিনামূল্যে দেওয়া হবে। ২,২৭,০০০ সরকারি পদ স্বচ্ছতার সঙ্গে পূরণ করা হবে। প্রতি মাসে ২০০০ টাকা ২ বছরের জন্য বেকার গ্র্যাজুয়েটদের অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে, যাতে তাঁরা চাকরি খুঁজে পেতে পারে।'

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কংগ্রেস সাংবিধানিক বৈধতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করছে : রবিশঙ্কর প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি.স.): ফের কংগ্রেসের সমালোচনায় সরব বিজেপি। বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, কংগ্রেস সাংবিধানিক মর্যাদার সমস্ত সীমা অতিক্রম করছে। এদিন দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, রাহুল গান্ধী সবসময় সংবিধান নিয়ে কথা বলেন, সংবিধানের অধীনে ধর্ম ভিত্তিক সংরক্ষণ অনুমোদিত নয়।রবিশঙ্কর প্রসাদ আরও বলেছেন, 'কীভাবে মহারাষ্ট্রের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নানা পাটোলে জমিয়ত উলেমা-ই-হিন্দকে বলছেন, আমরা মুসলমানদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের দাবি বিবেচনা করব। শুধুমাত্র ভোটের জন্য আপনি আর কতবার দেশ ভাঙবেন? বিজেপি এবং এনডিএ-কে পরাজিত করতে, ভোট পেতে কংগ্রেস দল সাংবিধানিক বৈধতা এবং রাজনৈতিক নৈতিকতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করছে।'

"জনবিচ্ছিন্ন, নৃশংস এবং রক্তপিপাসু", মমতাকে তোপ সুকান্তর

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি.স.): "পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষার তাগিদে দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আবার শহীদ হলেন ভারতীয় জনতা পার্টির একজন সক্রিয় সৈনিক।" এই মন্তব্য করেমুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্যবিজেপি-র সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সুকান্তবাবু লিখেছেন, "তিনদিন নিখোঁজ থাকার পর আজ মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সামাজিক মাধ্যম-বিষয়কআহ্বায়ক পৃথ্বীরাজ নস্করের নিথর দেহ উদ্ধার হয়েছে মন্দিরবাজারের দলীয় কার্যালয়ের ভিতর থেকে। কয়েকদিন আগে তাঁকে তাঁর নিজের এলাকা থেকেই তুলে নিয়ে গিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীবাহিনী। নৃশংস খুনের আগে পৃথ্বীরাজের উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছে। পুলিশের কাছে ওর পরিবার একাধিকবার সহায়তা চাইলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাটুকার পুলিশ-প্রশাসন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে।

সাম্প্রতিক অতীতেও শুধুমাত্র নির্বাচন পরবর্তী সন্ত্রাসে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ অংশে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর অকথ্য নির্যাতন করেছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। আমাদের বহু সক্রিয় কর্মীর প্রাণ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাও আরও একবার প্রমাণ করে দিল রাজ্যের জনবিচ্ছিন্ন, নৃশংস এবং রক্তপিপাসু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক কতটা ভয় পেয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টিকে। আমরা আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও রাজ্যের প্রতিটি বিজেপি কর্মীর সুরক্ষার জন্য লড়বো। রাজ্যকে বাঁচানোর সংকল্পে রক্তপিপাসু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলছে, চলবে।" হিন্দুস্থান সমাচার / অশোক সেনগুপ্ত / সোনালি

গোলাঘাটে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু বুনো হাতির

গোলাঘাট (অসম), ৯ নভেম্বর (হি.স.) : রাজ্যে ফের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বুনো হাতির মৃত্যু হয়েছে। এবার গোলাঘাট জেলার অন্তর্গত নুমলিগড়ের পার্শবর্তী মরঙির এক কৃষিখেতে মৃত্যু হয়েছে বুনো হাতির।

অভিযোগ উঠেছে, বিদ্যুৎ বিভাগের গাফিলতি এবং খামখেয়ালিপনার জন্য গত তিন বছরে ১১টির বেশি বুনো হাতির বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে। চলতি বছরে মৃত্যু হয়েছে চারটি বুনো হাতির।

মরঙির ওই কৃষিখেতের ওপর দিয়ে হাতির দল সবসময় যতায়াত করে। বলা চলে এই খেত হাতিদের মুক্ত বিচরণভূমি। সব জেনেও খেতে পোঁতা একটি খুঁটি থেকে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ঝুলে রয়েছে। ওই তারের সংস্পর্শে এসে গতকাল শুক্রবার রাতে আরও একটি বনজ সম্পদ হাতির মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় পরিবেশ প্রেমীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডে বিজেপি সরকার গঠিত হলেই অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানো হবে : জে পি নাড্ডা

পালামু, ৯ নভেম্বর (হি.স.): কংগ্রেস, আরজেডি ও জেএমএম-এ একযোগে আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। শনিবার ঝাড়খণ্ডের পালামুর বিশ্রামপুর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় এক নির্বাচনী প্রচারে নাড্ডা বলেছেন, 'কংগ্রেস, আরজেডি, জেএমএম সরকার ভোটের স্বার্থে ঝাড়খণ্ডে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিয়েছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠিত হলেই প্রত্যেক অনুপ্রবেশকারীকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।'জে পি নাড্ডা আরও বলেছেন, 'গোগো দিদি স্কিমের অধীনে, প্রত্যেক মহিলা প্রতি মাসে ২,১০০ টাকা পাবেন। লক্ষ্মী জোহর প্রকল্পের অধীনে, গ্যাস সিলিন্ডার ৫০০ টাকায় পাওয়া যাবে এবং বছরে দু"টি সিলিন্ডার বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। পাঁচ বছরের মধ্যে ২ লক্ষ ৮৭ হাজার যুবককে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে এবং ৫ লক্ষ কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।'

কাঠমানি নেওয়ার অভিযোগ

● আটের পাতার পর তেমনি অসম গেইটে আরো চল্লিশ হাজার টাকা কাঠমানি দিতে হয় বলে অভিযোগ করলেন ঐ ব্যাবসাহী। তিনি জানিয়েছেন শুধু সড়ক পথের ঝামেলাই নয়, রেল পথে সুপারী পরিবহনের ক্ষেত্রেও আনুমতি দিচ্ছেনা সরকার। এতে করে সুপারী ব্যাবসাহীদেরকে চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ।অসম সরকারের তুঘলকি সিদ্ধান্তের ফলে বিগত কয়েকমাস ধরে ত্রিপুরা থেকে সুপারি আর অসমমুখী করেননা ব্যাবসাহীরা।

কুমারঘাট মহকুমা অঞ্চলের বিভিন্ন চাষীদের থেকে সুপারি কিনে তা পাইকারী দরে বিক্রি করেই সংসার চলে ব্যাবসাহী নিতাই শিলের। কিন্তু বর্তমানে রাজ্যের বাইরে সুপারি বিক্রি বন্ধ থাকায় তার রোজগারে যেমন টান পড়েছে তেমনি ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকেও বঞ্চিত হতে হচ্ছে ত্রিপুরার সুপারি চাষীদেরকে। ব্যাবসাহীদের দাবী ট্রেনে সুপারি রপ্তানি চালু করা সহ সুপারি সিন্টিগেইট বন্ধে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিয়ে ব্যাবসাহীদের আগের মতো ব্যাবসা করার সুযোগ করে দিক সরকার। বাইরের বাজারে সুপারি রপ্তানি বন্ধ হওয়ায় স্থানীয় বাজারেও পড়ছে এর প্রভাব। ফলে বিপাকে পড়তে হচ্ছে চাষীদেরকে। এই অবস্থায় সরকার কোন পদক্ষেপ নেয় কিনা তাই এখন দেখার।

কাঠমানি নেওয়ার অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

ব্যাবসা করার সুযোগ করে দিক সরকার।

বাইরের বাজারে সুপারি রপ্তানি বন্ধ হওয়ায় স্থানীয় বাজারেও পড়ছে এর প্রভাব। ফলে বিপাকে পড়তে হচ্ছে চাষীদেরকে। এই অবস্থায় সরকার কোন পদক্ষেপ নেয় কিনা তাই এখন দেখার।

চুরির অভিযোগে আটক এক

● প্রথম পাতার পর

চুরি করে নিয়ে যায়।গোলবাজার একটি দোকানে ২৫০০০ টাকা বিক্রি করে দেয় ঐ চোর। যে ঠিকাদারের অধিনে কাজ করতো সেই ঠিকাদারের মাসির বাড়ি থেকে চেইন চুরি করে। আজ ঐ ঠিকাদারের হাতেই ধরা পড়ে সে। চোরের নাম মিঠুন মিয়া।বাড়ি পশ্চিম বড়দোয়ালী। পরবর্তী সময়ে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

আগুনে পুড়ল দোকান

● প্রথম পাতার পর

পাশের দোকানে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সাথে সাথে স্থানীয়রা ঘটনাটি দেখতে পেয়ে দমকলকর্মীদের খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীদের দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ওই অগ্নিকাণ্ডে আড়াই লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান দোকান মালিক দীপক চক্রবর্তী।

মানসিক ভারসাম্য হীন ছোট ভাইকে হন্যে হয়ে খুঁজছে বড় ভাই

বিলোনিয়া, ৯ নভেম্বর: মানসিক ভারসাম্য হীন ছোট ভাইকে হন্যে হয়ে খুঁজছে বড় ভাই সহ পরিবারের লোকজন। ছোট ভাই নিখোঁজের চারদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলে কোন সন্ধান না পাওয়ায় অবশেষে আজ বিলোনীয়া থানায় ছোটভাই নিখোঁজের ডায়েরি করে বড় ভাই।

জানা যায়, গত বুধবার ভোরে পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মাইছড়া এলাকার উত্তম দাসের ছেলে মানসিক ভারসাম্য হীন টোটন দাস(৩৮) বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়,গত চারদিন ধরে পরিবারের লোকেরা আত্মীয় স্বজন সহ বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিয়ে ও নিখোঁজ টোটনের সন্ধান পায়নি।

শনিবার নিখোঁজ টোটন দাসের বড় ভাই দিবাকর দাস বিলোনীয়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে সাংবাদিকদের সামনে ছোট ভাই কে খুঁজে দেওয়ার আর্জি জানান, ঘটনার বিবরন দিতে গিয়ে বলেন,গত বুধবার সকাল ৫ টা নাগাদ সবুজ রংয়ের সোয়েটার এবং কালো ট্রাউজার পড়ে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে যায়, চারিদিকে খোঁজ খবর নিয়েও নিখোঁজ ভাইয়ের সন্ধান না পেয়ে সামাজিক মাধ্যমে এবং আজ থানায় নিখোঁজ নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়, কোন সহৃদয় ব্যক্তি নিখোঁজ টোটন দাসের সন্ধান পেলে ৯৬১২০১৬০৭৫ মোবাইল নম্বরে জানাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন।

বিশালগড় কদমতলীর ১০০ বছরের পুরান রাস্তা দখল, চরম হয়রানির শিকার স্থানীয় জনগণ

আগরতলা, ৯ নভেম্বর: বিশালগড় কদমতলীর ১০০ বছরের পুরান রাস্তা দিনে দিনে দখল করে নিচ্ছে পিতা পুত্র।ফলে চরম হয়রানির শিকার স্থানীয় জনগণ।

ওই এলাকায় প্রায় ১৫০ পরিবারের বসবাস। কিন্তু এই শাহ আলম ও আয়নাল হক নামে পিতা পুত্র যে ভাবে রাস্তা দখল করছেন এতে করে এলাকায় অ্যাম্বুলেন্স, অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে গাড়ি প্রবেশ করতে পারছে না।তাদের একাধিকবার জানানো হলেও তারা এই দখল ছাড়তে নারাজ।তাই স্থানীয় জনগন উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের প্রতি আবেদন করে দীর্ঘ ১০০ বছর পূরণ ও সে রাস্তাটি পিতা পুত্রের হাত থেকে দখল মুক্ত করে জনগনের হয়রানির অবসানে থেকে যেন রেহাই দেন। সরকারি ম্যাপ অনুসারে রাস্তাটি অনেক বড়। কিন্তু এলাকার মাতব্বর এই পিতা পুত্র জোর জবরদস্তি করে রাস্তাটি দখল করেছেন বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ।

জিবি হাসপাতালে রক্তদান শিবির

আগরতলা, ৯ নভেম্বর: বোধজনগর এলপিজি বটলিং প্লান্টের পক্ষ থেকে জিবি হাসপাতালে এক মহতী রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।আগরতলা জিবি হাসপাতালে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। মানুষের স্বার্থে তারা এই রক্তদান শিবির সংগঠিত করে বলে জানান উদ্যোক্তারা। উল্লেখ্য জিবি হাসপাতাল সহ রাজ্যের হাসপাতাল গুলির ব্লাড ব্যাংক গুলিতে রক্তের সংকট রয়েছে। রক্তের সংকট দূর করার লক্ষ্যে এ ধরনের শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

কৈলাসহরেও তিন দিনব্যাপী লোক আদালত

আগরতলা, ৯ নভেম্বর: সারা রাজ্যের সাথে ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরেও জেলা আইনি সেবা কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে গত ৭ তারিখ থেকে আজ ৯ তারিখ পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী লোক আদালত এর আয়োজন করা হয়।

শনিবার কৈলাশহরের দুটি কোর্টে মোট ৭১৬ টি কেইস নিষ্পত্তির জন্য আনা হয়। এর মধ্যে আজ দিনের শেষে প্রায় ৭০০ টি কেইস নিষ্পত্তি হয় বলে জানিয়েছেন জেলা সচিব তথা সিজিএম শ্রীমতি দীপা ভট্টাচার্য্য।আজ জেলার লিগাল সার্ভিস অথরিটি এর পক্ষে এক রেলি বের হয়,।এই রেলি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ও পথচলতি জনগণের মধ্যে আইনি পুস্তক বিতরণ করে।

বিশ্ব আর্থাইটিস দিবস উপলক্ষে শহরে সচেতনতামূলক রেলি

আগরতলা, ৯ নভেম্বর: বিশ্ব আর্থাইটিস দিবস উপলক্ষে শনিবার আগরতলা শহরে এক সচেতনতামূলক রেলি অনুষ্ঠিত হয়। আই এম এ অফিসের সামনে থেকে রিয়েলিটি শুরু হয় আগরতলা শহরের বিভিন্ন পদ পরিক্রমা করে পুনরায় আইএমএ অফিসের সামনে এসে শেষ হয়। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ত্রিপুরার শাখার উদ্যোগে বিশ্ব আর্থাইটিস দিবস উপলক্ষে সাধারণ মানুষের জন্য সচেতনামূলক রেলি অনুষ্ঠিত হয় আগরতলায়।

এদিন আগরতলা আই এম এ হাউসের সামনে থেকে রেলিটির শুভ সূচনা হয় এবং পুনরায় আই এম এ হাউসের সামনে এসে শেষ হয়। উপস্থিত ছিলেন ডঃ এস বি নাথ সহ অন্যান্যরা।

বেহাল দশা, ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ড্রেনগুলি দীর্ঘদিন ধরে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন না করার ফলে ড্রেনগুলোতে ময়লা জমে মশার প্রজনন ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এবিষয়ে হাসপাতাল আবাসনের বাসিন্দারা বলেন, তাদের খুব সমস্যা ভুগতে হচ্ছে। জঙ্গলের কারণে বিষাক্ত সাপ পর্যন্ত ঢুকে আসছে ঘরের ভেতর। পর্যাপ্ত জল নেই, আর পরিষ্কার করার কোনো উদ্যোগও নেওয়া হয় না। ড্রেনে ময়লা জমে মশার উৎপাত বেড়েই চলেছে। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনোরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। কয়েক বছর আগেও এই হাসপাতাল ছিল পুরো জেলার মানুষের কাছে চিকিৎসার একমাত্র নির্ভরযোগ্য জায়গা। কিন্তু বর্তমানে কৈলাসহরের এই মহকুমা হাসপাতাল যেন দপ্তরের কর্তাদের নজরের বাইরে চলে গেছে।

প্রসঙ্গত কৈলাসহরের রাজীব গান্ধী মহকুমা হাসপাতালের মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক হিসেবে পাপিয়া রুদ্র পাল দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে নজরদারি কমেছে মহকুমা হাসপাতাল ও হাসপাতাল চত্তরের অন্যান্য বিষয়ে। পাপিয়া রুদ্র পালের উদাসীনতার কারনেই মহকুমা হাসপাতালের এমন শোচনীয় অবস্থা বলেই অনেকের অভিমত। পাপিয়া রুদ্র পাল যেদিন থেকে মহকুমা হাসপাতালের দায়িত্ব পেয়েছেন।

সাক্ষাৎ বিরোধী দলনেতার

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ মৃতের পরিবারের। এমনকি তাঁরা জিতেন্দ্র চৌধুরীকে জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের কাছে মামলা করতে গেলেও পুলিশ এই মামলা হাতে নিতে অস্বীকার করে দেয়।

এদিন বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী সংবাদ প্রতিনিধিদের সম্মুখে বলেন, মৃতের পরিবার যেন ক্ষতিপূরণ পায় এবং এই ঘটনার সঠিক তদন্ত যেন করা হয় এই দাবি নিয়ে তিনি অর্থমন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায়ের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। তিনি আরো বলেন, নিহতের পরিবারের লোকজন কি চাইছেন এবং কেমন অবস্থায় আছেন সেটা দেখতেই এসেছিলেন। এই বিষয়ে সঠিক তদন্ত জরুরী, নয়তো সরকার মৃতের পরিবারকে কোনো রকম আর্থিক সাহায্য করতে পারবে না। তাই প্রথমে অর্থমন্ত্রীর সাথে দেখা করে পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীর সাথে এই বিষয় নিয়ে সাক্ষাৎ করবেন বলে জানান বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী।

ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে আইওএ দ্বারা অ্যাডহক কমিটি গঠন

নয়াদিল্লী, ৯ নভেম্বর: ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে এক বিবৃতি জারি করে এই বার্তা জানানো হয়েছে।

এদিনের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ত্রিপুরা স্টেট অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের একটি দীর্ঘকালের অধিভুক্ত সদস্য এবং বর্তমানে একটি সহযোগী সদস্য দ্বারা নেতৃত্বাধীন। তাঁরা হলেন সভাপতি গোপাল চন্দ্র রায়, সাধারণ সম্পাদক রূপক দেবরয় এবং কোষাধ্যক্ষ অম্লান চক্রবর্তী। গত এক বছর ধরে আইওএ ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের এবং রূপক দেবরয়ের বিষয়ে একাধিক অভিযোগ, পুলিশ তদন্ত এবং আদালতের আদেশ পেয়েছে।

উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি রূপক দেবরয়ের আগাম জামিন প্রত্যাখ্যান করেছে। ৩০ সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিশেষ জজ কর্তৃক একটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এবং রূপক দেবরয় সম্পর্কিত তথ্য এবং বিশদ দেখার পরে আইওএ কিছু বিষয়ের তীব্র নিন্দা করেছে। আইওএ ত্রিপুরায় অলিম্পিক আন্দোলন রক্ষা এবং ক্রীড়ার ধারাবাহিক বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণকে প্রয়োজনীয় মনে করেছে।

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে, অবিলম্বে, জন এফ. মার্শিলিংকে চেয়ারম্যান এবং রবার্ট রোমাওইয়া রয়তে এবং বামাং ট্যাগোকে সদস্য হিসাবে নিয়ে গঠিত একটি অ্যাডহক কমিটি এতদ্বারা নির্দেশ করা হল। ওই কমিটিকে সমস্যা সমাধানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেগুলো হল, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, এর সেক্রেটারি জেনারেল রূপক দেবরয় এবং জড়িত অন্যান্য সদস্যদের বিষয়ে উত্থাপিত বিষয়গুলির উপর ৩০ দিনের মধ্যে আইওএ-এর কাছে একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন জমা দিতে হবে, রাজ্য সরকারের সাথে পরামর্শ করে উত্তরাখণ্ডে আসন্ন ৩৮তম জাতীয় গেমসের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ক্রীড়াবিদদের নির্বাচন এবং কোচ/আধিকারিকদের মনোনয়নের তত্ত্বাবধান করা। পাশাপাশি, নির্বাচনের প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করা, ইলেক্টোরাল কলেজ চূড়ান্ত করা এবং একজন রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ কর, অ্যাডহক কমিটির মেয়াদ ২০২৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি এর মধ্যে শেষ হবে।

রাতের আঁধারে রাম ঠাকুর সেবা আশ্রমে দু:সাহিক চুরি

বিলোনিয়া, ৯ নভেম্বর: আবারও দুঃসাহসিক চুরি বিলোনিয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ ব্লকের অধীনে দক্ষিণ সোনাইছড়ি রাম ঠাকুর সেবা আশ্রমে। গতকাল গভীর রাতে আশ্রমের মূল মন্দির এর গ্রিল ভেঙে প্রনামি বাক্স সহ অন্যান্য সামগ্রী এবং তৎসঙ্গে মন্দিরের দুটি ঘরের তালা ভেঙ্গে বিভিন্ন সামগ্রী আলমারির লকার এবং টেবিলের তালা ভেঙে নগদ টাকা সহ বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায় চোরের দল। এবং বিভিন্ন জায়গায় কিছু টাকা-পয়সার ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলেও যায়। সকালের স্থানীয় জনগণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বিলোনিয়া থানায় খবর দেয়, পুলিশ গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে এই চুরির ঘটনায় গোটা দক্ষিণ সোনাইছড়ি এলাকায় চাঞ্চল্যের পাশাপাশি আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। মন্দিরের ক্যাশিয়ার বিশ্বেশ্বর দত্ত জানান প্রায় নগদ টাকা সহ এক লক্ষ টাকার সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল, তিনি আরো জানান সাম্প্রতিক কালের মধ্যে এই দক্ষিণ সোনাইছড়ি এলাকায় স্কুল সহ বেশ কিছু বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিলোনিয়া থানাতে জানানো হলেও কাজের কাজ এখনো পর্যন্ত কিছুই হয়নি, চোর ধরা তো দূরে থাক চুরি যাওয়া মাল ও উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ, এ নিয়ে এলাকায় চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে, মন্দির কমিটির ক্যাশিয়ার সহ এলাকাবাসী জানান বিশেষ করে নেশার সঙ্গে যুক্ত থাকা লোকজনেরাই এই ধরনের চুরির ঘটনার সাথে যুক্ত থাকতে পারে বলে ধারণা তাদের, এলাকায় নেশার বাড় বাড়ন্ত নিয়েও উদ্বিগ্ন বিভিন্ন মহলে। এলাকাবাসী চাইছে পুলিশ তদন্তক্রমে দ্রুত মন্দির সহ অন্যান্য চুরির ঘটনার সামগ্রী উদ্ধার করা এবং চোরদের আটক করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার, এখন দেখার বিষয় পুলিশ এই চুরির ঘটনায় কি ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করে।

কৃতীদেরকে সম্মাননা প্রদান

● আটের পাতার পর অ্যাসিস্টেন্ট গভর্নর রোটারিয়ান ডাঃ অচিন্ত্য ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ রাখেন ক্লাবের সভাপতি রোটারিয়ান হরি সাহা। সম্মাননা প্রদানের অনুষ্ঠানের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে বক্তব্য রাখেন ক্লাবের সেক্রেটারি রোটারিয়ান ডাঃ বিধান গোস্বামী। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিরা বিশেষ করে বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে ত্রিপুরার রোটারী ক্লাব আগরতলার বিভিন্ন ত্রাণ পরিষেবা নিয়ে সন্তোষ ব্যক্ত করেন এবং ভবিষ্যতে রোটারী ক্লাব আগরতলার আরও সাফল্য কামনা করেন। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য পেশ করেন রোটারিয়ান ডাঃ কিশোলয় ঘোষ। তাছাড়াও ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থিত থেকে এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলেন।

নিল দশম পড়ুয়ার প্রাণ

● প্রথম পাতার পর

যুবকের নাম আব্দুল ইমন মুস্তাক। ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গুরুতর আহত ৫

● প্রথম পাতার পর

প্রাথমিক চিকিৎসার পর চার জনকে ছেড়ে দেওয়া হলেও আশঙ্কাজনক অবস্থায় মনোজ কুমার লস্কর নামে দুর্ঘটনায় আহত এক ব্যক্তিকে আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়। ঘটনাস্থলে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। আহতরা হলো সঞ্চিতা শীল, চিত্রাছেত্রি লস্কর, প্রভাত চৌধুরী, মনোজ লস্কর, সুরেশ যাদব।

গুরুতর অপর মহিলা

● প্রথম পাতার পর

আমতলী থানায়। আমতলী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে গিয়ে কল্যাণী ঘোষ সহ ধারালো দা- টি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

এদিকে আহত মহিলার স্বামী বাসুদেব দত্ত আমতলী থানায় অভিযুক্ত কল্যাণী ঘোষের বিরুদ্ধে লিখিত মামলা দায়ের করেছেন। আমতলী থানার পুলিশ এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নথিভুক্ত করেছে। শনিবার বিকেলে অভিযুক্ত কল্যাণী ঘোষকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এই ধরনের ঘটনায় আমতলী বারুইপাড়া এলাকার লোকজন পুলিশের কাছে অভিযুক্ত কল্যাণী ঘোষের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

বেড়েছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

উপলক্ষে কমলাচাষীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন রাজেন্দ্র কলই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন সঞ্জিত কলই ও মেরিকন্যা কলই। উপস্থিত অতিথিগণ তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

ক্রীড়াঙ্গন

কুচবিহার ট্রফি : অর্কজিৎ ৯ উইকেট পেলেও পরাজয় দিয়ে শুরু ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পরাজয় দিয়ে শুরু ত্রিপুরা দলের। তাও ২৪৬ রানের বড় ব্যবধানে। পন্ডিচেরির বিরুদ্ধে পরাজিত ত্রিপুরা। প্রথম ইনিংসে পন্ডিচেরি আশাব্যাঞ্জক রান সংগ্রহ করতে পারেনি বলে রক্ষা পেয়েছে ত্রিপুরা। অন্যথায় ইনিংস সহ জয় ছিনিয়ে বোনাস সহ ৭ পয়েন্ট পকেটে নিয়ে পন্ডিচেরি ঘরে ফিরতো।

বিসিসিআই আয়োজিত কুচবিহার ট্রফি বালকদের অনূর্ধ ১৯ চার দিনের ম্যাচে পন্ডিচেরি এখানকার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সফরকারি পন্ডিচেরি ২৪৬ রানে ত্রিপুরা কে পরাজিত করেছে। এর সুবাদে পন্ডিচেরি ৬ পয়েন্ট পেয়েছে।

প্রথম রাউন্ডের খেলায় মনিপুর আট উইকেটের ব্যবধানে সিকিমকে এবং মিজোরাম ৮ উইকেটের ব্যবধানে অরুণাচল প্রদেশকে পরাজিত করে ৬ করে পয়েন্ট পেলেও রান রেট এর নিরিখে পন্ডিচেরি শীর্ষে রয়েছে। উল্লেখ্য, পন্ডিচেরীর প্রথম ইনিংসে সংগৃহীত ১৪৭ রানের জবাবে ত্রিপুরার প্রথম ইনিংস ৮২ তেই থেমে যায়। ৬৫ রানে লিড নিয়ে পন্ডিচেরি দ্বিতীয় ইনিংসে ৩১৭ রান সংগ্রহ করলে, জবাবে ত্রিপুরার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ১৩৬ রানে। বোলিংয়ে রাজ্য দলের অর্কজিৎ রায় ২ ইনিংসে ৯টি উইকেট পেয়েছে।

বাধারঘাটে প্রাইজমানি নকআউট ফুটবল শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। প্রতিক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শুরু হলো দশরথ দেব গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাবের উদ্যোগে শিবনাথ দে স্মৃতি ফাইভ এ সাইড প্রাইজমানি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। বাধারঘাটে দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে অংশ নেয় মোট কুড়িটি দল। টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে প্রদান করা হবে সুদৃশ্য ট্রফি সহ যথাক্রমে ৭০০০ ও ৫০০০ টাকা। শনিবার সকালে দুই দিন ব্যাপী আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আগরতলা পৌর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সচিব অমিত চৌধুরী, ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী, ট্রাফিক এসপি মানিক দাস, জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ সহ আয়োজক গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাবের কর্মকর্তারা।

দুদিনের এই টুর্নামেন্টকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে লক্ষ্য করা গেল ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে এদিন পৌরনিগমের মেয়র শ্রীমতি দাস দত্ত বলেন, রাজ্যের এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো নেশা। এতে করে বিপথে পরিচালিত হচ্ছে যুবসমাজ। তাই যুব সমাজকে সুস্থ রাখতে ময়দান মুখী করতে হবে।

বলরামজী দাস ট্যান্ডন স্মৃতি ক্রিকেটে দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় অধরা ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পরাজিত ত্রিপুরা। সেমিফাইনালে খেলার আশা এখনও জিইয়ে রয়েছে। তবে বিষয়টা অনেকটা কঠিন। কেননা পরবর্তী ম্যাচে ত্রিপুরাকে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে সরাসরি জয়ী হতে পারলে, তবেই একমাত্র সেমিফাইনালে খেলার সুযোগ পাবে ত্রিপুরা দল। বলা হচ্ছে ইউনিয়ন টেরিটরি ক্রিকেট এসোসিয়েশন অব চন্ডিগড় আয়োজিত চতুর্থ বলরামজী দাস ট্যান্ডন মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নিয়ে।

দ্বিতীয় ম্যাচে আজ, শনিবার চন্ডিগড় বি দল ১৪২ রানের বড় ব্যবধানে ত্রিপুরা কে পরাজিত করেছে। পুরো টুর্নামেন্ট দুদিনের দুই ইনিংসের করে হলেও আজ, ত্রিপুরা ও চন্ডিগড় বি-এর ম্যাচটি ছিল ব্যতিক্রমী ৫৫ ওভারের। টস জিতে আয়োজক দল চন্ডিগড় বি প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫৫ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ২৫৫ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অর্জুনবির সিং এর ৯৮ রান এবং ঋত্বিক শূরের ৫০ রান উল্লেখযোগ্য।

ত্রিপুরা দলের মাহিন চৌধুরী ৫৯ রানে তিনটি এবং পৃথ্বীরাজ গোপ ৫১ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরার ব্যাটার্সরা ৪০.৩ ওভার খেলে ১১৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

সিদ্ধার্থ দেবনাথ সর্বাধিক ৩২ রান পেয়েছে।

১৪২ রানে জয়ী হয়ে চন্ডিগড় বি ৬ পয়েন্ট পেয়েছে। এর সুবাদে মোট ৭ পয়েন্ট এর সৌজন্যে চন্ডিগড় বি দল পুল বি-তে আপাতত পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে। আগামীকাল থেকে গ্রুপ লীগের শেষ দুদিনের ম্যাচে চন্ডিগড় এ খেলবে মিজোরামের বিরুদ্ধে। হিমাচল প্রদেশ খেলবে জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে। ত্রিপুরা পাঞ্জাবের ম্যাচ রয়েছে। পাশাপাশি চন্ডিগড় বি খেলবে দিল্লির বিরুদ্ধে।

রাজ্যভিত্তিক ট্রাইথলন সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। রাজধানী আগরতলা উমাকান্ত সুইমিং পুলে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হল রাজ্যভিত্তিক ট্রাইথলন চ্যাম্পিয়নশিপ। ত্রিপুরা ট্রাইথলন এসোসিয়েশনের উদ্যোগে গতকাল থেকে শুরু হয় দুই দিনের এই প্রতিযোগিতা। তাতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় শতাধিক খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা হয় সাব জুনিয়র, জুনিয়র এবং সিনিয়র বালক ও বালিকা বিভাগে। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়েই শনিবার সম্পন্ন হয় দুই দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার শেষে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চারটি গ্রুপে প্রথম তিন স্থানাধিকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার ও শংসাপত্র। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দ্রোণাচার্য পুরস্কার জয়ী বিশ্বেশ্বর নন্দী, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের আধিকারিক অপুরায়, ত্রিপুরা ট্রাইথলন এসোসিয়েশনের সম্পাদক অমিয় কুমার দাস সহ আরো অনেকে।

বিপর্যয়ের পর গম্ভীরের ডানা ছাঁটাই, ভারতীয় ক্রিকেট ফিরছে পুরনো 'বাবু' সংস্কৃতিতে!

চাহিদার শেষ নেই। গৌতম গম্ভীরের একের পর এক চাহিদা মেটাতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে একাধিক বার প্রথা বদলাতে হয়েছে। বেশ কিছু পরিবর্তন দেখেছে ভারতীয় ক্রিকেট। চার মাস যেতে না যেতেই আরও এক বদলের দাবি উঠেছে গম্ভীর বদল। এ দেশের ক্রিকেটে এত তাড়াতাড়ি কোচ সরানোর দাবি আগে কখনও ওঠেনি।গম্ভীরের চাহিদাগুলো দেখে মনে হয়েছিল, ব্যতিক্রমী চরিত্র থেকে বেরিয়ে এসে ভারতীয় ক্রিকেট মেসি-রোনাল্ডোদের পেশাদার ফুটবলের পথে পা মেলাবে। বোর্ড কর্তা-নির্বাচকদের সরিয়ে অন্তত এক জন কেউ ক্রিকেটীয় সিদ্ধান্তগুলো নিজে নেবেন। কিন্তু নিউ জিল্যান্ড সিরিজে ভরাডুবির পর ভারতীয় ক্রিকেট আবার খুব শীঘ্রই ফিরবে বাবু সংস্কৃতিতে। ছাঁটা হচ্ছে গম্ভীরের ডানা। তাঁর একার হাতে আর ছাড়া হবে না রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের দায়িত্ব।

আর্জেন্টিনা কোন কোন ফুটবলারকে বিশ্বকাপের দলে রাখবে তা বেছে নেন কোচ লিয়োনেল স্কালোনি। বা ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড কোন কোন ফুটবলারকে বাছবে সেটা ঠিক করেন ম্যানেজার। এমনটাই ফুটবলের ক্ষেত্রে প্রথা। ক্রিকেটে সেটা হয় না। সেখানে দল নির্বাচনে কোচের থাকার নিয়ম নেই। কিন্তু গম্ভীরের ক্ষেত্রে সেই নিয়ম মানা হয়নি। অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের কোন দল যাবে তা বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে নাক গলিয়েছেন গম্ভীর। না হলে কেকেআরের হর্ষিত রানার হয়তো এখনই দলে ঢোকা হত না।

কোচ হওয়ার আগে থেকেই গম্ভীর শর্ত চাপিয়েছিলেন। সেটা ছিল সাপোর্ট স্টাফ বা সহকারীদের নিয়ে। গম্ভীরের শর্ত ছিল, তাঁর পছন্দ মতো সহকারী কোচদের নিতে হবে। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং কোচের ব্যাপারে কারও অনুরোধ বা সুপারিশ তিনি শুনবেন না। ভারতীয় বোর্ড বিদেশি কোচ নেওয়ার ব্যাপারে একেবারেই রাজি ছিল না। কিন্তু গম্ভীরের শর্ত মেনে তাঁর সহকারী হিসাবে নেওয়া হয় রায়ান টেন দুশখতেকে। বোলিং কোচ করা হয় মর্নি মর্কেলকে। বোর্ড জাহির খানকে বোলিং কোচ হিসাবে চেয়েছিল। কিন্তু গম্ভীর তা মানেননি। তিনি নিজের পছন্দের বোলিং কোচকেই দলে নেন। অনেক টালবাহানার পর বোর্ড তা মেনে নেয়। যে কারণে সহকারী হিসাবে বাকিদের নাম ঘোষণা করতে সময় লেগেছিল বোর্ডের। ফিল্ডিং কোচ হিসাবে গম্ভীরের পছন্দ ছিলেন জন্টি রোডস। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতীয় বোর্ড টি দিলীপকেই রেখে দেয়। এই একটা ক্ষেত্রেই গম্ভীরের দাবি মেনে নেয়নি বোর্ড। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্ল আনন্দবাজার অনলাইনকে বললেন, "এক সময় গম্ভীর নিজেই ভারতীয় কোচ নেওয়ার কথা বলত। কিন্তু নিজে কোচ হওয়ার পর বিদেশিদের নিল সহকারী হিসাবে। ভারতের ক্রিকেট বিদেশিদের পক্ষে বোঝা কঠিন। ভারতীয় কোচই প্রয়োজন। মর্কেল বা দুশখতে ভারতীয় ক্রিকেটের কতটা উন্নতি করতে পারবে তা নিয়ে সন্দেহ আছে। ওদের এখনই সরিয়ে দেওয়া উচিত।"

গম্ভীরের সর্বশেষ আবদার ছিল, নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি টস্টে কী ধরনের পিচ হবে তা তিনি বেছে দেবেন। সেই দাবিও মানা হয়েছিল। ফল তিনটি টেস্টে গো-হারা হার। প্রথম বার ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জেতার নজির গড়ে কিউয়িরা। যারা অন্তত একটি টেস্ট যাতে ড্র করতে পারে, সেই লক্ষ্য নিয়ে এসেছিল। কিন্তু ভারত ১২ বছর পর ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ হারে। ২৪ বছর পর টেস্টে চুনকাম হয়।

আর তাই প্রশ্নের মুখে গম্ভীর। কোচ বদলের দাবি।

কী কী ভুল করেছেন গম্ভীর

এক, রাহুল দ্রাবিড় কোচ থাকার সময় ঘরের মাঠে ঘূর্ণি পিচ বানানো বন্ধ করে দিয়েছিল ভারত। কিন্তু পুণে এবং মুম্বইয়ে গম্ভীর ঘূর্ণি পিচ বানানোর নির্দেশ দেন। সূত্রের খবর, গম্ভীরের সেই সিদ্ধান্ত দলের অনেকেই মানতে পারেননি। বোর্ডের অনেক কর্তাই সেই সিদ্ধান্ত শুনে চমকে গিয়েছিলেন। কারণ ভারতীয় ব্যাটারদের স্পিন বোলিংয়ের বিরুদ্ধে দুর্বলতা বার বার প্রকট হয়েছে। এ বার গম্ভীর এবং বাকি সাপোর্ট স্টাফদের প্রশ্ন করা হবে আগামী দিনে তারা কী ভাবে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন।

দুই, প্রশ্ন উঠছে ব্যাটিং অর্ডার নিয়েও। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে শুভমন গিল খেলতে পারেননি। সেই ম্যাচে বিরাট কোহলিকে তিন নম্বরে নামিয়ে দেয় ভারত। কিন্তু তিনি সেই জায়গায় খেলতে অভ্যস্ত নন। লোকেশ রাহুলকে তিন নম্বরে পাঠিয়ে পরীক্ষা করা যেত। তিনি এর আগে টেস্টে ওপেন করেছেন। ফলে তিন নম্বরে খেলতে হলে খুব সমস্যায় পড়তে হত না তাঁকে। আবার মুম্বইয়ে সরফরাজকে নামানো হয় রবীন্দ্র জাডেজার পরে। এতটা নীচে তাঁকে কেন নামানো হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

তিন, শুধু দেশের মাটিতে ঘূর্ণি উইকেট বানিয়ে বিপদ ডেকে আনা বা ব্যাটিং অর্ডার পাল্টে দেওয়া নয়, বেঙ্গালুরুতে টস জিতে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারত। সেই দায়ও এড়িয়ে যেতে পারবেন না কোচ গম্ভীর। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পিচ বুঝতে ভুল করেছিল ভারত। বেঙ্গালুরুর মেঘলা আবহাওয়ায় টস জিতে রোহিত শর্মার ব্যাট করার সিদ্ধান্ত তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। পরে রোহিত স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে তিনি পিচ বুঝতে পারেননি। সেই দায় কোচেরও। কারণ অধিনায়ক যদি ভুল করেনও সেটা শুধরে দেওয়ার দায়িত্ব তো কোচের। যে কোচ নিজের সহকারী বেছে নেওয়ার জন্য বোর্ডকে শর্ত দেন, দল নির্বাচনে নাক গলান, তিনি টস জিতে অধিনায়ক কী করবেন সেটা বলে দেবেন না? আগামী দিনে তাই বোর্ডের প্রশ্নের মুখে পড়তে হতেই পারে গম্ভীরকে।

গম্ভীরের চাহিদা

কোচ হওয়ার পর বোর্ডকে পাঁচটি শর্ত দিয়েছিলেন গম্ভীর।

প্রথম শর্ত: ভারতীয় দলের ক্রিকেট সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় থাকবে তাঁর নিয়ন্ত্রণে। বিসিসিআই কর্তাদের কোনও হস্তক্ষেপ তিনি মানবেন না।

দ্বিতীয় শর্ত: নিজের পছন্দ মতো সহকারী কোচদের বেছে নিতে দিতে হবে। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং কোচের ব্যাপারে কারও অনুরোধ বা সুপারিশ তিনি শুনবেন না।

তৃতীয় শর্ত: এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র জাডেজা এবং মহম্মদ শামিকে। চার সিনিয়র ক্রিকেটারের জন্য ভারতীয় দলের দরজা তিনি ওই প্রতিযোগিতা পর্যন্ত খোলা রাখবেন। তাঁরা যদি ভারতীয় দলকে চ্যাম্পিয়ন করতে না পারেন, তা হলে বাদ পড়তে হবে।

চতুর্থ শর্ত: টেস্ট এবং সাদা বলের ক্রিকেটের জন্য পৃথক দল চাই তাঁর। ক্রিকেটারদের চাপ এবং দক্ষতার কথা বিবেচনা করে দল নির্বাচন হবে।

পঞ্চম শর্ত: এখন থেকেই ২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপের পরিকল্পনা তৈরি করে কাজ করতে দিতে হবে। দলকে বিশ্বকাপের জন্য তৈরি করাই হবে তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

এই সব শর্তের অনেকগুলিই মেনে নেয় বোর্ড। যেমন টি-টোয়েন্টি এবং টেস্ট দলে সম্পূর্ণ আলাদা দল খেলানো হচ্ছে। সহকারীদের গম্ভীর নিজে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু ফল পাচ্ছে না ভারত। ঘরের মাঠে হারতে হচ্ছে। তাই ২০২৫ বা ২০২৭ সালে কী হবে তা এখনই বলা কঠিন। তত দিন গম্ভীর কোচ থাকবেন তো?

গম্ভীরকে নিয়ে ভয় ১৬ বছর আগে

গম্ভীর ভারতের কোচ হওয়ার পর ভয় পেয়েছিলেন প্যাডি আপটন। ১৬ বছর আগে ভারতীয় দলে গম্ভীরের সঙ্গে মেন্টাল কন্ডিশনিং কোচ হিসাবে কাজ করেছেন আপটন। তিনি খুব ভাল ভাবেই চেনেন ভারতীয় দলের বর্তমান কোচকে। নিজের বইয়ে আপটন লিখেছেন, "গম্ভীরের জন্য আমি নিজের সেরাটা দিয়েছিলাম। কিন্তু এত খারাপ রেজাল্ট কখনও পাইনি। ২০০৯ সালে আইসিসি-র বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটারের পুরস্কার পাওয়া সেই লোকটাকে নিয়েই সবচেয়ে খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি যাদের সঙ্গে কাজ করেছি তাদের মধ্যে মানসিক ভাবে সবচেয়ে নেতিবাচক এবং নৈরাশ্যবাদী লোকটার নাম গৌতম গম্ভীর।"

কেন এমন মনে হয়েছিল, পঞ্চাশোর্ধ ভদ্রলোক তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। লিখেছেন, "নিরাপত্তাহীনতা, সন্দেহ এগুলো সারা ক্ষণ ওর মধ্যে চেপে বসে থাকত। সব সময় একটা নড়বড়ে ভাব। এত নেতিবাচক লোক আমি আর দেখিনি। ও যাতে একটু পজিটিভ, একটু আশাবাদী হয়, তার জন্য নিজের যাবতীয় বিদ্যাবুদ্ধি প্রয়োগ করে সব রকম চেষ্টা করেছিলাম। এক বছরে টিম বাসে ওকে নিয়ে অন্তত ১৫ বার বসেছি। কোনও লাভ হয়নি। গম্ভীরকে বদলাতে পারিনি।"

গম্ভীর কখনও তারকা নন

খেলোয়াড় জীবনে গম্ভীর কখনও তারকা হয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর সিনিয়র হিসাবে দলে ছিলেন সচিন তেন্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়েরা। ক্রিকেটার হিসাবে গম্ভীর কখনও তাঁদের ছাপিয়ে যেতে পারেননি। আবার তাঁর সমসাময়িক মহেন্দ্র সিংহ ধোনির থেকেও তারকা তকমা ছিনিয়ে নিতে পারেননি। বরং ২০০৭ বা ২০১১ সালের বিশ্বকাপ জয়ের পর ধোনিকে নিয়ে যখন দেশ লাফাচ্ছে, তখন গম্ভীর বার বার তাঁর নিজের কৃতিত্বের কথা ফলাও করেছেন। ধোনির ম্যাচ জেতানো ছক্কা সম্পর্কে গম্ভীর বলেছিলেন, "একটা ছয় ম্যাচ জেতায়নি।" অবশ্যই জেতায়নি, কিন্তু তাই বলে ধোনির কৃতিত্ব ছোট করে দেখানোর প্রয়োজন ছিল কি?

গম্ভীর অবসর নিয়েছেন ২০১৬ সালে। তত দিনে ভারতীয় দলে তারকার সম্মান পেয়ে গিয়েছেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা। গম্ভীর ক্রিকেট জীবনে দেশের অন্যতম সফল ওপেনার হিসাবেই রয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজের ওপেনিং পার্টনার বীরেন্দ্র সহবাগকেও কখনও ছাপিয়ে যেতে পারেননি। আর নিজে তারকা হয়ে উঠতে না পারলে তারকাদের সামলানো কিছুটা কঠিন হয়। প্রাক্তন কোচ দ্রাবিড় যে মাপের ব্যাটার ছিলেন, গম্ভীর সেটা নন।

গ্রেগের বিকল্প হয়তো দিমি, ইঙ্গিত মলিনার

ছটপুজো উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ধর্মতলা থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত রাস্তায় বাঁশের ব্যারিকেড, গার্ডরেল দিয়ে রেখেছিল পুলিশ। আর তাতেই মোহনবাগান মাঠে প্রবেশ করতে গিয়ে পথ হারালো দিমিত্রি পেত্রাতস, জেমি ম্যাকলারেন, নুনো রেইসদের গাড়ি।তবে রবিবার ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে কিন্তু পথ হারাতে একেবারেই রাজি নন মোহনবাগান কোচ হোসে মলিনা। এ দিন বেশিক্ষণ অনুশীলন হয়নি। তবে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের চিন্তায় রাখবে মাঝমাঠের প্রাণভ্রমরা গ্রেগ স্টুয়ার্টের অনুশীলন না করা। এ দিন থেকেই অনুশীলন করার কথা থাকলেও শারীরিক কসরতের পরে সাইডলাইনে রিহ্যাব করলেন স্কটিশ তারকা। ফিজিয়োর সঙ্গে অনেকটা সময় কাটালেন। হায়দরাবাদ এফসির বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি আপুইয়া। ওড়িশা ম্যাচে হয়তো তিনি দীপক টাংরির জায়গায় শুরু করবেন।গত তিন ম্যাচে মোহনবাগানের রক্ষণ একটিও গোল না খাওয়ায় ফুরফুরে মেজাজেই রয়েছেন মলিনা। সবুজ-মেরুন অন্দরমহলের খবর, গ্রেগের পরিবর্ত হিসেবে ইতিমধ্যেই দিমিত্রি পেত্রাতসকে তৈরি রাখা হয়েছে। তাই গ্রেগকে নিয়ে অযথা ঝুঁকি নেওয়া হবে না। হয়তো পরিবর্ত হিসেবে নামতে পারেন তিনি।এ দিকে কেরল ব্লাস্টার্সকে ১-২ ফলে হারিয়ে আইএসএলে দ্বিতীয় জয় পেল হায়দরাবাদ এফসি।

নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিপর্যয়ের পর ছুটি কাটাচ্ছেন কোহলি, কোথায় গেলেন স্ত্রী অনুষ্কাকে নিয়ে?

নিউ জিল্যান্ড সিরিজ শেষ, এ বার লক্ষ্য অস্ট্রেলিয়া। মাঝে কিছুটা সময় বিরতি পেয়েছেন বিরাট কোহলি। স্ত্রী অনুষ্কা শর্মাকে নিয়ে তিনি গেলেন দোসা খেতে। মুম্বইয়ের একটি রেস্তরাঁতেই গিয়েছিলেন তাঁরা।স্ত্রী অনুষ্কাকে নিয়ে রেস্তরাঁয় গিয়ে শুধু খাওয়াই নয়, সেখানকার কর্মীদের সঙ্গে ছবিও তুলেছেন তিনি। সেই রেস্তরাঁর জন্য একটি টুপিতে সই করেছেন বিরাট এবং অনুষ্কা। রেস্তরাঁর তরফে বিরাটদের ছবি পোস্ট করা হয়। সেখানে কর্মীদের সঙ্গে বিরাটদের যে ছবি পোস্ট করা হয়েছে, তাতে এক জনের ছবি প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগ করা হয়েছে। রেস্তরাঁর তরফে জানানো হয়েছে, ওই কর্মীর ছুটি ছিল। সেই জন্য মন খারাপ ছিল তাঁর। রেস্তরাঁর তরফে তাই তাঁর ছবি যোগ করে ছবি পোস্ট করা হয়েছে।বলি অভিনেত্রী যে মুম্বইয়ে রয়েছেন তা কিছু দিন আগেই জানা গিয়েছিল। মুম্বইয়ের জুহু সৈকতের ছবি দিয়েছিলেন তিনি। অনুষ্কা দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন লন্ডনে। সেই সময় বিরাটও সেখানে ছিলেন। সন্তানের জন্মের পর থেকে অনুষ্কা লন্ডনেই ছিলেন। বিরাট খেলার জন্য শ্রীলঙ্কা গিয়েছিলেন। তার পর আবার লন্ডনে ফিরে যান। পরে খেলার জন্য দেশে ফিরেছিলেন তিনি।অনুষ্কা বেশ কিছু বছর ধরেই বলিউডের বাইরে। অভিনয় করছেন না। খুব একটা ছবি করার দিকে আগ্রহ নেই বলেও জানান তিনি। পরিবারের সঙ্গেই সময় কাটাতে চান বলে জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী। লন্ডনে থাকার কিছু সুবিধা আছে বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, "ওখানে আমাদের কেউ চিনতে পারে না। সাধারণ মানুষের মতো থাকতে পারি। ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। রাস্তায় বেরলে মানুষ আমাকে চিনতে পারছে না, এটা বিরাট পাওয়া।" বিরাটের বাড়ি দিল্লিতে। মুম্বইয়েও বাড়ি রয়েছে তাদের। লন্ডনের একটি সংস্থার মালিক বিরুষ্কা। আগামী দিনে তাঁরা লন্ডনেই থাকবেন বলেও শোনা গিয়েছে।

চোট সারিয়ে এক বছর পর ফিরেই আবার চোট, এ বার কত দিনের জন্য মাঠের বাইরে নেমার?

মরসুমের বেশির ভাগ সময় চোটের কারণে খেলাই হয় না নেমারের। ইউরোপিয়ান ফুটবল থেকে সরে এসেছেন। খেলেন সৌদি আরবের আল হিলালের হয়ে। কিন্তু প্রায় এক বছর পর চোট সারিয়ে মাঠে ফিরে আবার চোট পেলেন নেমার। এই বছর ডিসেম্বরের আগে তাঁর মাঠে ফেরা কঠিন।গত সোমবার আল হিলালের হয়ে খেলতে নেমেছিলেন নেমার। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিটের ম্যাচে তাঁদের প্রতিপক্ষ ছিল ইরানের ক্লাব এস্টেঘলাল। এক বছর পর চোট সারিয়ে সেই ম্যাচে খেলতে নেমেছিলেন নেমার। বার্সেলোনার প্রাক্তন ফুটবলারকে ৫৮ মিনিটে নামানো হয়েছিল। কিন্তু মাঠে ফেরাটা খুব সুখের হল না তাঁর জন্য। আবার চোট পান তিনি। আল হিলালের কোচ জর্জ জেসুস জানিয়েছেন আগামী দু'সপ্তাহ তাঁকে পাওয়া যাবে না। জেসুস বলেন, "খুব সাধারণ চোট নয়। পেশিতে চোট পেয়েছে নেমার। হাঁটুতে কোনও সমস্যা নেই। দু'সপ্তাহ খেলতে পারবে না ও।" নেমারও সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, "আশা করছি বড় কিছু হয়নি। এক বছর খেলা থেকে দূরে থাকলে এমনটা হওয়া স্বাভাবিক। চিকিৎসকেরা আমাকে সাবধান করেছিলেন। আগামী দিনে মাঠে নামলে আমাকে আরও সচেতন হতে হবে।"অন্য একটি সূত্রে খবর, নেমারের চোট খুব ছোট নয়। যে কারণে এখনই তাঁকে সৌদি প্রো লিগের দ্বিতীয় পর্বের জন্য রেজিস্টার করাবে না আল হিলাল। সৌদি প্রো লিগের জন্য ১০ জন বিদেশি ফুটবলারকে সই করাতে পারে ক্লাবগুলি। আল হিলাল ইতিমধ্যেই ১০ জনকে নিয়ে নিয়েছে। নেমারের সঙ্গে আল হিলালের ২০২৫ পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে। প্রতি সপ্তাহে নেমারের আয় প্রায় ২২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। আগামী দিনে তাঁকে দলে রাখা হবে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। আল হিলালে আসার পর থেকে এখনও পর্যন্ত মাত্র সাতটি ম্যাচ খেলেছেন নেমার।

চার মাসেই বিরক্ত এমবাপে, মাদ্রিদে আর মন টিকছে না ফরাসি অধিনায়কের, দলে নিজের জায়গা পাচ্ছেন না

প্যারিস সঁ জরমঁ ছেড়ে কিলিয়ান এমবাপের রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়া এই মরসুমে ফুটবল বিশ্বের অন্যতম চর্চিত দল বদল। কিন্তু চার মাস যেতে না যেতেই স্পেনের ক্লাবে বিরক্ত হয়ে গেলেন ফ্রান্সের ফুটবল অধিনায়ক। তিনি নিজের পছন্দের জায়গায় খেলতে পারছেন না। তাতেই সমস্যা হচ্ছে।সাধারণত এমবাপে খেলেন আক্রমণভাগের বাঁ প্রান্তে। ফুটবলের পরিভাষায় যাকে লেফট উইং বলা হয়। কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদে সেই জায়গায় খেলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র। এমবাপে মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার আগে থেকেই ভিনি সেখানে খেলছেন। কোচ কার্লো অ্যান্সেলোত্তি এমবাপেকে খেলাচ্ছেন মাঝ খানে। মূল স্ট্রাইকার হিসাবে। সেটা মেনে নিতে পারছেন না বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার। এই মরসুমে সাতটি গোল করে ফেলা এমবাপে এখনও দলকে অপরাজেয় করতে পারেননি। বরং চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দু'টি ম্যাচ হারতে হয়েছে মাদ্রিদকে। লা লিগায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার বিরুদ্ধে হারতে হয়েছে ০-৪ গোলে। সমর্থকেরাও এমবাপেকে নিয়ে খুশি হতে পারছেন না।

এক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দাবি মাদ্রিদে এমবাপে বিরক্ত এবং নিজেকে দলের স্ট্রাইকার হিসাবে দেখছেন না তিনি। এমবাপে সেন্টার ফরওয়ার্ড হিসাবে খেলতেও রাজি নন। কিন্তু কোচের কিছু করার নেই। কারণ ভিনি এবং এমবাপে একই ধরনের ফুটবলার। ভিনিকে সেন্টার ফরওয়ার্ড হিসাবে খেলাতে রাজি নন কোচ। ডান প্রান্তে খেলতে স্বচ্ছন্দ নন ভিনি। তাই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এমবাপেকেই।রিয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন ফুটবলার করিম বেঞ্জেমা এক সময় দলের স্ট্রাইকার হিসাবে খেলতেন। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর প্রাক্তন সতীর্থ বলেন, "এমবাপে সেন্ট্রাল ফরওয়ার্ড নয়। তাতেই সমস্যা হচ্ছে। সেই জায়গায় তাঁকে খেলানো হচ্ছে। কিন্তু ওটা ওর জায়গা নয়। মাদ্রিদে বাঁ প্রান্তে যে খেলে, সেই ভিনিসিয়াস আবার এমবাপের মানের ফুটবলার। তাঁকেও ডান প্রান্তে বা মাঝ খানে খেলানো সম্ভব নয়। আর বাঁ প্রান্তে খেললে ভিনি দলকে অনেক সুন্দর মুহূর্ত উপহার দিয়েছে। কিন্তু এমবাপেও সেন্ট্রাল ফরওয়ার্ড নয়। ওর উপর প্রত্যাশার চাপও রয়েছে। এই চাপ প্যারিসে ছিল না।"লা লিগায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার সঙ্গে ন'পয়েন্টের তফাত। শনিবার ওসাসুনার বিরুদ্ধে মাদ্রিদের পরবর্তী ম্যাচ।

সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে রাজ্যের অন্তিম জনপদের মানুষের কাছে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৯ নভেম্বর: জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রোগ প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার একসাথে কাজ করছে। রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে রাজ্যের অন্তিম জনপদের মানুষের কাছে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। আজ আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজের কে এল এস অডিটোরিয়ামে অ্যাসোসিয়েশন অব সার্জন অব ইন্ডিয়ার ত্রিপুরা স্টেট চ্যাপ্টারের দু''দিনব্যাপী ১৮-তম বার্ষিক রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাজ্যের চিকিৎসকগণ মেধা ও দায়বদ্ধতায় কোন অংশেই কম নন। এই দুইয়ের সমন্বয়ের ফলেই বহিরাজ্যে চিকিৎসার জন্য যাওয়ার সংখ্যা এখন হ্রাস পেয়েছে। ত্রিপুরায় নতুন নতুন স্পেশালিস্ট পরিষেবা চালু হয়েছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহ অন্যান্য চিকিৎসকদের নিয়োগ করা হচ্ছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে রাজ্যে বিনিয়োগের জন্য এখন বহিরাজ্যের প্রায় ৮টি বড় বড় সংস্থা এগিয়ে আসছে।

সম্মেলনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে স্থিতিশীল সরকার এবং আইন শৃঙ্খলা ভাল থাকার কারণেই বিনিয়োগের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। রাজ্যে সফলভাবে কিডনি প্রতিস্থাপন হয়েছে। আগামীদিনে লিভার প্রতিস্থাপনের বিষয়েও চিন্তাভাবনা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমস্ত ধরণের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের নিয়েই রাজ্য সরকার পরিষেবা ও পরিকাঠামোর উন্নয়ন করতে চায়। সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সাফল্যের বিষয়গুলিও তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী অ্যাসোসিয়েশন অব সার্জন অব ইন্ডিয়ার ত্রিপুরা চ্যাপ্টারের কাজকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন ও আগামীদিনে জনকল্যাণে এই ধরণের উদ্যোগ জারি রাখার আহ্বান জানান। সম্মেলন উপলক্ষে একটি স্মরণিকারও উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিগণ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. সঞ্জীব দেববর্মা, এজিএমসি''র অধ্যক্ষ ডা. অনুপ কুমার সাহা প্রমুখ। সম্মেলনে প্রবীন চিকিৎসক ডা. অমরেন্দ্র দেববর্মাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলন আয়োজন কমিটির সভাপতি ডা. দামোদর চ্যাটার্জি এবং সভাপতি ডা. সুনীল কুমার ঘোষ। বহিরাজ্যের বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক ডা. জি সিদ্ধেশ্বর সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বাড়ি ফিরলো নিখোঁজ ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে প্রায় ১ মাস বাদে নিখোঁজ কিশোরী মেয়েকে কাছে পেলেন মা বাবা। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার কঠোর নির্দেশের পর পরই নিখোঁজ ছাত্রীকে উদ্ধারে তৎপর হয় পুলিশ। এরপরই দ্রুত নিখোঁজ ছাত্রীকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া থানা এলাকায় এই ঘটনা।

বরাবরই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা নিয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও তিনি। স্বাভাবিকভাবেই আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কোন ধরণের ঢিলেমি বরদাস্ত না করার আদেশ দিয়েছেন তিনি।

যে কারণে পুলিশও আইন শৃঙ্খলা ও শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় তৎপর হয়ে উঠে। আর এবার এক নিখোঁজ মেয়েকে দ্রুত উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দিয়ে অসহায় মা বাবার মুখে হাসি ফোটালেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রে জানা যায়, সোনামুড়া থানা এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দশম শ্রেণীতে পাঠরত এক ছাত্রী নিখোঁজ হয়ে যায়। গত ৮ অক্টোবর থেকে নিখোঁজ ছিল এই ছাত্রী। যথারীতি ঘটনাটি নিয়ে পুলিশকেও অবহিত করেন ওই ছাত্রীর অভিভাবকগণ। এরমধ্যে গত ৬ নভেম্বর নিখোঁজ ছাত্রীর বাবা মেয়েকে খুঁজে পাওয়ার আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাপ্তাহিক কার্যক্রম "মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু"তে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হন।

পুরো বিষয়টি জানার পরই মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা তৎক্ষনাৎ সিপাহীজলা জেলা সুপারকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেন। এরপরই পুলিশ দ্রুত তদন্ত সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জানা যায়, বৃহস্পতিবারই পুলিশ নিখোঁজ ছাত্রীকে উদ্ধার করে মা বাবার হাতে তুলে দেয়। এতে মুখে হাসি ফুটে অসহায় পরিবারটির।

ত্রিপুরা থেকে সুপারি রপ্তানির ক্ষেত্রে অসমে দফায় দফায় কাঠমানি নেওয়ার অভিযোগ

আগরতলা, ৯ নভেম্বর: অসমে সুপারি সিন্ডিগেইটের বাড়বাড়ন্তে বিপাকে ত্রিপুরার সুপারি চাষী ও ব্যাবসায়ীরা। ত্রিপুরা থেকে সুপারি রপ্তানির ক্ষেত্রে অসমে দফায় দফায় কাঠমানি নেওয়ার অভিযোগ তুললেন রাজ্যের এক সুপারী ব্যাবসায়ী। এতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ত্রিপুরার সুপারি চাষী ও ব্যাবসায়ীদেরকে।

ত্রিপুরা থেকে অসমে সুপারি রপ্তানি করতে গিয়ে চরম সমস্যার মুখে রাজ্যের সুপারি ব্যাবসাহীরা। এতেকরে ফসলের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছেননা পার্বত্য রাজ্যের সুপারি চাষীরা। অসমে সুপারি সিন্ডিগেটের আভিযোগ ত্রিপুরার সুপারি ব্যাবসায়ীদের।ত্রিপুরার অর্থকরী ফসলের মধ্যে সুপারি অন্যতম। পার্বত্য ত্রিপুরায় সুপারি চাষ করে তা বাজারজাত করার মধ্যদিয়ে জিবীকা নির্বাহ করেন অনেকেই। বহিঃরাজ্য বিশেষ করে অসম রাজ্যে সবচাইতে বেশি রপ্তানি হয়ে আসছে এই সুপারি। কিন্তু বর্তমানে অসমে সুপারি সিন্ডিগেট শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ ত্রিপুরার সুপারি ব্যাবসাহীদের। এর প্রভাব পড়েছে রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে। ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমাতেও এনিয়ে বিপাকে পড়তে হচ্ছে ব্যাবসাহীদেরকে। স্থানীয় পাবিয়াছড়া বাজারে সুপারি নিয়ে আসা নিতাই শিল নামে এক ব্যাবসায়ী অভিযোগ করলেন, অসম রাজ্যে সুপারি পাঠাতে গেলে উপযুক্ত জিএসটি দিয়েও গাড়ী প্রতি ষাট হাজার টাকা যেমন দিতে হয় অসমের সুপারি সিন্ডিগেইটকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রেসক্লাবে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন পরিষেবার সাথে যুক্ত কৃতীদেরকে সম্মাননা প্রদান

আগরতলা, ৯ নভেম্বর: রোটারী ক্লাব অব আগরতলার তরফে স্থানীয় প্রেসক্লাবে আজ এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন পরিষেবার সাথে যুক্ত কৃতীদেরকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, স্পোর্টস পারসন, সমাজসেবী এবং সাফাই কর্মীদের মধ্যে সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ক্লাবের সদস্য সহ মোট ৮০ জনকে বিভিন্ন পরিষেবার সাথে যুক্তদের মধ্য থেকে সম্বর্ধিত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী দীপক মজুমদার, মাননীয় মেয়র,আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন , সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা গভ: মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডাঃ অনুপ কুমার সাহা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত রোটারী ক্লাব অব কুমিল্লার চার্টার সভাপতি এম ডি পাঠান এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফ সদর দপ্তর পরিদর্শনে সাংসদ কৃতি সিং দেববর্মা

আগরতলা, ৯ নভেম্বর: আজ শালবাগানস্থিত বিএসএফ -এর সদর দপ্তর পরিদর্শনে গিয়েছেন সাংসদ কৃতি সিং দেববর্মা। তিনি বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি এস প্যাটেল পীযূষ পুরুষোত্তম দাসের সাথে দেখা করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আইজি বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং বিএসএফ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সক্রিয় পদক্ষেপ সম্পর্কে সাংসদকে অবহিত করেন। পাশাপাশি আইজি সাংসদকে আশ্বস্ত করেন বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিএসএফ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত রয়েছে। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিএসএফ জওয়ানরা সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। তিনি আরও বলেন, চকতি বছর বিএসএফ অসংখ্য অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করেছে। এখন পর্যন্ত ৫৭১ বাংলাদেশী নাগরিক এবং ৫২ জন রোহিঙ্গাকে আটক করেছে। তাছাড়া, ৫২ জন টাউটকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি এমপিকে আশ্বস্ত করেছেন যে বিএসএফ নিষেধাজ্ঞা ও মাদক চোরাচালানের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে দমন করছে এবং এ পর্যন্ত ৮৭ কোটি টাকার পণ্য ও মাদকদ্রব্য জব্দ করেছে। আইজি বিএসএফ কর্তৃক গৃহীত ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের (বিডব্লিউডাব্লিউএ) উদ্যোগ এবং স্থানীয় নারীদের বাহিনীতে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করার জন্য মহিলা প্রহরীদের সীমান্ত গ্রামে পরিদর্শন মাননীয় সাংসদ অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন।

সমাজ পরিবর্তনে যুবরাই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যুব সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সমাজে পরিবর্তনের আন্দোলনেও যুবারাই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। আজ বামুটিয়া ব্লকের গান্ধীগ্রামস্থিত বৈদ্যনাথ মজুমদার কমিউনিটি হলে দু''দিনব্যাপী পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক যুব উৎসবের উদ্বোধন করে পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। অনুষ্ঠানে পর্যটন মন্ত্রী বলেন, যুব সমাজকে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করতে যুব উৎসব অনুপ্রেরণার কাজ করে। তাই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যুব শক্তির বিকাশে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে।

তিনি বলেন, শুধু গতানুগতিক পুঁথিগত শিক্ষা একটি মানুষের জীবনকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা। অনুষ্ঠানে পর্যটন মন্ত্রী জেলাভিত্তিক যুব উৎসবের সাফল্য কামনা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপক সিনহা প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামী। অনুষ্ঠানে সভাধিপতি জানান, এবছর ২৮তম রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসব আগামী ১৩-১৫ নভেম্বর, ২০২৪ উনকোটি জেলায় অনুষ্ঠিত হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এস বি নাথ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক মেঘা জৈন। দু''দিনব্যাপী জেলাভিত্তিক যুব উৎসবে জেলার বিভিন্ন ব্লকের ৭০০ জন যুবক-যুবতী অংশ নিয়েছেন। যুব উৎসবে ১৩টি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে থিমাটিক একক ও দলগত প্রতিযোগিতা, সমবেত লোকনৃত্য ও সংগীত, একক লোকনৃত্য ও লোক সংগীত, স্বরচিত গল্প ও কবিতা রচনা, পেইন্টিং, তাৎক্ষণিক ভাষণ, কারুশিল্প, বস্ত্রশিল্প এবং বিভিন্ন কৃষিজাত ফসল উৎপাদনে দক্ষতা ভিত্তিক প্রতিযোগিতা।

রুটি ব্যাঙ্ক ফাউন্ডেশান আয়োজিত আর্ট প্রতিযোগিতা

আগরতলা: রুটি ব্যাঙ্ক ফাউন্ডেশান একটি সামাজিক সংস্থা। প্রতিরাতে ফুটপাথে থাকা লোকেদের খাবার প্রদান করে। খাবার দেওয়া ছাড়াও সংস্থা অন্যান্য সামাজিক কাজে লিপ্ত থাকে। এবারে দীপাবলী উপলক্ষ্যে সংস্থার পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো ইন্দ্রনগরস্থিত আনন্দমার্গ শিক্ষানিকেতনের শিশুদের নিয়ে একটি আর্ট প্রতিযোগিতা করার। সেই মোতাবেক আজ অর্থাৎ শনিবার শিশুদের নিয়ে প্রতিযোগিতা করা হয়। প্রতিযোগিতার শুরুতে তাদের হাতে সমস্ত আর্টের সামগ্রী তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এতে শিশুদের মধ্যে অনেক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। প্রতিযোগিতার ফলাফল আগামীদিন নির্ধারিত করে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

রুটি ব্যাঙ্ক প্রতি সময় চেষ্টা করে সমাজের পিছিয়ে থাকা লোকেদের সাথে থাকার। সংস্থার প্রত্যাশা আগামীদিনও তাদের পাশে থাকবে। অনুষ্ঠানে সংস্থার সভাপতি রূপা রায় দাস, সম্পাদক দীপক পাল সহ সদস্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

হাইব্রিড ধান চাষের জমি পরিদর্শন করলেন কৃষি দপ্তরের ডাইরেক্টার

আগরতলা, ৯ নভেম্বর: বন্যার পরবর্তী সময় হাইব্রিড ধান চাষের জমি পরিদর্শন করলেন কৃষি দপ্তরের ডাইরেক্টার সরদিন্দু দাস। আগষ্ট মাসের বন্যার প্রবল জলস্রোতে ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছে কৃষকরা। শান্তির বাজার মহকুমার অধিকাংশ লোকজন কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের পুনরায় ধান উৎপাদনে সাহায্যের হাতবারিয়েদিয়েছে বগাফা কৃষি দপ্তর ও জোলাইবাড়ী কৃষিদপ্তর। বগাফা কৃষি দপ্তরের তত্বধায়ক রাজীব সেন ও জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাস প্রতিনিয়ত কৃষকদের পাশে থেকে হাইব্রীড ধান উৎপাদনে সাহায্যের হাত বারিয়ে দিয়েছে।

বন্যার পরবর্তী সময় কৃষকদের আয় দ্বীগুনকরতে ও ধানের উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে কৃষিদপ্তরের উদ্দ্যোগে সকল কৃষকদের হাইব্রীড ধানের বীজ প্রদানকরাহয়েছে। বর্তমান সময়ে প্রায় ৭০ দিনে ধান উৎপাদনে ব্যাপক সারাপেয়েছে কৃষকরা। এই ধান উৎপাদনের বিভিন্ন দিকগুলি পরিদর্শনে ও কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে কৃষকদের মাঠেগিয়ে ধান উৎপাদনের কাজ পরিদর্শনকরেন কৃষি দপ্তরের ডাইরেক্টার সরদিন্দু দাস। তিনি আজকের পরিদর্শন শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, এই বছর বন্যার পরে সারা রাজ্যে ১০ হাজার হেক্টর হাইব্রীড ধান চাষের টার্গেট নেওয়া হয়েছে। আজকের পরিদর্শনে শান্তির বাজার মহকুমার কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে তিনি জানতে পারেন এই পরিমানে ধান উৎপাদন হবে তা কৃষকরাও আশা করেননি। বর্তমান সময়ে শান্তির বাজার মহকুমায় ধানের উৎপাদন দেখে দপ্তরের আধিকারিকদের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন ডাইরেক্টার সরদিন্দু দাস।

তিনি জানান, রবিখন্দে ৩০ হাজার হেক্টর হাইব্রীড বরোধান চাষের টার্গেট রাখাহয়েছে। এছারা তিনি জানান এইবারের বন্যায় অধিকাংশ কৃষিজ জমিতে পলি জমেছে এতেকরে কৃষিজ জমির উরবতা অনেকটা বৃদ্ধী পেয়েছে। শান্তির বাজার এবং জোলাইবাড়ী এলাকা কৃষিজ জমি পরিদর্শনশেষে ডাইরেক্টর তাঁর পরবর্তী গন্তব্যস্থলে চলে যান। সেখানে যাবার পূর্বে দক্ষিন জেলার কৃষি আধিকারিক সুমিত কুমার সাহাকে সারাদিন ব্যাপী কৃষিজ জমি পরিদর্শন করার নির্দেশ দেন। কিন্তু দেখাযায় এই নির্দেশকে অমান্যকরে চলে যান সুমিত কুমার সাহা।

সীমান্ত এলাকায় পাচার বাণিজ্য রোধে এলাকাবাসীর সাথে বৈঠক বিএসএফ-এর

বিলোনিয়া, ৯ নভেম্বর: ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় পাচার বাণিজ্য রোধ সহ এলাকার নানাবিধ সমস্যার সমাধানে এলাকাবাসীর সাথে বৈঠকে মিলিত হন বিএসএফ ৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডেন্ট অমর রাম যাদব। আজ সকাল ১০-৩০ মিনিটে বিলোনিয়া সাড়াসীমা বিওপিতে আমজাদ নগর এলাকার নাগরিক এবং পঞ্চায়েতের প্রধান সহ অন্যান্য সদস্য সদস্যদের নিয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বিএসএফের পক্ষ থেকে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য বিওপির আধিকারিকগণও, এলাকার সার্বিক উন্নয়নে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে বলে জানান এলাকার প্রধান শাহেনা বেগম।

আবারও আটক বাংলাদেশি নাগরিক

আগরতলা, ৯ নভেম্বর : শুক্রবার রাতে উদয়পুর রেল স্টেশন থেকে ছয় জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে রেল পুলিশ। সন্দেহজনকভাবে ছয় জনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উদয়পুর রেল পুলিশ তাদের আটক করেছে। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে এই ছয়জন বাংলাদেশের নাগরিক। তাদের মধ্যে চারজন শিশু এবং একজন মহিলা ও একজন পুরুষ রয়েছেন। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির কারণে প্রায় প্রতিদিনই অবৈধভাবে বহু বাংলাদেশী ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করছে। রাজ্য থেকে রেলপথে দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তর হচ্ছে তারা। এদিকে রেল পুলিশ বা রাজ্য পুলিশের হাতে প্রায় প্রতিদিনই বেশ কয়েকজন করে ধরা পড়ছে। উদয়পুর রেল পুলিশ জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে আটক ছয়জন বাংলাদেশের খুলনা জেলার বাসিন্দা। তাদের সাথে পাচারকারী পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বাসিন্দা মোহম্মদ হাবিজুরকেও আটক করা হয়েছে। পুলিশ আরো জানিয়েছে, বিলোনিয়ার কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে তারা রাজ্যে প্রবেশ করেছে। মূলত চিকিৎসার জন্য চেন্নাই যাওয়ার উদ্দেশ্যেই তারা রাজ্যে প্রবেশ করেছে। বর্তমানে আটক ছয় বাংলাদেশি সহ পাচারকারীকে আর.কে.পুর পুলিশের তত্বাবধানে রাখা হয়েছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।